চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ৪ মাঘ – ১০ মাঘ, ১৪৩১ ঃ ১৮ জানুয়ারি – ২৪ জানুয়ারি, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 13, 18 January - 24 January, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : মেদিনীপুরে ফের আরেক প্রসূতির মৃত্যু, ২জন

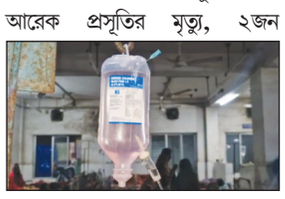

সংকটজনক। উত্তবঙ্গের প্রসূতি মৃত্যুতে যে স্যালাইন কাঠগড়ায় উঠেছিল সেই স্যালাইনই ব্যবহার করা হয়েছিল মেদিনীপুর মেডিকেলে। ফলে এক্ষেত্রেও প্রশ্নের মুখে সেই স্যালাইন।

রবিবার : যত কাণ্ড মালদহে। ছাত্র ছাত্রীদের ট্যাবের টাকা প্রতারণার

কন্যাশ্রী

পর এবার কন্যাশ্রী। ৩ বছর আগে আবেদন করে টাকা না পেয়ে মানিকচকের এনায়েতপুর হাই স্কুলের ছাত্রীরা অভিযোগ করতেই প্রধান শিক্ষক সহশিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

সোমবার : আরজি কর কাণ্ডের পরে উঠে এসেছিল রাজ্যের

বায়োমেডিকেল বর্জ্য নিয়ে অব্যবস্থার চিত্র। ২০০৮ সালে সিএজি মন্তব্য করেছিল এ রাজ্যে এই বর্জ্য পৃথককরণ হয় না। এই বিষয়ে এক মামলায় রাজ্যের বক্তব্য জানতে চাইল জাতীয় পরিবেশ আদালত।

মঙ্গলবার : রাজ্য সরকার মেদিনীপুর হাসপাতালে প্রসূতি

CRIMINAL INVESTIGATION DEPARTMENT CID FIGHT CRIME & WIN

মৃত্যু ও অসুস্থতার তদন্তভার তুলে দিল সিআইডির হাতে। ইতিমধ্যে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের ১৩ সদস্যের প্রতিনিধিদল রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তাতে ধরা পড়েছে গাফিলতি।

বুধবার : গার্ডেনরিচের বাড়ি বিপর্যয় স্মৃতিতে ফেরালো নেতাজিনগর।

বিদ্যাসাগর কলোনীর একটি চারতলা বহুতল আচমকা হেলে পড়ল পাশের বাড়ির ঘাড়ে। কীভাবে এমন বাড়ি হল। চুপ কলকাতা পুরসভা বলেছে অভিযোগ দায়ের করা হবে।

বৃহস্পতিবার : অনেক ঢাক ঢোল পিটিয়ে সমীক্ষা করে তালিকা তৈরি

হয়েছিল বাংলার বাড়ি প্রাপকদের। শুরু হয়েছে টাকা পাঠানোও। কিন্তু তাতেও সমস্যা মিটল না। বহু ভুল অ্যাকাউন্টে নাকি টাকা চলে যাচ্ছে। এবার সেগুলি ফেরত নেওয়ার জন্য পৃথক অ্যাকাউন্ট খোলার সিদ্ধান্ত নিল সরকার।

শুক্রবার : মেদিনীপুর হাসপাতালে প্রসূতি মৃত্যু ও অসুস্থতার

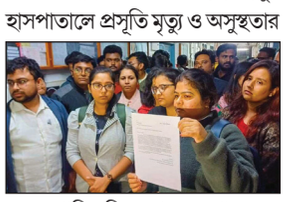

জন্য গাফিলতির দায়ে সুপার সহ সিনিয়র ও জুনিয়ার মিলিয়ে ১২ জন ডাক্তারকে সাসপেন্ড করল রাজ্য সরকার। এর প্রতিবাদে মেদিনীপুরে কর্মবিরতির ডাক দেন জুনিয়ার ডাক্তাররা।

সবজান্তা খবরওয়ালা

গরিবের স্বাস্থ্য সেবা প্রশ্নের মুখে

ওঙ্কার মিত্র

সরকারি হাসপাতালে প্রসূতি মায়েদের দুর্দশার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী যখন মেদিনীপুর সরকারি হাসপাতালের সুপার সহ চিকিৎসকদের সাসপেন্ড করছেন তখন তাঁরই দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক তথা সাংসদ নিজের অঞ্চলে এক অসরকারি স্বাস্থ্য শিবিরের সাফল্য প্রচারে ব্যস্ত। বাংলার গরিব মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবায় এই দুই ঘটনাই যথেষ্ট উদ্বেগের।

দীর্ঘদিন ধরে কানাঘুসো চললেও আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক পড়ুয়া ধর্ষণ ও খুনের পর সরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উলঙ্গ হয়ে পড়েছে। বেড থেকে ওষুধ, মৃতদেহ থেকে বায়োমেডিকেল বর্জ্য সবই অসাধু স্বাস্থ্যকর্তা এবং ব্যবসায়ীদের চক্রের কবলে। তারই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবার শোরগোল তুলল স্যালাইন। এমনই তার অভিঘাত যে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীকে মাঠে নেমে দোষী চিহ্নিত করতে হচ্ছে। এমনিতে এ রাজ্যে মায়েদের মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য স্তরে নামেনি। ১৯২২–২৩ সালে রাজ্যে ১,১১২ জন মায়ের মৃত্যু নথিভুক্ত হয়েছে। কিশোরী গর্ভধারণও মাতৃমৃত্যু বৃদ্ধির জন্য এই মৃত্যু অনেকাংশে দায়ী। এ রাজ্যে ১৮ বছরের কম বালিকার বিবাহের হার প্রায় ৪১ শতাংশ। শিশু মৃত্যুও এ রাজ্যে যথেষ্ট উদ্বেগজনক। এখনও তা ১০০০–এ ১৯। এর পাশাপাশি মূলত গরিব মানুষের জন্য নিবেদিত সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ক্রমেই তার বিশ্বাস হারাচ্ছে। আজ হাসপাতালের মধ্যে ধর্ষণ– খুন, মৃতদেহ লোপাট, ওষুধে কারচুপি মানুষের মনে রীতিমতো আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। সরকারি হাসপাতালের অব্যবস্থা আর অর্থলোলুপ বেসরকারি হাসপাতালের মাঝে পড়ে হাঁসফাঁস করছে দরিদ্র অভাগা বাঙালি। এতো গেল কলকাতার বড় বড় হাসপাতালের আখ্যান। গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আরও করুণ। সেখানে না আছে পরিকাঠামো, না আছে ডাক্তার, না আছে ওষুধ বিশুধ। সরকারের এই ব্যর্থতার সুযোগ কাজে লাগিয়েই সরকারি দলের কর্মকতারা নেমে পড়েছেন স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে।

এরপর পাঁচের পাতায়

গর্বের মুহূর্ত: তেনজিং নোরগে ন্যাশনাল অ্যাডভেঞ্চার অ্যাওয়ার্ড ২০২৩ পুরস্কার পেলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা নিবাসী সাঁতারু সায়নী দাস। ১৭ জানুয়ারি দিল্লিতে গণতন্ত্র মণ্ডপে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সায়নীর হাতে এই জাতীয় পুরস্কারটি তুলে দিলেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এশিয়া সেরা সাঁতারু সায়নী দাস এবার স্পেনের জিব্রাল্টার স্ট্রেইট এবং জাপানের সুগারু স্ট্রেইট অভিযান সফল করতে পারলেই সপ্তসিন্ধু জয়ের স্বপ্ন তাঁর পূর্ণতা লাভ করবে। আলিপুর বার্তা পত্রিকার পক্ষ থেকে দেশের গর্ব এই জলকন্যা সায়নীর জন্য রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তথ্য: দেবাশিস রায়। শুক্রবার বিকেলে ছবিটি দিল্লি থেকে পাঠিয়েছেন সায়নীর পিতা রাধেশ্যাম দাস।

বিস্তারিত আটের পাতায়

পুলিশের জালে ৬ সাইবার অপরাধী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত : উত্তর ২৪ পরগণার বারাসত পুলিশ জেলার অন্তর্গত বারাসত সাইবার থানা সূত্রে খবর পেয়ে ৯ জানুয়ারি শিশিরকুঞ্জে স্টার মলের বিপরীতে একটি কল সেন্টারে হানা দেয়। সেখান থেকে ৬জন সাইবার অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরদিন বারাসত এসপি অফিসে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(নর্থ) স্পর্শ নিরাঙ্গী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'কল সেন্টারের আড়ালে এখানে চলত সাইবার ক্রাইম। বিভিন্ন লোন দেওয়ার নাম করে এখানে সাইবার প্রতারণার ফাঁদ পাতা হয়েছিল। প্রায় ৩৪ জন পুরুষ–মহিলা কাজ করত এই সেন্টারে। তাদের পরিচালনা করত যে ৬ জন তারাই মূল অপরাধী। ধৃতরা হল, ঘোলা থানা এলাকার শুভ সিংহ(৩৪), হাবড়া থানা এলাকার সজীব মজুমদার(৩৬)। নব ব্যারাকপুর থানা এলাকার সুমন দে(৩৩), মধ্যমগ্রাম থানার পূজা বিশ্বাস(২৪), বারাসত থানা এলাকার ঝিলিক দাস(২৮), ও শম্পা দে(৩২)। তাদের কাছ থেকে ৪০টি মোবাইল, ২টো ল্যাপটপ সহ বিভিন্ন নথি উদ্ধার হয়। পরদিন তাদের বারাসত আদালতে তুলে সাতদিনের পুলিশি হেফাজত নেওয়া হয়। এই ৬ জনের মধ্যে মূল মাথা হিসাবে সুমন দে কাজ করত বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। তবে অন্যান্য যারা কাজ করত তারা নিরাপরাধ বলেই মনে করছে পুলিশ। শুধু টাকার জন্য তারা কাজ করত বলে জানা গিয়েছে। প্রায় ২ বছর ধরে তারা এই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছিল।'

ছুটি

আগামী ২৩ জানুয়ারি ২০২৫ নেতাজির জন্মদিন ও নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আলিপুর বার্তা পত্রিকার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকায় ২৫ জানুয়ারির সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। পুনরায় ১ ফেব্রুয়ারি থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

চ্যালেঞ্জ ছাড়াই শেষ হল এবারের সাগরমেলা

প্রিয়ম গুহ ● গঙ্গাসাগর

জয় গঙ্গা মাইয়া, জয় শ্রী রাম ধ্বনিতে ছাড়ল আজমির। যাত্রীদের নিয়ে পৌছল চেমাগুড়িতে। নিউ পুর্ণিমা ও মা সর্বমঙ্গমা চেমাগুড়ি থেকে যাত্রীবাহী শেষ যাত্রা সম্পূর্ণ করল নামখানার ১ নম্বর জেটি ঘাটে ১৫ জানুয়ারি সকালে, শেষ হল বহু প্রতিক্ষিত গঙ্গাসাগর মেলা। অগণিত ভক্তসমাগমে সাগরদ্বীপ পরিণত হয়েছিল এক ভারতবর্ষের স্বরূপ হিসেবে। গঙ্গা–সাগরের সঙ্গমস্থলে মিলিত হয়েছিল রাজস্থান, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ সহ আরো রাজ্যের অগণিত পুণ্যার্থী।

প্রশাসন যে চ্যালেঞ্জ নিয়েছিল তা উৎরিয়ে গিয়েছে এ যাত্রায়। কোনও বড়ো দুর্ঘটনা ঘটেনি, যাত্রী সুরক্ষাতেও পাশ করে গিয়েছে প্রশাসন। মেলাকে পরিচালন করবার জন্য সরকারি আধিকারীক সহ স্বেচ্ছাসেবকরা দিনরাত এক করে যাত্রী সুরক্ষায় নিয়োজিত

করে দিয়েছিলেন নিজেদের। ১ নম্বর রাস্তা দিয়ে স্নান করে মন্দির দর্শণ করে পুণ্যার্থীরা বাস ধরিয়ে নিজেদের গন্তব্যতে পৌছে দিয়েছেন স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা সহ সরকারি স্বেচ্ছাসেবকরা। হ্যাম রেডিও ক্লাবের সদস্যরা যাত্রী সুরক্ষায় যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাদের জানাতে হয় কুর্নিশ। এই সংস্থার মুখ্য অম্বরিশ নাগ বিশ্বাস বলেন, 'প্রত্যেকটি পয়েন্টেই স্বেচ্ছাসেবকদের আপ্রাণ চেষ্টায় যাত্রী যাতায়াতের কোনও বেগ পেতে হয়নি। এবছর আমার এক নতুন জিনিস শুরু করেছি, এই পোর্টালের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া এবং অসুস্থদের ছবি সহ পরিচয় বিবরণ তুলে রাখা হচ্ছে, প্রত্যেক পয়েন্ট সেটা দেখে প্রিয়জনদের বা দলের লোকজনদের খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া অনেকটাই সরল হয়ে যাচ্ছে।' এবছর গঙ্গাসাগর মেলায় ৬৬৩২ তীর্থযাত্রী তাদের আত্মীয়দের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তবে তৎপরতার সাথে ৬৬২৭ জনকেই মিলিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে প্রশাসন। উত্তরপ্রদেশের ৪ জন, হরিয়ানার ১ জন, ছত্তিশগড়ের একজনের মৃত্যু হয়েছে। ৯ জন তীর্থযাত্রীকে অসুস্থতার কারণে এয়ারলিফ্টিংয়ের মাধ্যমে কলকাতায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এছাড়াও বহু অসুস্থদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তোলা হয়েছে। এবছর গঙ্গাসাগর মেলায় অসুস্থদের সংখ্যা বেশ বেড়ে গিয়েছিল। অধিকাংশই ভুগেছে পেটের সমস্যায়, তাই প্রাথমিক চিকিৎসা শিবিরগুলোতে দেখা গিয়েছে ভিড়।

এরপর তিনের পাতায়

ক্যানিংয়ের সরকারি গ্রন্থাগারের ভগ্ন দশা

বাইরে বসেই দিন কাটান লাইব্রেরিয়ান

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের সারেঙ্গাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জেলা গ্রন্থাগার দপ্তর অনুমোদিত সারেঙ্গাবাদ আদিবাসী গ্রন্থাগারের বেহাল দশার খবর প্রকাশ্যে এল। জানতে পারা যাচ্ছে প্রায় ১০ বছর বন্ধ থাকার পর গত অক্টোবর মাসে এই গ্রন্থাগারের জন্য ১জন লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ করা হয়। ওই লাইব্রেরিয়ানের নাম সায়ন আলম। কিন্তু অবাক করার মতো বিষয় হল প্রায় ৩ মাস হতে চলল ওই লাইব্রেরিয়ান লাইব্রেরীতে প্রবেশ করতেই পারছেন না। অবাক হচ্ছেন? ওই সারেঙ্গাবাদ আদিবাসী গ্রন্থাগারের লাইব্রেরিয়ান সায়ন আলম এই প্রসঙ্গে বলেন, 'দেখুন এই গ্রন্থাগারটি প্রায় ১০ বছর বন্ধ ছিল। এর মধ্যে আমফান সহ নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়েছে। যার ফলে গ্রন্থাগারটি প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। এখানে কোনও বিদ্যুৎ পরিষেবাও নেই। বিভিন্ন গেটের চাবির তালাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ভিতরের বইপত্র আদৌ কিছু আছে বলে মনে হয় না। আমি বিষয়টি জেলা গ্রন্থাগার দপ্তর এবং স্থানীয় বিধায়ক ও বিডিওকে জানিয়েছি। আমি তো সরকারি সম্পত্তি কাউকে না জানিয়ে ভেঙে ঢুকতে পারি না। তাই যতদিন না গ্রন্থাগারটি খোলা হয় বা সংস্কার করা হয়, ততদিন গ্রন্থাগারের বাইরে আমি বসে থাকি।' প্রসঙ্গত এই এলাকাটি ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র। যার বিধায়ক শওকত মোল্লা। গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক সায়ন আলম জানালেন,

বিধায়ক নাকি কথা দিয়েছেন খুব শীঘ্রই গ্রন্থাগারটির সংস্কার করা হবে। প্রসঙ্গত এই গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে এলাকার সাধারণ মানুষ এবং পাঠকরা জানাচ্ছেন, দীর্ঘদিন গ্রন্থাগারটি বন্ধ থাকার পর বর্তমানে তা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। গ্রন্থাগারটি আগে সংস্কার করে গ্রন্থাগারের উপযোগী না করে তুলে, হঠাৎ করে একজন লাইব্রেরিয়ান দেওয়া হল কেন? বিষয়টি নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। গ্রন্থাগারের জন্য লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ হলেও, এলাকার মানুষরা তো কোনও গ্রন্থাগার পরিষেবা পাচ্ছে না।

এরপর পাঁচের পাতায়

জমির সমস্যা মিটলেই কাঁটাতার

কল্যাণ রায়চৌধুরি

ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে এরাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশ কোনও নতুন ঘটনা নয়। তবে বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর সেদেশে অন্তর্বর্তীকালীন মহম্মদ ইউনুস সরকারের নেতৃত্বে মৌলবাদী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। একারণে বাংলাদেশ জুড়ে জঙ্গী তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতে নাশকতার ছক কষার আশঙ্কায় ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের নজরদারি ও প্রহরা ব্যাপক কঠোর হয়েছে বলে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে। ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় ২৫০০ কিলোমিটারের মধ্যে উত্তর ২৪ পরগণার প্রায় ১০০০ কিমি ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন জঙ্গী ধরা পড়েছে। ভৌগোলিক অসুবিধার কারণে সর্বত্র কাঁটা তারের বেড়া না থাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ব্যাপক সুবিধা। বিএসএফের দাবি, কোথাও নদী অথবা কোথাও রাজ্য জমি দিতে না পারায় এতদিন কাঁটাতার দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এরপর পাঁচের পাতায়

ট্র্যাকিংহীন প্যান কার্ড, টিডিএসের বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো

সুবীর পাল, কলকাতা: কথায় আছে, ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার।

কেন, কেন, কেন? আচমকা এমন প্রসঙ্গ কেন আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠলো?

ধীরে বস্ ধীরে। সবুরে মেওয়া ফলে বুঝলেন।

তা যাক, আসলে কি হয়েছে খোলসা করে একটু বলুন না প্লিজ।

ঠিকই আছে, তবে শুনুন। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না। তবে যা বলতে যাচ্ছি তা জানলে, অবিশ্বাসটাই জন্মাবে তাৎক্ষণিক পর্যায়ে, উল্টে অবধারিতভাবে পরামর্শ দেবেন, যা বলছেন তা আরও একবার নিশ্চিত হয়ে বলুন।'

আসলে ভারতের আয়কর দপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল টিডিএস বা ট্যাক্স ডিডাক্টেড অ্যাট সোর্স। আর এখানেই একটি চমকে যাওয়ার মতো তথ্য উঠে এসেছে। এই টিডিএস সংক্রান্ত দপ্তরের নিজস্ব রেকর্ডে ভারতীয় নাগরিকদের প্যান কার্ড সংক্রান্ত কোনও তথ্যই আক্ষরিক অর্থে নথিভুক্ত নেই। এই দপ্তর নিজের থেকে টিডিএস প্রদানকারী কোনও উপভোক্তার প্যান কার্ডের কোনও অর্থনৈতিক লেনদেন আদতে নিজস্ব উপায়ে ট্র্যাকিং করতে পারে না। এরকম পরিস্থিতিতে টিডিএস সংক্রান্ত দপ্তরকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হয় ভারতীয় আয়কর ভবনের উপর। নিজস্ব হেফাজতে প্যান কার্ড সংক্রান্ত কোনও নথি সরাসরি না থাকার ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যাবতীয় আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে খোঁজ নিতে বহু সময়েরও অপচয় ঘটে।

এই অবাক করা সমস্যার কথা প্রকারান্তে মেনে নিলেন কলকাতায় অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের ইনকাম ট্যাক্স (টিডিএস) কমিশনার রঘুবীর মদনাপ্পা। তিনি বলেন, 'এটাই সত্যি যে টিডিএস দফতরে সরাসরি ভারতীয় নাগরিকদের প্যান কার্ডের কোনরকমের কোনও তথ্য নথিভুক্ত করা নেই। কারও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কিছু বিষয়ে ট্র্যাকিং করার থাকলে তা আমরা সরাসরি করতে পারি না। এবিষয়ে কিছু জানার থাকলে আমাদেরকে আয়কর ভবনের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হতে হয়। আমাদের প্রয়োজনটা তাদের জানানোর পর পরবর্তী ক্ষেত্রে তারা আমাদের তা জানায়, দুই তরফের লিখিত আদান প্রদানের মাধ্যমে। যা আক্ষরিক অর্থে ডিজিটাল যুগের প্রকৃত পরিপন্থী।'

এরপর পাঁচের পাতায়

সেনাবাহিনীতে ৩৭৯ টেকনিক্যাল অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়া দিল্লি : ভারতীয় স্থলবাহিনী শর্ট সার্ভিস কমিশনে 'টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েট কোর্সে অফিসার পদে ৩৭৯ জন অবিবাহিত ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন শাখার জন্য যোগ্য:

সিভিল: সিভিল, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (স্ট্রাকচারাল), স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারিংঅ্যান্ড কনস্ট্রাকশন, বিল্ডিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন টেকনোলজি, সিভিল অ্যান্ড রুরাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্ল্যানিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (কনস্ট্রাকশন টেকনোলজি), সিভিল অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ারিং, কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, কনস্ট্রাকশন টেকনোলজি, কনস্ট্রাকশন টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, সিভিল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং), জিওইনফর্মেটিক্স, সিভিল টেকনোলজি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এনভায়রণমেন্টাল অ্যান্ড পলিউশন কন্ট্রোল, এনভায়রণমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং, এনভায়রণমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং, এনভায়রণমেন্ট সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, এনভায়রণমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (পাব্লিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং), এনভায়রণমেন্টাল প্ল্যানিং, আর্কিটেকচার, আর্কিটেকচারাল, আর্কিটেকচারাল অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ, আর্কিটেকচার অ্যান্ড ইন্টেরিয়র ডেকরেশন, আর্কিটেকচার অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ, বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন টেকনোলজির ডিগ্রি কোর্স পাশরা সিভিল, বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন টেকনোলজি ও আর্কিটেকচার শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ছেলে ৭৫টি ও মেয়ে ৭টি। কম্পিউটার সায়েন্স: কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার টেকনোলজি, ৩ডি অ্যানিমেশন অ্যান্ড গ্রাফিক্স, অ্যাডভান্সড কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন, কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইনফর্মেশন টেকনোলজি, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটিং ইন কম্পিউটিং, কম্পিউটিং ইন মাল্টিমিডিয়া, কম্পিউটিং ইন সফটওয়্যার, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড কম্পিউটিং, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং (সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং), কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (নেটওয়ার্ক্স), ন্যানো সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, ডাটা সায়েন্স প্রোগ্রাম, ন্যানো টেকনোলজি, রোবোটিক্স অ্যান্ড অটোমেশন, অটোমেশন অ্যান্ড রোবোটিক্স, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ইনফর্মেশন সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনফর্মেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, ইনফর্মেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনফর্মেশন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ইনফর্মেশন টেকনোলজি অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কিংবা ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ইনফর্মেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, কম্পিউটার সায়েন্স ও কম্পিউটার টেকনোলজির এম.এসসি. কোর্স পাশরা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/কম্পিউটার টেকনোলজি/ এম.এসসি. কম্পিউটার সায়েন্স ও ইনফর্মেশন টেকনোলজি শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ ছেলে ৬০টি ও মেয়ে ৪টি। ইলেক্ট্রিক্যাল: ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল (ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড পাওয়ার), পাওয়ার সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড পাওয়ার, ইলেক্ট্রিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইলেক্ট্রিক্যাল ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাপ্লায়েড ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইলেক্ট্রনিক্স ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল, ইন্সট্রুমেন্টেশন টেকনোলজি, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইলেক্ট্রনিক্স কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা ইলেক্ট্রিক্যাল/ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন ও ইন্সট্রুমেন্টেশন শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ছেলে ৩৩টি ও মেয়ে ৩টি।

ইলেক্ট্রনিক্স: ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, পাওয়ার ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ড্রাইভস, পাওয়ার ইলেক্ট্রনিক্স, পাওয়ার ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিজিটাল টেকনিক্স ফর ডিজাইন অ্যান্ড প্ল্যানিং, ইলেক্ট্রনিক্স সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেমস, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স ডিজাইন টেকনোলজি, ইলেক্ট্রনিক্স সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স টেকনোলজি, রেডিও ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, অপটিক্স অ্যান্ড অপ্টো ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিমেট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিমেটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (টেকনোলজিশিয়ান ইলেক্ট্রনিক রেডিও), ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (টেকনোলজি ইন ইলেক্ট্রিক রেডিও), এম.এসসি. ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাপ্লায়েড ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন (কমিউনিকেশন সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং), ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ইন্ডাস্ট্রি ইন্টিগ্রেটেড), ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (মাইক্রোওয়েভ), অ্যাডভান্সড কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইনফর্মেশন সিস্টেম, অ্যাডভান্সড ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, এম.এসসি. কমিউনিকেশন, এম.এসসি. মাইক্রোইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড অ্যাডভান্সড কমিউনিকেশন, ফাইবার অপটিক্স, টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইক্রো ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড মাইক্রোওয়েভ ইঞ্জিনিয়ারিং, অপ্টো ইলেক্ট্রনিক্স, অপটিক্স অ্যান্ড অপ্টো ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকম, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ফাইবার অপটিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, মাইক্রো ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড মাইক্রোওয়েভ, অপ্টো ইলেক্ট্রনিক্স, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ: ছেলে ৬৪টি ও মেয়ে ৬টি। মেকানিক্যাল : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল (মেকাট্রনিক্স) – ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল অ্যান্ড অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাডভান্স মেকাট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রোডাক্ট ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, প্রোডাকশন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, অটোমোবাইল মেন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিং, অটোমোটিভ টেকনোলজি, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (অটোমোবাইল), মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ইন্ডাস্ট্রি ইন্টিগ্রেটেড), মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং), মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রোডাকশন), মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ওয়েল্ডিং টেকনোলজি), মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল / ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস অ্যান্ড অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানুফ্যাকচারিং সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি, ওয়ার্কশপ টেকনোলজি, এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং, এয়ারক্র্যাফট মেন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাভোনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাভিয়েশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মেকানিক্যাল, প্রোডাকশন, অটোমোবাইল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল/ম্যানুফ্যাকচারিং, ওয়ার্কশপ টেকনোলজি, অ্যারোনটিক্যাল, অ্যারোস্পেস ও অ্যাভোনিক্স শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ : ছেলে ১০১টি ও মেয়ে ৯টি।

মিসলেনিয়াস ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রিম : প্লাস্টিক টেকনোলজি, রিমোট সেন্সিং, ব্যালিস্টিকস ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়ো মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল ইলেক্ট্রনিক্স, ফুড টেকনোলজি, এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং, মেটালার্জিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেটালার্জি অ্যান্ড মেটেরিয়াল টেকনোলজি, মেটালার্জি অ্যান্ড মেটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেটালার্জিকাল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেটেরিয়াল সায়েন্স, মেটালার্জি অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভস ইঞ্জিনিয়ারিং, লেজার টেকনোলজি, বায়ো টেকনোলজি, রাবার টেকনোলজি, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইনিং, নিউক্লিয়ার টেকনোলজি, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশা প্লাস্টিক টেকনোলজি, রিমোট সেন্সিং, ব্যালিস্টিক্স, যাবো মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, যুদ্ধ টেক, আরিগাল্ড্যাং, মৌরলার্কিপাল, মেটালার্জি অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভ, লেজার টেক, বায়ো টেক, রাবার টেক, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ট্রান্সপোর্টেশন, মাইনিং, নিউক্লিয়ার টেকনোলজি ও টেক্সটাইল শাখার জন্য যোগ্য। শূন্যপদ। ছেলে ১৭টি।

ওপরের ওইসব শাখার এবছরের ফাইনাল পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। তবে তাঁদের বেলায় আগামী বছর ১ এপ্রিলের মধ্যে পাশ করে থাকতে হবে।

বয়স: বয়স হতে হবে ১-১০-২০২৫র হিসাবে ২০ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম-তারিখ হতে হবে ২-১০-১৯৯৮ থেকে ১-১০-২০০৫এর মধ্যে। ছেলেদের চাকরি হবে 65তম SSC (Tech) কোর্সে ও মেয়েদের চাকরি হবে 36তম SSCW (Tech) কোর্সে। শরীরের মাপজোখ শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় ১৫৭.৫ সেমি আর ওজন হতে হবে উঃ চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃষ্টিশক্তি দরকার ভালো চোখে ৬/৬ ও খারাপ চোখে ৬/১৮। শুরুতে ৪৯ সপ্তহের ট্রেনিং শুরু অক্টোবরে। তখন স্টাইপেন্ড মাসে ৫৬,১০০ টাকা। সফল হলে লেফটেন্যান্ট পদে চাকরি। তখন মাইনে: ৫৬,১০০-১,৭৭,৫০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি: প্রার্থী বাছাই করবে সার্ভিস সিলেকশন বোর্ড। শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে।

মাধ্যমিক ছেলেমেয়ের জন্য

রেলে ৪৬৪ মাল্টিটাস্কিং স্টাফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়া দিল্লি: কেন্দ্রীয় সরকারের রেল মন্ত্রকের অধীন ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড মাল্টি টাস্কিং স্টাফ (এম.টি.এস.) পদে ৪৬৪ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। মাধ্যমিক বা, আই.টি.আই. পাশরা ১৮ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন। তপশিলী, ও.বি.সি.রা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে পে ম্যাট্রিক্স-৭ অনুযায়ী। শূন্যপদ: ৪৬৪টি (জেনাঃ ১৯৪, তঃজাঃ ৭০, তঃউঃজাঃ ৩২, ও.বি.সি. ১২২, ই.ডব্লু.এস. ৪৬)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৩৩টি, প্রাঃসঃকঃ ১১৩টি। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 01/DR/2025. প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। কবে কোথায় পরীক্ষা হবে তা ওয়েবসাইটে পাবেন। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৮ জানুয়ারি থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: https://dfccil.com এজন্য বৈধ ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও যাবতীয় প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন। তারপর ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ নির্দিষ্ট টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। এই পদের জন্য কেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি, পরীক্ষা ফী ইত্যাদি তথ্য পাবেন ওপরের ওই ওয়েবসাইটে।

ভারত ইলেক্ট্রনিক্সে ৩৫০ প্রবেশনারি ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়া দিল্লি: ভারত ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড প্রবেশনারি ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রনিক্স) ও প্রবেশনারি ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল) পদে ৩৫০ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য প্রবেশনারি ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রনিক্স): ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বি.ই., বি. টেক. বা, বি.এসসি. ইঞ্জিনিয়ারিং) কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২৫ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৪০,০০০-১,৪০,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ২০০টি। প্রবেশনারি ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল): মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বি.ই., বি.টেক. বা, বি.এসসি. ইঞ্জিনিয়ারিং) কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২৫ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৪০,০০০-১,৪০,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৫০টি। দুই ক্ষেত্রেই বয়স গুণতে হবে ১-১-২০২৫"এর হিসাবে। তপশিলী, ও.বি.সি. রা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। শূন্যপদ: ৩৫০টি (জেনাঃ ১৪৩, ই.ডব্লু.এস. ৩৫, ও.বি.সি. ৯৪, তঃজাঃ ৫২, তঃউঃজাঃ ২৬)। প্রার্থী বাছাই হবে কম্পিউটার বেসড টেস্টের মাধ্যমে। সফল হলে ইন্টারভিউ। ১২০ মিনিটের ১২৫টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে জেনারেল অ্যাপ্টিটিউড ও রিজনিং-২৫টি ও টেকনিক্যাল সংক্রান্ত ১০০টি। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 17556/ HR/All-India/2025, Date: 10.01.2025.

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৩১ জানুয়ারির মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.bel-india.in এজন্য বৈধ ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার ও যাবতীয় প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১,১৮০ টাকা অনলাইনে দেবেন। তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

শরীর নিয়ে নানা কথা

গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ (GERD)- অ্যাসিডিটি, বুক জ্বালা

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

আমাদের মুখগহ্বর আর পাকস্থলীর মধ্যে একটি পাইপ রয়েছে যাকে ফুড পাইপ অথবা ইসোফেগাস বলা হয়। আমাদের পাকস্থলীতে খাদ্য পরিপাকের জন্য অ্যাসিড তৈরি হয়। আমাদের পাকস্থলীর ভীতরাংশ যে ধরনের এপিথেলিয়াম দ্বারা পরিবৃত তার থেকে মিউসিন জাতীয় একটি পদার্থ নির্গত হয় এবং তা পাকস্থলীকে অ্যাসিডের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। অথচ ফুড পাইপের এপিথেলিয়াম ভিন্ন ধরনের হওয়ায় তা অ্যাসিডের ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। সাধারণত, খাদ্যনালী এবং পাকস্থলীর সংযোগস্থলে একটি স্ফিঙ্কটার রয়েছে (একটি পেশীর ভালফ যা খাদ্যকে পাকস্থলীতে প্রবেশ করতে দেয় এবং তারপরে এটিকে ফিরে আসতে বাধা দেওয়ার জন্য বন্ধ করে দেয়)। এটি খাদ্যনালীকে পাকস্থলীর অ্যাসিড থেকে রক্ষা করে। যাইহোক, যদি স্ফিঙ্কটারটি শিথিল হয়, তাহলে অ্যাসিড মিশ্রিত খাদ্য উপরের দিকে উঠে আসতে পারে এবং অ্যাসিড রিফ্লাক্স সৃষ্টি করতে পারে। মাঝে মাঝে অ্যাসিড রিফ্লাক্স (অম্বল জ্বালা) হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, তবে কিছু লোক প্রায় প্রতিবার খাওয়ার সময় জ্বালা, পেট ফুলে যাওয়া এবং বেলচিং-এর সমস্যায় ভোগেন। জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ (GERD)তে আক্রান্ত।

(GERD) এর কিছু সাধারণ উপসর্গ :

* বুকের মধ্যে জ্বালা, প্রধানত খাওয়ার পরে বা শুয়ে থাকার সময়।
* টক স্বাদযুক্ত তরল গলা বা মুখে উঠে আসা।
*গিলতে অসুবিধা বা গলায় পিণ্ডের অনুভূতি।
*বুকে তীব্র অস্বস্তি। (অবিলম্বে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে)।
*অ্যাসিড রিফ্লাক্সের কারণে গলায় জ্বালা।

যে উপসর্গগুলি ইঙ্গিত করতে পারে যে আপনার (GERD) হতে পারে:

অ্যাসিড রিগারজিটেশন (খাওয়ার পরে আপনার খাবার পাকস্থলী থেকে খাদ্যনালীতে উঠে আসা।)
গিলতে অসুবিধা বা ব্যথা
লালা অতিরিক্ত পরিমাণে
দীর্ঘস্থায়ী গলা ব্যথা
ল্যারিঞ্জাইটিস বা কর্কশতা
মাড়ির প্রদাহ
নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ
বারবার বা দীর্ঘস্থায়ী কাশি
বুকে ব্যথা (অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।)

নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণ যা জিইআরডি'কে বাড়িয়ে তুলতে পারে

* ওভার ইটিং
*চকলেট, সাইট্রাস ফল এবং চর্বিযুক্ত বা মশলাদার খাবার খাওয়া
*পানীয় কফি
*অ্যালকোহল
*তামাক ব্যবহার করা
*অ্যাসপিরিন, এনএসএআইডি, বা নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ওষুধ।

কিছু মেডিক্যাল অবস্থা যার ফলে বুকজ্বালা হতে পারে বা এর সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে:

*হায়াটাল হার্নিয়া।
*স্থূলতা।
*গর্ভাবস্থায়।
*গ্যাস্ট্রোপেরেসিস- যে পরিস্থিতিতে পাকস্থলী খালি হতে দেরি হয় ইত্যাদি।

(GERD) এর জটিলতা

গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিসঅর্ডার (GERD) চিকিৎসা না করা হলে বিভিন্ন জটিলতা তৈরি করতে পারে। কিছু প্রধান জটিলতার মধ্যে রয়েছে:

* **ইসোফ্যাগাইটিস:** পাকস্থলী থেকে আসা অ্যাসিড খাদ্যনালীর আস্তরণের প্রদাহ।
* **ব্যারেটস ইসোফেগাস:** নিম্ন খাদ্যনালীর টিস্যু পরিবর্তিত হতে পারে। এটি একটি প্রিক্যানসারাস ডিজিজ।
* **ফুসফুসের সমস্যা:** পেটের অ্যাসিড গলার পিছনে পৌঁছালে রিফ্লাক্সের কারণে গলা জ্বালা হতে পারে। আপনি আপনার কণ্ঠে কর্কশতা অনুভব করতে পারেন। এছাড়া শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়া ইত্যাদির সমস্যা দেখা দেয়।
* **দাঁতের সমস্যা:** পাকস্থলীর অ্যাসিডের ঘন ঘন এক্সপোজার দাঁতের এনামেল ক্ষয় করতে পারে, যা দাঁতের ক্ষয় এবং সেনসেভিটির সমস্যা সৃষ্টি হয়।
* খাদ্যনালীর আলসার এবং রক্তপাত।
* ইসোফেজিয়াল স্ট্রিকচার: আলসার বা মিউকাস মেমব্রেন ক্ষয়ের পর ফাইব্রোসিস এর ফলে স্ট্রিকচার হয় এবং খাবার গিলতে অসুবিধা বা ডিসফেজিয়া হয়।

রোগ নির্ণয়

(GERD) নির্ণয়ের জন্য বেশ কয়েকটি পরীক্ষা ব্যবহার করা যেতে পারে যার মধ্যে রয়েছে:

উপরের পাচনতন্ত্রের বেরিয়াম এক্স-রে – যদিও বর্তমানে এর ব্যবহার কম হয়।

এন্ডোস্কোপি।

অ্যাম্বুলেটরি অ্যাসিড (পিএইচ) পরীক্ষা (খাদ্য নালীতে অ্যাসিডের পরিমাণ নিরীক্ষণ করে)

অর্থনীতি

ছোট সময়ে শেয়ার বাজার আবার নীচের দিকে

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

নতুন ভাইরাস উসকে দিচ্ছে করোনাকালের দুঃসহ জীবন আর বিদেশীদের ক্রমাগত বিক্রি তার সাথে দোসর হয়েছে। নতুন বছরে কোন দিকে বাজার উপরের দিকে যাওয়া শুরু করলেও এই সাঁড়াশি আক্রমণে বাজার নিচের দিকে খুব দ্রুত চলে যায় এবং এই বিষয়টি এখনো অব্যাহত। বাজার যতবারই উপরের দিকে যাবার চেষ্টা করছে ততবারই জোরালো সেলিং আসছে। তবে এরই মাঝে যাদের মিউচুয়াল ফান্ড আছে তারা পোর্টফোলিও চেক করে দেখছে ক্ষত কতটা গভীর।তবে এক জায়গায় যেমন দুইবার বাজ পড়ে না ঠিক তেমনি একই কারণে বাজার এ দুইবার পতন হয় না। কাজেই নতুন ভাইরাসের কারণে মিডিয়া যেভাবে লাফালাফি শুরু করছে বাস্তবে পরিস্থিতি একেবারেই সেরকম নয় এবং মানুষ বুঝতে পেরেছে এগুলো হচ্ছে বড় বড় কর্পোরেট হাউজের বিশেষ করে মেডিসিন ব্যবসার সাথে যারা যুক্ত তাদের মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করার প্রক্রিয়া। গত সপ্তাহে বাজার সম্পর্কে আমরা যে মূল্যায়ন রিপোর্ট পেশ করেছিলাম বাজার সেই রেঞ্জের মধ্যেই রয়েছে। এবং আগামী সপ্তাহে আমাদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে নিফটি ২২৫০০ থেকে ২৩৫০০ এই রেঞ্জের মধ্যেই থাকা সম্ভবনা। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে সামগ্রিকভাবে ২০২৫ সাল বিনিয়োগকারীদের কাছে একটা ভালো সময় নতুন ভাবে বিনিয়োগ করা কেননা আগামী চার-পাঁচ বছরের মধ্যে বাজার বর্তমান স্তর থেকে দ্বিগুণ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে যে বাজেট অধিবেশন রয়েছে সেই দিকেই আপাতত: বিনিয়োগকারী তথা ট্রেডারদের লক্ষ্য। এখন যেহেতু কুম্ভ মেলা চলছে এবং অতীতের অভিজ্ঞতায় বলছে এই সময় শেয়ার বাজার ও পূর্ণ অর্জনের আশায় ডুব দেয়।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৮ জানুয়ারি – ২৪ জানুয়ারি, ২০২৫

মেষ রাশি : মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব। কর্মক্ষেত্রে দূরে বদলির সম্ভাবনা। সহকর্মীদের সাহায্য ছাড়াই কর্মক্ষেত্রে সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটিয়ে অগ্রগতি। আর্থিক গতির সম্ভাবনা সন্তানের আচরণ মানষিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। স্বাস্থ্যঘাতে ব্যয়বৃদ্ধি। অর্থের অপব্যায় বৃদ্ধি।দাম্পত্য সর্ম্পকের অবনতি। প্রে প্রণয়ে বাঁধা। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা।

প্রতিকার : 'ওঁ হুনুমতে নম:' ১০৮ বার জপ করুন।

বৃষ রাশি: পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধি পেলেও সমস্যা সমাধানের উপায় পাওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষেত্রে প্ররোচিত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অনিহা চিন্তার কারণ হতে পারে। সম্পতি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে আলোচনা হতে পারে। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগের অবসান হতে পারে। ফাটকায় অর্থ বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার বৃহস্পতির পুজো করুন।

মিথুন রাশি: সন্তানকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। গুরুজনদের থেকে আর্থিক সাহায্য বা উপহার পেতে পারেন। ব্যবসায় বিনিয়োগ ঝুকি রয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিবাগভাজন হতে পারেন। গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য।

প্রতিকার : প্রতিদিন বিষ্ণু সহস্র নাম পাঠ করুন।

কর্কট রাশি: মানসিক অবসাদ আসতে পারে। দাম্পত্য শান্তি ব্যহত হতে পারে।বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আর্থিক উপার্জন হতে পারে। রাজনৈতিক সংক্রান্ত এবং সামাজিক কর্মকান্ডে সম্মানপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। অপ্রিয় সত্য কথার দরুণ অন্যের সম্মানহানি থেকে বিড়ত থাকুন।

প্রতিকার : প্রতিদিন 'ওঁ সোমায় নম:' পাঠ করুন।

সিংহ রাশি: বিবাহের কথাবার্তা হয়ে ভেঙে জেতে পারে। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। ধর্মসংক্রান্ত পুস্তক পঠনের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি। জমি বাড়ি প্রভৃতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে নথিপত্র যাচাই করার প্রয়োজন নতুবা বিপত্তি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কর্মে সাফল্য লাভ। স্বাস্থ নিয়ে চিন্তার কারন রয়েছে।

প্রতিকার : প্রতিদিন আদিত্য হৃদয়ম পাঠ করুন।

কন্যা রাশি: কর্মে সাফল্যে বাধা। বিদেশে ভ্রমণের যোগ। বিদেশে আমদানী রপ্তানীতে সাফল্য। ব্যবসা ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে ধাড়দিয়ে বিড়াম্বনায় পড়তে পাড়েন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের দ্বারা ঈর্ষোন্বিত হতে পারেন। দাম্পত্য অবনতি।

প্রতিকার : 'ওঁ নমো নারায়ণ'প্রতিদিন পাঠ করুন।

তুলা রাশি: সন্তানের আচরনে মনোকষ্ঠ বৃদ্ধি। উচ্চস্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সর্ম্পকে অবনতি। অর্জিত অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার সুযো আসতে পারে। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগের ঝুঁকি রয়েছে। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা।

প্রতিকার : শুক্রবার মহিলাদের দই-ভাত দিন।

বৃশ্চিক রাশি: ব্যাবসায় আশাশরুপ সাফল্য নাও হতে পারে। ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যপারে আর্থিক তছরূপের সম্ভবনা। কর্মক্ষেত্রে কনো সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে পাড়েন। পারিবারিক অভাব অনটন বৃদ্ধি পেলেও তা থেকে অব্যাহতির সম্ভাবনা। সন্তানের কর্মক্ষেত্রে ও পড়াশোনাড় ক্ষেত্রে অনীহা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। অন্যের প্রতি রূঢ় আচরণ থেকে বিরত থাকুন। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

প্রতিকার :প্রতিদিন ৪৭বার 'ওঁ ভোমায় নম:' জপ করুন।

ধনু রাশি: ভাই বোনের সঙ্গে মনোমালিন্য বৃদ্ধি। সঞ্চিত অর্থের ব্যয়বৃদ্ধি। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অবহেলা। ব্যবসায় সাফল্য এবং প্রসার লাভের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা। ভ্রমণের জন্য উদ্যোগ নেওয়ার সম্ভাবনা। পাড়ার প্রতিবেশির সঙ্গে বিষয়সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা।

প্রতিকার : প্রতিদিন নিমাঙ্গাকম: এর পাঠ করুন।

মকর রাশি: বিষয় আশায় নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে সর্ম্পকের অবনতির সম্ভবনা। সন্তানের আচরণে চিন্তার কারণ থাকবে। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অনিহা বৃদ্ধি। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। মামলায় নিষ্পতিতে বিলম্ব। পারিবারিক শান্তি ব্যাহত হতে পারে।

প্রতিকার :প্রতিদিন ২১বার 'ওঁ গুরুবে নম:' পাঠ করুন।

কুম্ভ রাশি: স্বজনের থেকে মানষিক আঘাত পেতে পারেন। জমি জায়গা নিয়ে প্রতিবেশিদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়াতে পারেন। গুরুজনদের শরীর নিয়ে চিন্তায় থাকবেন। সঞ্চয়ে বাধা। কর্মে অবনতি হতে পারে। ব্যবসায় আশানুরূপ সাফল্য নাও পেতে পারে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার 'ওঁ শিব, ওঁ শিব, ওঁ শিব' পাঠ করুন।

মীন রাশি: অন্যমনষ্ক র কারণে কর্মে ভুল। পারিবারিক ব্যবসায় সাফল্য পেতে পারেন। কর্মোন্নতি আশানুরূপ সাফল্যে বিল্মব। অর্জিত অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। ভ্রমণে গেলে সর্তক থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪৪বার 'ওঁ শিবায় নম: পাঠ করুন।

শব্দবার্তা ৩২৮

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। সোনা, হেম ৩। বনেদি ৫। পশ্চিমবঙ্গের নদী বিশেষ ৬। আহ্বান ৭। পদ্ম, কমল ৯। চরণপ্রাপ্ত ১২। অব্দ, সন ১৩। ধমনী সম্বন্ধীয় ১৪। প্রকার, ধরন ১৫। ঢেউ।

উপর-নীচ

১। আমাদের প্রাণের শহর ২। খুব বাজে কাজকর্ম ৩। গৃহ, বাড়ি ৪। দৃশ্যকাব্য ৬। – কালী ৮।উকিলের খদ্দের ১০। আগুন দেখলে ছুটে আসে। ১১। সৈন্য। ১২। আদরযুক্ত বা যত্নযুক্ত ১৩। পীঠ।

সমাধান : ৩২৭

পাশাপাশি : ১। অধিকার ৪। চর ৫। জবাইঘর ৭। ক্ষমতা ৯। ডবল ১০। জোরতলব ১১। খাত ১২। তলবার।
উপর-নীচ : ১। তার ২। কারবার ৩। ঠাকুর ৪। চশমখোর ৬। ঘরবসত ৮। বোলচাল ১০। জোয়ান। ১১। খার।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

ক্রাইম ডেস্ক

সোনারপুর থেকে গ্রেপ্তার ৫ জন বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: সোনারপুরের বৈকণ্ঠপুরে ১১ জানুয়ারি গভীর রাতে ৫ জন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের সোমবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ২০২৩ সালে সোনারপুরের বৈকুণ্ঠপুর এলাকায় পুলক দাশগুপ্ত নামে একজনের বাড়িতে ভাড়া নিয়ে বসবাস করছিল ওই ৫ বাংলাদেশি পুরুষ। বাড়ির মালিক পলাতক, সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। ধৃতরা একটি পোশাক কারখানায় শ্রমিকের কাজ করতো। এলাকার বাসিন্দাদের সাথে সেইভাবে মেলামেশা করতো না, ফলে তাদের সম্পর্কে প্রতিবেশীরা কেউই খুব একটা কিছু জানে না। ধৃতদেরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

মাকে মারধর, ঘর ভাঙচুরে গ্রেপ্তার ১

রবীন দাস, পাথরপ্রতিমা :এবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পাথর প্রতিমা ব্লকের বনশ্যামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবনগর মৌজায় বৃদ্ধ মাকে মারধর এবং ঘর ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেপ্তার হল এক বিজেপি নেতা। ওই বিজেপি নেতার নাম সুশান্ত সিং, বিজেপির মণ্ডল সভাপতি। গুরুতর আহত বৃদ্ধ মায়ের নাম কামিনী সিংহ। বৃদ্ধ মায়ের নামাঙ্কিত সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তর না করায় এই মারধর করা হয়েছে, কথায় আছে 'কুপুত্র যদি বা হয় কুমাতা কখনো নয়' প্রথম থেকেই বাবার সম্পত্তি হাতে নেবার পর বৃদ্ধ মা এবং বোনকে না দেখার অভিযোগ উঠেছিল এই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে, এমনকী অসৎ পথে মায়ের নামাঙ্কিত পাট্টা জায়গা বিক্রয় করে দেবার অভিযোগ উঠেছিল ওই নেতার বিরুদ্ধে। কিন্তু তাতেও ক্ষান্ত হয়নি ওই বিজেপি নেতা মায়ের নামে যেটুকু জায়গা ছিল তাও তার চাই। আর সেই জায়গা না দেওয়ায় ঘর ভাঙচুর এবং মাকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে। ছেলের মারধরের হাত থেকে বাঁচতেই শেষ পর্যন্ত পাথর প্রতিমা থানায় লিখিত অভিযোগ করে মা। বৃদ্ধ মাকে মারধর করা অভিযোগে বিজেপি নেতা সুশান্ত সেনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে তোলা হয় সেখান থেকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

জয়নগরের ধোষার হোবকা খালের সুইচগেটের কাজ ধীরগতিতে হওয়ায় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর: জয়নগর থানার ধোষা গ্রামের হোবকা খালের উপর সুইচগেটের সংস্কারের কাজ চলছে ধীর গতিতে, ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষজন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের ধোষা গ্রামের হোবকা খালের উপর রয়েছে ৫টি সুইচ গেট যা এবার বেড়ে হতে চলেছে ৮টি। সেচ দপ্তরের অধীনে থাকা এই হোবকা খালের ওপর তৈরি ধোষা সুইচগেটটি পথ চলতি মানুষের সুবিধার্থে ও চাষের জমির কাজের জন্য করা হয়েছিল তৎকালীন বাম সরকারের আমলে। সুইচগেটগুলি দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ভগ্নদশা অবস্থায় পড়েছিল। এই সুইচগেটের উপর দিয়ে প্রয়োজনের তাগিদে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষজন যাতায়াত করছেন। ওই সুইচগেটের উপর দিয়ে যাতায়াত করেন জয়নগর থানার অন্তর্গত ধোষা বাজার, চন্দনেশ্বর, তিলপি,

চালতাবেড়িয়া, গোচারণ, জয়নগর, মগরাহাট, দক্ষিণ বারাসাত ও বারুইপুর থানার উত্তরভাগ, বৃন্দাখালি, ১৪ ফকর সহ একাধিক এলাকার মানুষজনেরা। দীর্ঘ কয়েক বছর সুইচ গেটটি সংস্কার না হওয়ায় ভগ্নদশা অবস্থায় ছিল। জয়নগর থানার অন্তর্গত ধোষা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধোষা এবং বারুইপুর থানার অন্তর্গত বৃন্দাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪ ফকর গ্রামের ধোষার হোবকা খালে উপর তৈরি করা হয়েছিল এই সুইচ গেটটি। দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় বিপদজনক হয়ে গেছিল এই সুইচগেটটি। এই বিষয়ে স্থানীয় মানুষজন একাধিক বার প্রশাসনকে জানানোর পরে কয়েকমাস আগে সেচ দপ্তরের উদ্যোগে ও বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিভাস সরদারের তত্ত্বাবধানে সুইচগেটের সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। এর জন্য বরাদ্দ অর্থ ৫,৩৮,৪২,০৯,১০০ টাকা। এ ব্যাপারে স্থানীয় বাসিন্দা হাইসুর রহমান মোল্লা ও হাবিবুর রহমান শেখ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়েছিল সুইচগেটটি। তাঁর জন্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল আমাদের। তবে কাজটি প্রথম দিকে খুব দ্রুত হতে হতে আচমকা খুব ধীরগতিতে হচ্ছে। আমরা চাই দ্রুত কাজটি শেষ করা হোক। এই সুইচগেটটির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে উপকৃত হবেন কয়েক হাজার মানুষ। কাজ ধীরগতিতে কেন হচ্ছে সে বিষয়ে খোঁজ খবর নেবেন বলে জানালেন বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সরদার।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

রিজার্ভ ট্যাঙ্ক প্রিজার্ভ করা হয়েছে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

প্রত্নতত্ত্ববিদরা অতীতের স্মৃতিস্বরূপ এবং ইতিহাস পর্য্যালোচনার জন্য বহু বস্তু প্রিজার্ভ করে রাখেন। দুষ্প্রাপ্য বস্তু প্রিজার্ভ করার গুরুত্ব ও মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু ২৪ পরগণার জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ মগরাহাট থানার শিরাকোল হায়াৎনগর রিজার্ভ ট্যাঙ্কটি যেভাবে বছরের পর বছর প্রিজার্ভ করে চলেছেন তাতে জনমানসে ক্ষোভ ও বিস্ময়ের সঞ্চার হয়েছে। শিরাকোল হায়াৎনগর সরকারী পুকুরটি দেখলাম। ছটি ঘাটের মধ্যে পাঁচটিই অকেজো। পুকুরের পাড় সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেছে। খবর নিয়ে জানলাম প্রতি তিনবছর অন্তর জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ ২৪০০ টাকায় নীলাম ডাকে পুকুরটি জমা দিয়ে আসছেন। অতএব সরকারী পুকুর থেকে আয়ও নেহাৎ কম হচ্ছে না। তবে স্থানীয় জনসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী একে করা হচ্ছে না কেন? এই গাফিলতির কারণ কি? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এর সদুত্তর দেবেন কী?

৯ম বর্ষ, ১১ জানুয়ারি ১৯৭৫, শনিবার, ৮ সংখ্যা

ভার্চুয়াল উদ্বোধনে চালু হল নলগোড়া সেতু ও ঢোষারহাট সেতু

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : দীর্ঘ প্রতীক্ষার হল অবসান। মঙ্গলবার সাগরদ্বীপ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে চালু হল সুন্দরবনের তিনটি ব্লকের সংযোগকারী নলগোড়া সেতু। জয়নগর ২নং ব্লকের নলগোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মণিনদীর উপর প্রায় ১৬০ মিটার লম্বা ও সাড়ে সাত মিটার চওড়া এবং দু দিকে এক মিটার করে ফুটপাত সহ এই সেতুটি নির্মাণ হয়েছে প্রায় ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে। এই সেতুটি চালু হওয়ার পরে রায়দীঘি ও কুলতলির বিধানসভার কয়েক লক্ষ মানুষের যাতায়াতের পথ আরও সুগম হল। এখন থেকে খুব কম সময়ে কুলতলি ও রায়দীঘির মানুষ একদিক থেকে আর এক দিকে যেতে পারবে। এই সেতু চালু হওয়ায় উপকৃত হল জয়নগর ২ নং ব্লক, কুলতলি ব্লক ও মথুরাপুর ২ নং ব্লকের কয়েক লক্ষ মানুষ। সরকারিভাবে এই সেতুটি নির্মাণের দায়িত্ব পেয়েছিল হুগলির রিভার বীজ কমিশন। তবে কমিশন সেই কাজের বরাত দিয়ে ছিল একটি বেসরকারি সংস্থাকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাগরদ্বীপ থেকে ভার্চুয়াল উদ্বোধনের সময় নলগোড়ায় একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মণ্ডল, রায়দিঘির বিধায়ক ডা: অলক জলদাতা, মথুরাপুর ২নং বিডিও ড: নাজির হোসেন, জয়নগর ২নং বিডিও মনোজিত বসু, কুলতলি থানার আইসি ফারুক আহমেদ, জয়নগর ২নং পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত ও পরিবহন কর্মাধ্যক্ষ প্রদ্যুৎ অধিকারী সহ আরো অনেকে। এদিন এ ব্যাপারে কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'নলগোড়ার সেতুটি বাম আমলে দীর্ঘদিন অবহেলায় পড়েছিল এবং কাজগুলি সম্পন্ন হয়নি। আমি বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর সুন্দরবন দপ্তরের আর্থিক সহযোগিতা এবং এইচ আর বি সি উদ্যোগে কাজটিকে শেষ করাই। আর এটি চালু হওয়ায় বহু মানুষ উপকৃত হবেন।' রায়দীঘির বিধায়ক ডা: অলক জলদাতা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে সুন্দরবনের যোগাযোগের আর ও একটি সেতুর উদ্বোধন হল। এই সেতুর মধ্যে দিয়ে দুটি বিধানসভার মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হল। এই সেতু চালু হওয়ায় খুশি নলগোড়া এলাকার মানুষ।' অন্যদিকে ১০ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের সহায়তায় জয়নগর ও ক্যানিং থানা সংযোগকারী ঢোষারহাট সেতুর উদ্বোধন হয়ে গেল। এদিন এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সরদার, জয়নগর ১নং বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল, জেলা পরিষদ সদস্য তপন কুমার মণ্ডল, জয়নগর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, সহকারী সভাপতি সুহানা পারভীন বৈদ্য সহ আরো অনেকে। এই সেতুটি চালু হওয়ায় ক্যানিং ও জয়নগর থানার মধ্যে যাতায়াতের পথ আরও সুগম হল। এখন থেকে কম সময়ে জয়নগর থেকে ক্যানিং এ যাতায়াত করতে পারবে।

দুর্ঘটনা এড়াতেই সংস্কারের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি , বাসন্তী : সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের আমঝাড়া পঞ্চায়েতের সন্তোষ পাড়ায় হাজার হাজার বাসিন্দাদের যাতায়াতের একমাত্র পথ খালের উপর বাঁশের সাঁকো। সেই সাঁকো দিয়েই প্রতিদিনই স্কুলের কচিকাঁচা সহ গ্রামের হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। এহেন বাঁশের সাঁকোতে বিভিন্ন জায়গায় ভগ্ন হয়ে ভেঙে পড়ে। স্কুল ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের অসুবিধা হয়। সরকারিভাবে তেমন কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তবে গ্রামবাসীরা জানান এলাকার মানুষের যাতায়াতের জন্য খালের উপর ১টি কার্লভাট তৈরির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত। তবে কবে হবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এমন ঘটনা নজরে পড়ে সুন্দরবনের সমাজসেবি তথা কবি ফারুক আহমেদ সরদারের। তিনি সাময়িকভাবে বাঁশের সাঁকোটি সংস্কার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ঘটনা প্রসঙ্গে ফারুক বলেন, 'এলাকার বাসিন্দা এবং ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের সমস্যা হচ্ছিল। তা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছি।' অন্যদিকে ভগ্নপ্রায় বাঁশের সাঁকো সংস্কার হওয়ায় সুন্দরবনের কবিকে ধন্যবাদ জানান এলাকার বাসিন্দারা।

বিপুল পরিমাণ গাঁজা বিক্রি করতে এসে পুলিশের জালে ৩

সুভাষ চন্দ্র দাশ, জীবনতলা : ১৬ জানুয়ারি রাতের অন্ধকারে চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল ঘুটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনায় মোট ৩জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সুত্রের খবর, 'ঘুটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ির পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সুত্রে খবর পায়, জনাকয়েক ব্যাক্তি বিপুল পরিমাণ গাঁজা নিয়ে ঘোরাফেরা করছে বিক্রির জন্য। সেই মতো ফাঁড়ির ওসি সুকুমার রুইদাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী নির্দিষ্ট স্থান হিসাবে হাজীর হয় ঘুটিয়ারী শরীফ স্টেশন রোড এলাকায়। রাতের অন্ধকারের সেখানে চিরুনি তল্লাশি অভিযান শুরু করে পুলিশ। বিপুল পরিমাণ গাঁজা সহ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা হল মহাদেব বর্মন, কৃষ্ণ বর্মন ও নিশিকান্ত বৈদ্য। মহাদেব বর্মনের বাড়ি কোচবিহার জেলার বলরামপুর থানার সর্বসিংহ গ্রামে। কৃষ্ণ বর্মন বাড়ি কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ থানার সোলধুগুড়ি দাসপাড়া এলাকায় এবং নিশিকান্ত বৈদ্যের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগণার নরেন্দ্রপুর থানার রেনিয়া সর্দারপাড়া এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে ৩২ কেজি ৪২৫ পঁচিশ গ্রাম গাঁজা ও নগদ ২২৮৬ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, জীবনতলা থানার অন্তর্গত শ্রীনগর এলাকার মতিয়ার ওরফে সুলতান লস্করের কাছে বিক্রির জন্য ধৃতরা ওই বিপুল পরিমাণ গাঁজা এনেছিল।

মকর স্নানে অজয় নদে মৃত এক

জয়দেবের মেলার জন্য আরো সরকারি উদ্যোগের প্রয়োজন

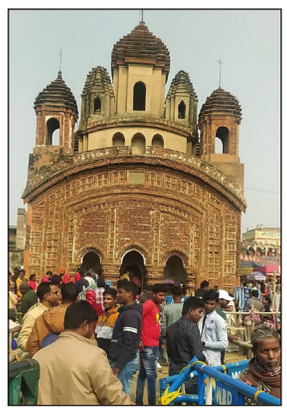

রথীন বিশ্বাস, বীরভূম : প্রতিবছর মকর সংক্রান্তির দিন বীরভূম জেলার কেন্দুলীতে অজয় নদীর ধারে হাজার হাজার পুণ্যার্থী উপস্থিত হন। মকর সংক্রান্তির আগের দিন থেকেই দুর–দূরান্ত থেকে মানুষজন এখানে আসেন। বিভিন্ন সাধু–সন্তরা বাউল সঙ্গীতশিল্পীরা তাদের আকড়ায় সারারাত সঙ্গীত পরিবেশন করেন। গোটা রাজ্যের কীর্তনীয়ার দলেরাও ভিড় জমান এই সময় অজয় নদীর তীরে। সারারাত ধরে অজয় নদীর ধারে কীর্তন বাউল কবি গান সহ নানা লোকসঙ্গীতে মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু তীর্থযাত্রীদের জন্য সরকারিভাবে থাকার কোনও ব্যবস্থা না থাকায় তীর্থযাত্রীরা সমস্যায় পড়েন। তাছাড়া এখানে সুলভ শৌচাগারেরও সমস্যা আছে। বিশেষ করে মহিলাদের জন্য আরও সুলভ শৌচাগার করা দরকার। গঙ্গাসাগর মেলাকে যেমন রাজ্য সরকার খুব গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা করে, তেমনি কেন্দুলীর জয়দেব মেলায় তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে আরও সরকারি ব্যবস্থা দরকার। জয়দেব কেন্দুলির অজয় নদীর পুণ্য স্নানে নেমে তলিয়ে যায় ২ কিশোর। ১৫ জানুয়ারি দুর্গাপুর থানার চাষী পাড়ার মৃত রাহুল রায়ের খোঁজ পাওয়া গেলেও শুভম মণ্ডল নামে এক কিশোরের খোঁজ এখনও চলছে।

শুরু গঙ্গাসাগর ভাঙা মেলা

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : গঙ্গাসাগরে মকর সংক্রান্তির মেলা শেষ। একে একে ভিন রাজ্যের মানুষেরা বাড়ি ফিরছেন। ভেঙে দেওয়া হচ্ছে গঙ্গাসাগরের অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প ও অস্থায়ী ছাউনিগুলো। গঙ্গাসাগরের ভাঙ্গা মেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। এই ভাঙ্গা মেলা চলবে আরও একটা সপ্তাহ। ভাঙ্গা মেলাতে ভিড় জমিয়েছে সাগরদ্বীপের মানুষেরা। বিক্রেতারা নিজেদের জিনিসপত্রের পসরা সাজিয়ে বসেছেন। গঙ্গাসাগর মেলার পর গঙ্গাসাগরের ভাঙা মেলাতেও উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাধারণ মানুষদের দাবি গঙ্গাসাগর মেলা চলাকালীন, গঙ্গাসাগর কপিলমুনি চত্বরে ভিন্ন রাজ্য থেকে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। যাতায়াতের ক্ষেত্রে তেমনভাবে যানবাহনও পাওয়া যায়না। ভিড় এড়িয়ে সাগরদ্বীপের মানুষরা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটার জন্য এই ভাঙ্গা মেলার উপরেই বেশি ভরসা করে। ভিন্ন রাজ্য থেকে যে সকল ব্যবসায়ীরা সাগর মেলায় এসে নিজেদের রুজি–রুটি জোগাড় করে, তারা সে সকল জিনিসপত্র আর বাড়ি ফেরত নিয়ে যায় না। ফলস্বরূপ ব্যবসায়ীরা কিছুটা হলেও বাজারদরের থেকেও সস্তায় সেই জিনিসপত্র বিক্রি করে দেয়। সাগরদ্বীপের বাসিন্দারা বাজারদরের থেকেও কিছুটা সস্তায় জিনিসপত্র কেনার জন্য সাগরদ্বীপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাগরের এই ভাঙ্গা মেলায় এসে ভিড় জমায়। যদিও নির্ধারিত সময় পর্যন্তই চলবে এই মেলা। তারপর মেলা চত্বর পরিষ্কার করার কাজ শুরু করা হবে প্রশাসনের তরফ থেকে। লোকনাথ মাইতি নামে এক বিক্রেতা জানান, গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে আমরা এখানে আসি। মেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই মেলা শুরু হয়। এখানে অনেক কিছু পাওয়া যায় অনেক কমে। গুরুপদ পাল নামে ক্রেতা জানান, এই মেলাতে অনেক কম দাম জিনিস পত্র পাওয়া যায়। আমরা তাই এই মেলাতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে আসি।

বয়স্কদের গঙ্গাসাগরে রেখে চলে যাওয়ার ঘটনা বেড়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর: ফারুকাবাদের মেভারমের হরিলাল সিং–কে(৬৫) সমুদ্র সৈকতে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সক্রিয় হয় প্রশাসন। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায় এরকম আগেও দু–তিনটি খবর এসেছে। যেখানে জানা গিয়েছে বিষয় সম্পত্তি হাতানোর লোভে বয়স্ক কিছু ব্যক্তিদের ভিন রাজ্য থেকে এনে সাগরে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে মোটা টাকার বিনিময়ে। এই ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য হ্যাম রেডিও চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু করে। জানা যায়, হরিলাল সিংয়ের যে সঙ্গী তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, সে সাগর দ্বীপ ছেড়ে যেতে পারেনি। মাথায় সবুজ ফেট্টি দেখে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরপর যোগাযোগ করে ঘটনার কথা দ্রুত জানানো হয় ফারুকাবাদ থানায়। এই বিষয়ে হ্যাম রেডিওর পশ্চিমবঙ্গের সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস বলেন, 'এরকম সমস্যা ঘটতে থাকলে এখন থেকেই সচেতনতা বাড়াতে হবে আমাদের।' প্রশাসন ও হ্যাম রেডিওর তৎপরতায় সেই বৃদ্ধ এখন তাঁর বাড়ির পথে রওনা দিয়েছে।

গঙ্গাসাগরে তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা দিল বস্কো ও ম্যাক্সি

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর : এবারে গঙ্গাসাগরে আগত তীর্থ যাত্রীদের নিরাপত্তা দিতে এবং চাপা পড়ে থাকা জীবন খুঁজতে জুটি বেঁধেছিল বস্কো এবং ম্যাক্সি নামে দুটি সারমেয়। প্রতিবছর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষাধিক পুণ্যার্থীরা ছুটে আসে গঙ্গাসাগরে। তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় তৈরি করেছিল রাজ্য প্রশাসন। স্থলভাগে কয়েক হাজার পুলিশকর্মী, আকাশপথে হেলিকপ্টার ও ড্রোনের মাধ্যমে ও জলপথে ওভারক্যাপ, স্পিডবোট এবং লাইভ বোর্ডের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হয়। জলভাগের নিরাপত্তার দায়িত্বভার নিয়েছিল জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও ভারতীয় নৌ বাহিনী। এবছর জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর পক্ষ থেকে ২টি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সারমেয়কে নিয়ে আসা হয়েছিল। ২৪ ঘণ্টা গঙ্গাসাগরে সমুদ্র সৈকতে টহল দিয়ে নজরদারি করে বস্কো ও ম্যাক্সি নামে দুই সারমেয়। তাঁরা নজরদারি চালায় জলপথে।

রণ পায়ে সবুজের আহ্বান

চ্যালেঞ্জ ছাড়াই শেষ হল এবারের সাগর মেলা

প্রথম পাতার পর

খাদ্য সুরক্ষা নিয়ে বড় বড় প্রচার চোখে পড়লেও সরকারি আধিকারিক সহ সাংবাদিকদেরও এই সমস্যা লক্ষ্য করা গিয়েছে। খাদ্যের মান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। যদিও জানা গিয়েছে বিভিন্ন আশ্রম

থেকে শুরু করে স্বেচ্ছাসেবি সংস্থাগুলির রান্নাঘর ও খাদ্য সামগ্রিগুলি পরীক্ষা করেছে খাদ্য সুরক্ষা সপ্তর। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি সরকারের খাদ্য সরবরাহ সংস্থাও নিজেদের মান বজায় রাখতে পারেনি? নাকি পানীয় জলে কোনও সমস্যা ছিল? যদিও বিভিন্ন হোটেল বা অন্যান্য জিনিসে যাচাই করা হয়নি। পুণ্যার্থীরা সেসব জায়গাতেও খাওয়া দাওয়া করে শুধু আশ্রমগুলিতে নয়।

সাফাই কর্মীরাও তাদের দক্ষতার পরিচয় রেখেছে, গঙ্গাসাগর ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ১৬ জানুয়ারি জেলাশাসকের উপস্থিতিতে সাগরতট পরিষ্কার করা হয়েছে। পরিবেশবান্ধব রাখতে শৌচালয় ও ডাস্টবিনগুলিতে প্রায় ১ লক্ষ ৫৩ হাজার লিটার পরিবেশবান্ধব জীবানুনাশক হারবাল স্প্রে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ১১২৩ মেট্রিক টন পচনশীল এবং অপচনশীল আর্বজনা নিষ্কাশন করা হয়েছে।

গঙ্গাসাগর তট কাদামটিতে ভরপুর থাকায় ৪ এবং ৫ নম্বর রাস্তা সংলগ্ন ঘাটে প্রচুর মানুষ ভাটার সময় স্নান করতে পারেনি। যারা সাহস করে নেমেছিল তারাও কাদায় আছাড় খেয়েছে। অনেকের কথায় রাস্তাগুলিও ছিল খুবই সরু লোকজন যাতায়াতের সমস্যা হয়েছে। এবছরই ওই ২টি রাস্তা স্নানের জন্য তৈরি করা হয়েছিল কারণ ২ এবং ৩ নম্বর রাস্তা ভাঙণের কারণে বন্ধ ছিল। এই মাটি আনা নেওয়ার কারণে গঙ্গাসাগরে বিশাল পরিমান ধুলো অসুস্থতা বাড়িয়ে দিয়েছে। ভিভিআইপিদের গাড়ি ছোটাছুটিতে ধুলো মাখতে হয়েছে পুণ্যার্থী থেকে শুরু করে কাজে নিয়োজিত সরকারি আধিকারিকদের। ওই রাস্তার পাশেই ছিল সাংবাদিকদের থাকার জায়গা অসুবিধায় পড়তে হয়েছে তাদেরকেও। রাত্রি বেলায় শিশিরের কারণে ধুলোর উৎপাত ছিল কম।

মনমুগ্ধকর আলো শব্দের জাদুতে সাগর আরতি ছিল বেশ অত্যাধুনিক। নাচে গানে আরাত্রীকে বরণ করে নেওয়া হল মন্ত্রী সহ ভিভিআইপিদের আপামোর পুণ্যার্থীরা ছিল ব্রাত্য। সাগরের উদ্দেশ্যে আরতি যেন বদলে গিয়েছিল, শুধুমাত্র সরকারি খরচে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে।

গঙ্গাসাগরে আরেক আর্কষণ ছিল সন্ন্যাসীরা কিন্তু তাঁরাও এখন ভণ্ডদের কোটায় পড়ে গিয়েছে। সঠিক সন্ন্যাসীদের দেখা না মেলায় ভক্তরা দুঃখ নিয়ে বাড়ি ফিরল। যদিও কুম্ভর প্রভাবে সাধুরা গঙ্গাসাগর মুখী ছিল না এবছর।

ইন্টারনেট ও মোবাইল পরিষেবা ছিল খুবই ক্ষীণ। তবে সাংবাদিকদের ও সরকারি আধিকারিকদের ওয়াই–ফাই পরিষেবা অনেকটাই সাহায্য করেছে।

যাতায়াতের বিষয়ে বাস এবং ভেসেল পরিষেবা ছিল বেশ সুন্দর খুব একটা সমস্যা হয়নি। ড্রেজিং হওয়ায় ভেসেল পরিষেবা তেমন বন্ধ হয়নি। যদিও ট্রেন পরিষেবায় ঘাটতি অনেকটাই ছিল। ট্রেনগুলিতে ভিড়ের কারণে সমস্যায় পরতে হয়েছে নিত্যযাত্রী সহ পুণ্যার্থীদের। সাগর মেলার সময় ট্রেন পরিষেবা আরও দেওয়া প্রয়োজন। কিছু বিশেষ ট্রেন থাকলেও সেগুলি পর্যাপ্ত নয়। ট্রেনে অন্য রাজ্য থেকে আগত লোকেদের সঙ্গে নিত্যযাত্রীদের বচসা বেঁধে যায় এবং বঙ্গবাসীকে শুনতে হয় বাংলার অপমান। অন্যান্য রাজ্যের তীর্থের তুলনায় বাংলা নাকি বেশ খারাপ। এসব কিছুই ট্রেন পরিষেবার কারণে শুনতে হচ্ছে বলে দাবি করেন বঙ্গের যাত্রীরা।

এবছর বিরোধী দলের নেতাদেরও সাগর স্নানে দেখা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, সাংসদ জগন্নাথ সরকার, বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল, দিলীপ ঘোষ সহ অন্যান্য নেতাদের বিজেপির ক্যাম্পে দেখা গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ছবি দেওয়া ব্যানারও গঙ্গাসাগরের বিভিন্ন জায়গায় চোখে পড়েছে।

কপিল মুনি আশ্রমের মহন্ত জানান, সরকারের তত্ত্বাবধানে সুষ্ঠভাবেই সম্পন্ন হয়েছে স্নান, তিনি ব্যবস্থাপনায় খুবই খুশি। অযোধ্যা থেকে আগত এক নবীন সেবাইত বলেন, অযোধ্যার রামমন্দিরের থেকে সাগরতীর্থে যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা অনেকটাই ভালো।

সাগরমেলাকে সুষ্ঠ করে তোলবার জন্য ধন্যবাদ জানাতেই হয় পুলিশ প্রশাসন সহ কোষ্ট

গার্ড, সিভিল ডিফেন্স, হ্যাম রেডিও, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, ইসকন, রেড ক্রস, বজরং পরিষদ এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে। পুরো মেলাটিকে পরিচালন করবার জন্য লট নম্বর ৮–এ ফিরহাদ হাকিম চূড়ান্ত নজরদারিতে ছিলেন, সাগরতটে ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, সুজিত বসু, মানস ভুঁইয়া, বঙ্কিম হাজরা সহ একাধিক মন্ত্রী।

সরকারি হিসেব মতে এবছর গঙ্গাসাগরে এসেছিলেন ১ কোটি ১০ লক্ষ পুণ্যার্থী। যদিও ১৫ জানুয়ারিতেই সাগরতট পুরোপুরি জনশূণ্য হয়ে গিয়েছিল।

ছবি : অরুণ লোধ ও প্রীতম দাস

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ১৮ জানুয়ারি – ২৪ জানুয়ারি, ২০২৫

২৩ জানুয়ারি

তারিখটা হয়ে উঠতে পারত জাতির জীবনের এক উৎসবের দিন। হতে পারত জাতীয় ছুটি কিংবা ভারতীয় উপমহাদেশের অন্ততঃ তিনটি রাষ্ট্রের অখণ্ড উত্তারাধিকারের এক ঐতিহ্যময় দিবস। অনেক প্রত্যাশা জাগিয়েও বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ২৩ জানুয়ারিকে পরাক্রম দিবস ঘোষণা করে কর্তব্য সেরে ফেলে। সত্য প্রকাশের পথে হাঁটেননি। ফাইল প্রকাশ করেছে কিন্তু সেই ফাইলের মর্ম কথাকে উপলব্ধি করে সিদ্ধান্ত নেয়নি।

নেতাজি ফাইলগুলি ভাল করে চর্চা করলে স্পষ্ট হয় ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট বিশ্বের কোন প্রান্তেই কোন সামরিক কিংবা অসামরিক বিমান ভেঙে পড়েনি। জাপানের বৌদ্ধ মন্দিরে রক্ষিত তথাকথিত 'চিতাভস্ম' আদৌ নেতাজির নয়। নেতাজির নামে দিনের পর দিন চালিয়ে যাওয়া 'বিবাহ, স্ত্রী–পুত্র–কন্যার' গল্প যে একেবারেই মিথ্যা তা সরকারি ফাইলেই স্পষ্ট। স্বনামে ভারতে নেতাজির প্রত্যাবর্তন আটকাতেই নেহেরু ও বল্লভ ভাইয়ের পরিকল্পিত প্লট। সঙ্গে তাঁরা পেয়ে ছিলেন দাবিদার পরিবারের একাংশকে। গোপনীয় নেতাজি ফাইলের সত্য সরকারি শীলমোহর পেল না। দুঃভাগ্য ভারতবাসীর। নেতাজি যদি অন্য কোন দেশ কিংবা জাতির মুক্তিপথের অগ্রদূত হতেন তা হলে এমন অন্যায় অবিচার হত না। বহু দলীয় গণতন্ত্রের আবহে নেতাজি সত্য যখন নিষ্ঠুরভাবে ধামাচাপা দেওয়া হয় দিনের পর দিন তখন ভারতীয় সংবিধানের প্রতি, বাক স্বাধীনতার প্রতি কতটুকু ন্যায় করা হচ্ছে তা অবশ্যই ভাববার বিষয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ পর্যন্ত যতবার জাপানে গেছেন সেখানে রক্ষিত মিথ্যা চিতাভস্মে শ্রদ্ধা জানাতে যাননি পূর্বসূরী নেহেরু–ইন্দিরা আটলবিহারী বাজপেয়ীদের মতো। কিন্তু কংগ্রেসের আমলে অসম্পূর্ণতার অজুহাতে বর্জন হওয়া মুখার্জী কমিশনের রিপোর্ট কেন সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব তুলে নিচ্ছেন না তা বিস্ময়ের। ১২৫ তম নেতাজি জয়ন্তীর প্রাক্কালে গঠিত প্রধানমন্ত্রীর জন্মোৎসব কমিটিতে বিদেশীনী অ্যানিটা পাফ্ যিনি আইনগত কিংবা ডিএনএ গত ভাবে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে জড়িত নন তাঁকে নেতাজি কন্যা হিসাবে কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হল তা নিয়ে ভারতের কোন রাজনৈতিক দল কিংবা বুদ্ধিজীবী মহল প্রশ্ন তোলে না। কলকাতার নেতাজি ভবন যা দাবিদার পরিবারের একক্ষুদ্র অংশের দ্বারা পরিচালিত হয় তা ভারত সরকার কেন গ্রহণ করে জাতীয় সৌধের মর্যাদা দেয় না তা বিস্ময়কর।

২৩ জানুয়ারি, প্রতিটি স্বীকৃত–অস্বীকৃত রাজনৈতিক দল কমবেশি উদযাপন করে। নেতাজি সত্য উদঘাটনের ক্ষেত্রে তারা কোন ভবিষ্যৎ ভাবনায় ভাবিত হতে চান না। ভোট ময়দানে প্রতিটি রাজনৈতিক দল তাদের দলীয় ইস্তাহারে নেতাজির প্রসঙ্গ স্বযত্নে এড়িয়ে চলে। অথচ কলুষমুক্ত দেশপ্রেমিক আর্দশ পুরুষ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক আদর্শের দেউলিয়াপণা থেকে রক্ষা করতে প্রয়োজন ছিল। তাঁর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে দেশে দেশপ্রেমের জোয়ার বইয়ে দিলে দেশবাসীর সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহলও উপকৃত হত। রাষ্ট্র উপযুক্ত মান্যতা দিক কিংবা না দিক দেশবাসীর হৃদয়ে তিনি চিরদিনের নেতাজি। ২৩ জানুয়ারি পথে ঘাটে ফুটপাতের বেদীতে তাঁরই ছবি। এমন অন্তরিক শ্রদ্ধা ভালবাসা আর কোনও জাতীয় নেতার ভাগ্যে জোটেনি।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

বশিষ্ঠ বললেন, কর্তব্যকর্মের অনুসন্ধানরূপে মনের যে প্রথম প্রকাশ, তা ই হল কর্মের বীজ। কারণ কর্মবীজরূপ মনের প্রকাশের পরেই কর্ম করা হয়, এবং কৃত কর্ম ফল প্রসব করে। ব্রহ্ম হতে যখন মন নামক তত্ত্ব উদিত হয়েছে, তখন থেকেই জীবের কর্ম উত্থিত হয়েছে। এবং তৎক্ষণাৎ জীব শরীর ধারণ করেছে। সুতরাং কর্ম এবং মন অতি সম্পৃক্ত। স্পন্দনমূলক ক্রিয়াকে বিজ্ঞগণ কর্ম বলেন, এবং স্পন্দনরূপ কর্মের আপেক্ষিক আশ্রয় শরীর হলেও আসল আশ্রয় তো সেই মনই। সুতরাং কর্ম এবং মন এক ও অভিন্ন। কৃতকর্মের ফলও কর্মের সাথে সম্পৃক্ত হয়। জগতবিহীন স্থানেই একমাত্র কর্মফল থাকে না। প্রাক্তন ও ঐহিক কর্ম কখনও নিস্ফলা হয় না। স্পন্দনশীল মন, কর্ম এবং কর্মফল পরস্পর সম্পৃক্ত। মনের স্পন্দন যদি বিলীন হয় তবে মন আর মন থাকে না, মন না থাকলে কর্ম থাকে না, কর্ম না থাকলে ফল উৎপন্ন হয় না। একমাত্র মুক্ত পুরুষের ক্ষেত্রেই এমন সম্ভব হয়। তাঁরা সর্বদা সমাহিতমনা, তাই কর্ম করেও তাঁরা ফলভোগী হন না। ভাবনা হল মন, ভাবনাতে ধর্ম– অধর্ম, পাপ–পুন্য ইত্যাদি কর্মের বীজ অব্যক্ত থাকে। সেই অব্যক্ত বীজ কর্মরূপে ব্যক্ত হলে সেই অনুযায়ী ফলাফল উৎপন্ন হয়। আতিবাহিক দেহের অন্তর্গত থাকে মন। বিভিন্ন দেহে জীবের জন্ম হলেও, প্রাক্তন সংস্কার অনুসরণে কর্ম এবং প্রাক্তন কর্মের অভুক্ত ফল জীবকে অনুসরণ করে। সুতরাং কর্মীকে কর্মফল অবশ্যই ভোগ করতে হয়। রাম বললে, মন তাহলে জড় হয়েও জড় নয়। সঙ্কল্পময় মনের স্বরূপ তাহলে কি? বশিষ্ঠ বললেন, অনন্ত এবং সর্বশক্তিসম্পন্ন আত্মতত্ত্বের সঙ্কল্পশক্তির প্রভাবে আবির্ভূত রূপকে মন বলে। সৎ–অসৎ বশিষ্ঠ বললেন, কর্তব্যকর্মের অনুসন্ধানরূপে মনের যে প্রথম প্রকাশ, তা ই হল কর্মের বীজ।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

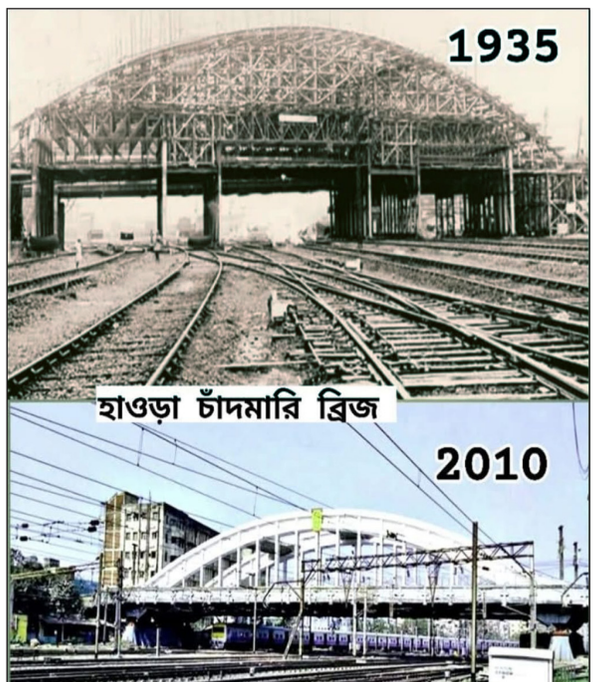

ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের ব্যাখ্যা

কেশব চন্দ্র মণ্ডল

আজ আমরা ভারতীয় বিধানে উল্লিখিত সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নাগরিকদের স্বাধীনতার অধিকার নিয়ে আলোচনা করব। অধিকাংশ ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে এমন একটা ধারনা আছে যে 'সংবিধান আমাদের অধিকার দিয়েছে– আমরা যাকে যা খুশি বলতে পারি ও করতে পারি।' কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতের শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও নাগরিকদের স্বাধীনতা সংক্রান্ত মৌলিক অধিকার নিয়ে বেশ কিছু ভ্রান্ত ধারণা ও দোদুল্যমানতা রয়েছে। যাইহোক, সংবিধানের ১৯ থেকে ২২নং ধারায় নাগরিকদের স্বাধীনতার অধিকার খুব স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে।

সংবিধান প্রনয়ণের সময় ১৯নং ধারায় সকল নাগরিকদের জন্য মোট সাতটি স্বাধীনতার অধিকারের উল্লেখ ছিল – যেমন সকল নাগরিকের ক) বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, খ) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হবার অধিকার, গ) সভা, সমিতি অথবা ইউনিয়ন গঠনের স্বাধীনতা, ঘ) ভারতীয় ভূখণ্ডের অন্তর্গত সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলেফেরা করার অধিকার, ঙ) ভারত ভূখণ্ডের যে কোন স্থানে বসবাস করা ও বসতি স্থাপনের অধিকার। চ) সম্পত্তির অধিকার, এবং ছ) যে কোন বৃত্তি অথবা পেশা অবলম্বন অথবা ব্যবসা বানিজ্য করা ও তা পরিচালনা করার অধিকার। তবে ২০১১ সালে সংবিধানের ৯৭তম সংশোধনের মাধ্যমে যে কোন কো–অপারেটিভ সোসাইটি গঠনের অধিকার যেমন মৌলিক অধিকার হিসাবে সংবিধানে স্থান পেয়েছে, তেমনভাবে সংবিধানের ৪৪–তম সংশোধনের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার থেকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র আইনী অধিকারে পরিণত করা হয়েছে।

অতএব বর্তমানে মৌলিক অধিকারের সংখ্যা মোট ছয়টি। আমাদের দেশে অনেকে মনে করেন যে, এই সমস্ত স্বাধীনতার অধিকারগুলি যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা যায়। আবার এমন ধারণাও ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে যে 'Right to Protest' অর্থাৎ প্রতিবাদের অধিকার একটি মৌলিক অধিকার। আসলে কিন্তু তা নয়। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন সংবিধানে মৌলিক অধিকারের ১৯নং ধারায় কোথাও কিন্তু 'Right to Protest' এর কথা উল্লেখ নেই।

ফলত: এটিই আর যাইহোক না কেন সংবিধানিক আইন বা মৌলিক অধিকার নয়। তবে যেটা মৌলিক অধিকার সেটা হল 'বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা'(১৯(১)ক) ও 'শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার'(১৯(১)খ)। আর এর মধ্যে প্রতিবাদ করার বিষয়টি লুকিয়ে আছে মাত্র। যাইহোক ১৯ নম্বর ধারায় উল্লেখিত নাগরিকদের স্বাধীনতার অধিকারগুলি কিন্তু নিরঙ্কুশ নয়। ১৯(২) নম্বর ধারায় এবিষয়ে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে – নাগরিকদের বাক্ ও মতামত প্রকাশের অধিকার বর্তমানে প্রচলিত আইনের কার্য করণের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলবে না। অথবা রাষ্ট্রকে কোন যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ সংক্রান্ত আইন তৈরি করা থেকে বিরত করতে পারবে না রাষ্ট্রের সর্বভৌমিকতা ও ঐক্য রক্ষার জন্য, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য, বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য, জনশৃঙ্খলা, ভদ্রতা অথবা নৈতিকতা রক্ষার স্বার্থে অথবা আদালত অবমাননার প্রশ্নে এবং মানহানি অথবা কোনও অপরাধে প্ররোচনা দেওয়ার বিষয়ে। অতএব, যখন যাকে যা খুশি বলব, যা খুশি করব– এটা বলা বা করা যায় না। সংবিধান অনুসারে বলে উপরোক্ত বিষয়গুলি মাথায় রেখেই প্রত্যেক নাগরিককে বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করতে হয়।

সংবিধানে শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার মৌলিক অধিকারের উপরেও যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ আরপের অধিকার রাষ্ট্রকে প্রদান করা হয়েছে [ধারা ১৯(৩)]। এক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে রাষ্ট্রের বর্তমানে প্রচলিত কোন আইনের কার্যকরণে উক্ত অধিকারটি কোনোরূপ প্রভাব ফেলবে না এবং রাষ্ট্রকে ভারতের সার্বভৌমত্ব্য ও ঐক্য অথবা জনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে কোন প্রকার আইন প্রনয়ণ করা থেকে বিরত করা যাবে না। অর্থাৎ অস্ত্রসস্ত্র নিয়েও জনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করে মিটিং মিছিল করা সংবিধান স্বীকৃত নয়। অনুরূপভাবে নাগরিকদের সভাসমিতি গঠন ও কো–অপারেটিভ গঠনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে – রাষ্ট্র ভারতের সার্বভৌমিকতা ও ঐক্য অথবা নৈতিকতার কারণে নাগরিকদের এই স্বাধীণতা ভোগের ক্ষেত্রে যথাযথ: ও যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ আরোপ করতে পারবে (১৯(৪))। আর উপধারা 'ঘ' ও 'ঙ' তে বর্ণিত নাগরিকদের অধিকারের উপরেও রাষ্ট্র সাধারণ জনগনের স্বার্থে ও তপশিলী উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার্থে যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ আরোপ করতে পারবে। আর সবশেষে নাগরিকদের যেকোন বৃত্তি ও পেশা অবলম্বন ও ব্যবসা বানিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে রাষ্ট্র এইসব অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ আরোপ করতে পারবে– যেমন ধরুন পেশাগত অথবা প্রযুক্তিগত যোগ্যতা মান ধার্য করা, ইত্যাদি। এছাড়াও ২০ থেকে ৩৫ নম্বর ধারায় নাগরিকদের নানাবিধ অধিকারের উল্লেখ আছে।' যা নাগরিকদের জীবন ও স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে।

যাইহোক নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রত্যেকটি নাগরিকের ব্যক্তিস্বত্তার বিকাশের মূল চাবিকাঠি। ঠিক তেমনিভাবেই ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি নাগরিককে অত্যন্ত সচেতন হয়ে স্বাধীনতার অধিকারগুলি প্রয়োগ করতে হবে। তবে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হলে তা আদালতে বলবৎ করার জন্য সুস্পষ্ট বিধান দেওয়া আছে সংবিধানের ৩২ ও ২২৬ নম্বর ধারায়। সবশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সমস্ত নাগরিকগণ যখন সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারগুলি সঠিকভাবে উপলব্ধি করে তা ভোগ করবে ও স্বাধীনতার অধিকারের উপর যে সমস্ত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ আছে তা মাথায় রেখে আচরণ করবে, কথা বলবে ও কাজকর্ম করবে তখন আমাদের দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা গড়ে উঠবে ও দেশ সমৃদ্ধির শিখরে উঠতে পারবে।

(সমাপ্ত)

দেশ দেশান্তরে

'রেড ডাই ৩' ব্যবহার নিষিদ্ধ

সুমন্ত ভৌমিক

খাবার ও পানীয়কে উজ্জ্বল ও চেরি–লাল রং দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত একটি কৃত্রিম পদার্থের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন গত বুধবার এই নিষেধাজ্ঞা দেয়। এফডিএর দেওয়া তথ্যমতে, এই পদার্থ প্রাথমিকভাবে ক্যান্ডি, কেক, বিস্কুট, মিষ্টান্ন সহ কিছু ওষুধ তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। ২০২২ সালে সেন্টার ফর সায়েন্স ইন দ্য পাবলিক ইন্টারেস্টসহ কয়েকটি গোষ্ঠীর একটি আবেদনের ফলশ্রুতিতে এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। গোষ্ঠীগুলোর অভিযোগ ছিল, পদার্থটির সঙ্গে ক্যানসারের যোগসূত্র থাকায় মার্কিন ভোক্তাদের বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে এটির ব্যাপক ব্যবহার বন্ধে পদার্থটি নিষিদ্ধ করা উচিত। গবেষণায় দেখা গেছে ইঁদুরের তুলনায় মানুষের শরীরে পদার্থটির প্রভাব কম। তবে কোন কিছুর সঙ্গে ক্যানসারের যোগসূত্র পাওয়া গেলে মার্কিন আইন অনুযায়ী সেটি নিষিদ্ধ করা বাধ্যতামূলক। পদার্থটি 'রেড নম্বর ৩' বা 'রেড ডাই ৩' নামে পরিচিত। উৎপাদকদের এখন থেকে এটি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে না। যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোয় এটির ব্যবহার নিষিদ্ধ। খাদ্য উৎপাদকেরা নতুন করে তাদের পণ্য তৈরির উপায় খুঁজে বের করতে ২০২৭ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত 'রেড ৩' ব্যবহার করতে পারবেন। ওষুধ উৎপাদকেরা এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আরও এক বছর অর্থাৎ ২০২৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সময় পাবেন। গতকাল এক বিবৃতিতে এফডিএর প্রেসিডেন্ট ড. পিটার লুরি বলেন, লিপস্টিকে 'রেড ৩' ব্যবহার বেআইনি ছিল। কিন্তু ক্যানডি আকারে শিশুদের খাবারে এটির ব্যবহার যথার্থভাবে বৈধ ছিল। সেন্টার ফর সায়েন্স ইন দ্য পাবলিক ইন্টারেস্ট বলেছে, এফডিএ পদার্থটির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিতে অনেক দেরি করেছে। এফডিএ বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রেও এই নিষেধাজ্ঞা মানতে হবে।

সোনার খনিতে আটকে শ্রমিকরা

গত মঙ্গলবার দক্ষিণ আফ্রিকার স্টিশফন্টেইন শহরে একটি পরিত্যক্ত সোনার খনিতে আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধার কাজ চলছে। শ্রমিকেরা খনিতে অবৈধভাবে খননকাজ চালাচ্ছিলেন। গত বছর দেশজুড়ে অবৈধ খনির বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে এই ব্যক্তিরা আত্মগোপনে ছিলেন। উদ্ধার অভিযান চলার সময় খনিমন্ত্রী গওয়েড মানতাশে এক আলোচনায় বলেন, অবৈধ খনি খনন অর্থনীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং এর বিরুদ্ধে লড়াই আরও জোরদার করা প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের খাদ্য, জল ও অন্য সব ধরণের উপকরণ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে তাদের জোর করে বের করার উদ্যোগ নেওয়ায় অচলাবস্থা শুরু হয়। উদ্ধারকারীরা খনি থেকে মৃত ব্যক্তিদের ব্যাগ ও জীবিত ব্যক্তিদের উদ্ধার কাজ চালান। ধারণা করা হচ্ছে এখন অনেক অবৈধ খনি শ্রমিক কমপক্ষে দুই কিলোমিটার মাটির নিচে আটকে আছেন। পুলিশ জানিয়েছে উদ্ধার অভিযান শুরু হওয়ার পর খনি থেকে ৮২ জনকে জীবিত ও ৩৬ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। জানা গেছে, গত বছরের ধরপাকড়ের পর থেকে ১০০ জনেরও বেশি অবৈধ শ্রমিক মারা গেছেন। এখন মৃতের সংখ্যা কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেনি। ওই এলাকায় শ্রমিকদের আত্মীয়স্বজন আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারের জন্য বিক্ষোভ করছেন। কর্তৃপক্ষের দাবি শ্রমিকেরা কোন ধরনের অনুমতি ছাড়াই খনিকূপে প্রবেশ করেন। এক মন্ত্রী বলেছিলেন, আমরা তাদের বের করে আনতে বাধ্য করব।

কাদের উন্নয়নে বিজেপি সরকার !

পাঠক মিত্র

কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের এক সংস্থা এনআইপিএফপি (National Institute of public Finance and Policy)–র রিপোর্ট বলছে বিগত তিরিশ বছর ধরে ভাবতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় খরচ বাড়েনি। এমনকি সামাজিক তথা মানব উন্নয়নের খরচও প্রায় একই জায়গায়। এই রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের উন্নয়ন নিয়ে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চ ঢক্কানিনাদ ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া কিছুই নয়। উন্নয়ন তবে কোন পথে হল? সেই পথে কাদের উন্নয়ন হল? সব কা সাথ সব কা বিকাশ স্লোগানে কাদের বিকাশ হল? এই উন্নয়নে আত্মনির্ভর পথে দেশ আদৌ কি অমৃত ভারত হয়ে উঠবে? এই প্রশ্নগুলো এসেই যায়। কিছু পরিসংখ্যানে এই প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হতে পারে।

সব কা সাথ সব কা বিকাশ স্লোগানের বিকাশ নিয়ে পরবর্তী সময়ে সকলের বিশ্বাস গড়ে তোলার পথে মাননীয় নরেন্দ্র মোদিজী শ্লোগানটি পরিবর্ধন করেছেন– সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস। বিশ্বাস না করলে সবার সাথে থাকবে কি করে, আর না থাকলে সবার বিকাশ হবে কি করে। তাই জনগণকে বিশ্বাস করতে হবে। অবশ্য যেখানে বিশ্বাস সেখানে কোন প্রশ্ন থাকে না। ক্ষুধা সূচকে দেশের স্থান নিম্নগামী হলেও তোমাকে বিশ্বাস রাখতে হবে। দেশে বেকার সর্বোচ্চ হলেও তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে। দেশের সম্পদ বেসরকারী মালিকের হাতে চলে গেলেও বিশ্বাস হারালে চলবে না। শ্রম আইনে শ্রমিকের স্বার্থ থাকবে না। তবু বিশ্বাস রাখতে হবে অটুট। এভাবে মেক ইন ইন্ডিয়া ও আত্মনির্ভর ভারত তিনিই ত দেখাচ্ছেন। শুধু তাই নয়। তিনিই প্রথম বললেন স্বচ্ছ ভারত। তাই স্বচ্ছতা নিয়ে কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। আদানি, আম্বানি নিয়ে বিরোধীদের অযথা হইচই। এরাই দেশের অর্থনীতির সঞ্চালক। মেক ইন ইন্ডিয়ায় এরাই প্রকৃত আত্মনির্ভর। আর জনগণের থাকবে আত্মবিশ্বাস। অথচ জনগণের জন্য উন্নয়নের খরচ বৃদ্ধি না করে আত্মনির্ভর দেশ গড়ে তোলার কৃতিত্বের দাবিদার তিনিই।

অথচ তাঁর দাবির অসারতা কেন্দ্রের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টাও আর এড়িয়ে যেতে পারেননি। ইন্ডিয়া এমপ্লয়মেন্ট রিপোর্ট–২০২৪ তিনি ফাঁস করে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার এক অনুষ্ঠানে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে বেকারদের মধ্যে তিরাশি শতাংশই যুবক–যুবতী। শুধু তাই নয় বেকারত্ব কমানোর দাওয়াই নাকি সরকারের হাতে নেই বলেও তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন। যুবক–যুবতীর এই অবস্থার পাশাপাশি আর একটি পরিসংখ্যান আরো ভয়াবহ। তা হল বিশ্ব ক্ষুধা সূচক তালিকায় ভারতের স্থান ক্রমশ নিম্নমুখী যা ১২৫ টি দেশের মধ্যে ১১১তম। এমনকী কৃষকদের আত্মহত্যার পরিসংখ্যানও উদ্বেগজনক।

তাহলে উন্নত ভারতের লক্ষ্যে মোদির স্লোগান সব কা সাথ সব কা বিকাশ শুধু স্লোগানে! আবার ভারত আগামী ২০২৭ সালে ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতিতে পৌঁছে যাবে বলে সরকারের এই আর্থিক উপদেষ্টা ব্যক্ত করেছিলেন ২০২৩–এর জুন মাসে।

আগেও তিনি এই বিকাশশীল অর্থনীতির কথা ২০১৯ সালের ব্রিকস–এর সভায় বলেছিলেন। পরবর্তী সময়ে জোহানেসবার্গের ব্রিকস–এর সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছিলেন, আগামী কিছুদিনের মধ্যেই ভারতের অর্থনীতি ৫লক্ষ কোটি ডলার ছুঁয়ে ফেলবে। দেশের অর্থনীতি বিকাশশীল হতে বেকারত্ব ও মানুষের ক্ষুধা নিবারণ করার প্রয়োজন নেই! কোন জাদুবলে দেশ এমন বিশ্ব বৃদ্ধির ইঞ্জিন হবে বলে তাঁরা ব্যক্ত করতে পারেন?

আরেকটি সরকারি হিসেব উল্লেখ করা যেতে পারে। যেখানে বলা হয়েছে ১০.৫৭ লক্ষ কোটি টাকার অনাদায়ি ঋণ মোছা হয়েছে গত পাঁচ অর্থবর্ষে(সাম্প্রতিক বিয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকা আবার যোগ হবে)। যার মধ্যে ৫.৫২ লক্ষ কোটি টাকা বড় সংস্থার (যা এই বিয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকার হিসাব ছাড়া)। সরকারের হিসেব থেকেই পরিষ্কার যে বড় সংস্থার এই বিপুল পরিমাণ ঋণ হিসেবের খাতা থেকে মুছে ফেলার উদ্দেশ্য সামাজিক সহায়তা প্রকল্পের জন্য তো নয়। তাহলে পরোক্ষে কাদের সহায়তা করা হল। বড় সংস্থার ঋণ মুছে ফেলা দেশের আর্থিক উন্নয়নের পথকে অগ্রসর করে কিনা তা নিয়ে সরকার পক্ষের রাজনৈতিক দল ও অর্থনীতির বিশিষ্ট মানুষজন যাই বলুক না কেন, একজন সাধারণের কাছে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়।

আরো কয়েকটি রিপোর্ট বিজেপি সরকারের গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। সেগুলো একবার দেখে নেওয়া যাক। গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিয়ে ইআইইউ নামক এক সংস্থার ব্যাখ্যায় ভারতের গণতন্ত্র হল ফ্লড গণতন্ত্র। ফ্রিডম হাউস নামক সংস্থার রিপোর্ট বলছে, ভারতে আংশিক মুক্ত গণতন্ত্র। আর ভি–ডেম ডেমোক্র্যাসির সূচক বলছে ভারতে ইলেক্টোরাল অটোক্র্যাসি চলছে। এই তিনটি পাশ্চাত্য সংস্থার সমীক্ষায় বিজেপি সরকারের পূর্বতন আমলে এ দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিপন্ন বলেই মান্যতা পেয়েছে। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ফলাফল ঘোষণায় নির্বাচন কমিশনের তথ্যে অসঙ্গতি বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরসহ ভোট বিশেষজ্ঞ মহলে সেই অটোক্র্যাসির চর্চা উঠে এসেছে। কিন্তু বিজেপির সরকার দাবি করে এদেশে গণতন্ত্র একেবারে প্রাণবন্ত। আর এক সংস্থার সমীক্ষায় ২০২৩–র প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্সে ভারতের স্থান ১৬১। বিজেপি সরকারের আমলে তা ক্রমশই নিম্নমুখী হলেও তা তাঁরা মানতে রাজি নয়। আবার কোরাপশান ইনডেক্সে ভারতের স্থান ৯৩। যদিও বিজেপির দাবি দুর্নীতির বিষয়ে তাঁদের জিরো টলারেন্স।

উক্ত সমস্ত সূচক কিংবা বিজেপি সরকারের আর্থিক উপদেষ্টার মন্তব্য থেকে বলতে হয় এ দেশের মানুষ কেমন আছেন ? এ প্রশ্নে আর একটি রিপোর্টের প্রসঙ্গ এসে যায় । তা হল বিশ্ব হ্যাপিনেস রিপোর্টে ১৪৬ টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১২৬ । এই সমস্ত পরিসংখ্যান বলে দেয় বিজেপি সরকারের কর্মকান্ড মানুষের জন্য কতটা ? সে তো নোটবন্দীকালে মানুষের চূড়ান্ত হয়রানি প্রমাণ করেছে । ৩৭০ ধারা বাতিলে কাশ্মীরের মানুষের জীবন উন্নত হয়নি ।

আর একটি পরিসংখ্যান বলছে, বিজেপির বিগত আমলে সারা দেশে একাত্তর হাজার স্কুল বন্ধ হয়েছে, কিন্তু মন্দির বেড়েছে প্রায় দু লক্ষ পাঁচশো। তাহলে বলা যায় বিজেপি সরকারের মন্দির সংস্কৃতির জাদুতে দেশের বেকারত্ব কমে নি, মানুষের ক্ষুধা নিবারণ হয়নি। যাঁরা বেকার, যাঁরা অভুক্ত তাঁরা কি কেউই হিন্দু নয় বলে বলা যায় কি? যদিও বেকার যুবক–যুবতীর শতাংশের পরিসংখ্যান সেই নিশ্চয়তা দেয় না। তাহলে অমৃত ভারত গড়ার লক্ষ্যে কাদের জন্য অমৃত, এ প্রশ্ন এমনিতেই এসে যায়। বিগত এক দশকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজেপি সরকারের আমলে এমন প্রশ্ন সহ সব প্রশ্ন যখন উপস্থিত হয়েছে, তখন মানুষের হয়ে সেই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর বর্তমান বিজেপি জোট সরকার দিতে কি পারবে কিংবা দিতে তাঁরা প্রস্তুত কিনা তার আভাস কিন্তু এখনো মেলেনি।

পাঠকের কলমে

ট্রাফিক পুলিশের সচেতনতা ফিরুক

স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল হওয়ায় একদিকে যেমন ট্রাফিক পুলিশের কাজ কমেছে, অন্যদিকে দুর্ঘটনাও ক্রমশ বাড়ছে। এদিকে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল হওয়ার ফলে ট্রাফিক পুলিশের নীল ও সবুজ উর্দুধারী পুলিশদের দেখা যাচ্ছে রাস্তার ধারে বসে ফোনে গেম খেলছে বা কানে হেড ফোন গুজে কথা বলতে ব্যস্ত। আবার কেউ কেউ রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফোনে ফাইন কাটতে ব্যস্ত। কিন্তু তাঁদের এই কাজের মধ্যেই যে বেপরোয়া গাড়ি চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। একই ভাবে ব্যস্ত থাকা কিছু উর্দিধারী পুলিশকে দেখা যায় কলকাতার বেশ কিছু ব্যস্ততম রাস্তায়। যেমন বেহালার শিমূলতলা বাজার বা শিমূলতলা বাজারের জেমস লং সরণিতে। পুলিশের এই রকম ভুলের জন্য কত মায়ের কোল যে খালি হচ্ছে সেই বিষয়ে কি অবগত আছেন এই অফিসাররা? এই সব রাস্তায় তাদের যদি কোনও কাজে না লাগে তাহলে পুলিশের অন্যান্য সেবামূলক কাজে এদেরকে লাগালেই তো ভালো হয় নাকি? তাদের বসে ফোন দেখে সময় কাটানোর জন্য তো সরকারের কোষাগার থেকে পয়সা ধ্বংস করার কোনও কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না। তার চেয়ে সরকারের সেবামূলক কাজে তাদের লাগাতে ভালো হয়।

দেবাঙ্গনা দত্ত
বেহালা

জমির সমস্য

প্রথম পাতার পর

তবে সম্প্রতি কুচবিহার, মালদহ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্ন তাহলে জমি পাওয়া গেল কি করে? বিএসএফ সূত্রে খবর, কুচবিহার, মালদহ ইত্যাদি জেলায় স্থানীয় চাষিরা তাদের ফসল বাঁচানোর তাগিদে নিজেরা জমি দিয়েছেন। যদিও বিএসএফের তরফে কোনও জমিই বিনামূল্যে অধিগৃহীত হয়না। স্থানীয় সরকারি মূল্যমান অনুযায়ী বিএসএফ জমি কিনে সেখানে কাঁটাতার লাগায়। স্থানীয় চাষিরা জানান, মালদহ, কুচবিহার ইত্যাদি জেলায় রাতের অন্ধকারে বাংলাদেশিরা এসে ফসল কেটে নিয়ে যায়। যার ফলে তাদের লোকসানের মুখে পড়তে হয়। ফলে সেখানে চাষিদের উদ্যোগে কাঁটাতারের বেড়ার জন্য জমি দেওয়া হয়। বিএসএফ সূত্রে জানা যায়, উত্তর ২৪ পরগণার বাগদা সীমান্ত রণঘাটের নদী এলাকা ছাড়া বাগদা–হেলেঞ্চার অন্যান্য সীমান্তগুলো যেগুলো খালি ছিল, সেগুলো কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া হয়ে গিয়েছে। সেগুলির মধ্যে দিসপুর, মধুপুর, মাইসিনপুর, মামা–ভাগিনা এলাকাগুলোর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। আর এখন যে তারগুলো লাগানো হচ্ছে সেগুলো খুব উন্নত মানের। আরো জানা গিয়েছে, বাগদা অঞ্চলে জমির সমস্যা অনেকটাই মিটেছে। একারণে বেড়া দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক প্রবীণ বাসিন্দা জানান, 'বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ইন্দিরা গান্ধী ও মুজিবর রহমানের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী নো–ম্যানস ল্যান্ড থেকে ১৫০ মিটার ছেড়ে বেড়া দেওয়া যাবে। কিন্তু কোনও কোনও জায়গায় নদী থাকার কারণে দেড়শো মিটার বোঝার উপায় নেই। বিশেষ করে বাগদার কুদলা নদী। এই নদীর ভিতরে পিলার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া কিছু কিছু চাষি আছে যারা অবৈধ আয়ের সাথে যুক্ত, তারা জমি দিতে চায় না। আবার দেখা যাচ্ছে কুদলা নদীর ধার দিয়ে গ্রাম, বিদ্যালয় ইত্যাদি আছে। এক্ষেত্রে দেড়শো মিটার বাদ দিতে গেলে এই গ্রাম বা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সব কোথায় যাবে? ফলে এহেন সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে সীমান্ত রক্ষীদের। এছাড়া পুরনো কাঁটাতার অনেক জায়গায় ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। সেগুলোকেও নতুনভাবে দেওয়ার দরকার। তবে এখন যে বেড়া দেওয়া হচ্ছে সেগুলো অনেক উঁচু। ফলে এখন অনুপ্রবেশ খুব একটা সহজ হবে না। এমনটাই আমার ব্যক্তিগত অভিমত।'

গাড়ি বিক্রি প্রতারণায় ১জনকে গ্রেপ্তার করল ছাতনা থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েকদিন আগে ছাতনা থানার অন্তর্গত ঝাঁটিপাহাড়ি এলাকার এক যুবক তাঁর একটি চারচাকার গাড়ি 'ওএলএক্স'–এ বিক্রি করার বিজ্ঞাপন দেন। সেই বিজ্ঞাপন দেখে কলকাতার এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে গাড়ি কিনতে আগ্রহ দেখান।

ফোনে কথাবার্তা হওয়ার পর নির্দিষ্ট করে দেওয়া দিনে ওই ব্যক্তি তাঁর এক প্রতিনিধিকে কলকাতার সিটি ব্যাঙ্কের একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের ডিমাণ্ড ড্রাফ্ট দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য বাঁকুড়ায় পাঠান। শনিবার থাকায় গাড়িটি কলকাতায় নিয়ে গেলেও ঝাঁটিপাহাড়ি ইউকো ব্যাঙ্কে ডিমাণ্ড ড্রাফ্ট জমা করতে পারেননি বিক্রয়কারী যুবক। মঙ্গলবার ওই যুবক ব্যাঙ্কে গিয়ে জানতে পারেন তাঁকে দেওয়া ওই ডিমাণ্ড ড্রাফ্ট আসল নয়। যোগাযোগ করেন ওই ক্রেতার সঙ্গে। প্রথমবার ফোন রিসিভ করলেও পরবর্তী সময়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা না যাওয়ায় পুলিশের দ্বারস্থ হন প্রতারিত যুবক। অবশেষে ছাতনা থানার ঝাঁটিপাহাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ তদন্তে নেমে কলকাতা থেকে উদ্ধার করে ওই গাড়ি। এই ঘটনায় ১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ছাতনা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে অভিযুক্তের নাম সেলিম শেখ (৪০)। অভিযুক্ত ওই ব্যক্তিকে কলকাতা থেকে গাড়ি সমেত পাকড়াও করে পুলিশ। পুলিশের সদর্থক ভূমিকায় খুশি প্রতারিত ওই যুবক। তিনি জানান, 'এতো তাড়াতাড়ি পুলিশ গাড়িটিকে উদ্ধার করে দেবেন তা ভাবতেও পারেননি।' অভিযুক্ত ওই ব্যক্তিকে বাঁকুড়া জেলা আদালতে পাঠায় ছাতনা থানার পুলিশ। এই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

গঙ্গার ভাঙন পরিদর্শনে সাংসদ

সুব্রত মণ্ডল, গুপ্তিপাড়া : কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে গঙ্গা ভাঙন পরিদর্শন করলেন হুগলীর সাংসদ রচনা ব্যানার্জী। ১৬ জানুয়ারি বেলা ১১টা নাগাদ গুপ্তিপাড়া ফেরিঘাট থেকে লঞ্চে করে বলাগড়ের চাঁদরা পর্যন্ত পরিদর্শন করেন। এর আগে সংসদে হুগলীর বিস্তির্ণ অঞ্চলে গঙ্গা ভাঙনের ভয়াবহতা সম্পর্কে তুলে ধরেন, তার প্রেক্ষিতেই কেন্দ্রীয় জলশক্তি মিশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই পরিদর্শন। সঙ্গে ছিলেন জেলা প্রশাসনিক আধিকারিকগণ, বিডিও বলাগড় ও ব্লকের জনপ্রতিনিধি।

গরিবের স্বাস্থ্য সেবা প্রশ্নের মুখে

প্রথম পাতার পর

রীতিমতো বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করছেন তাদের সফলতার। মানুষকে এখন বিচার করতে হবে কে সফল, সরকার না সরকারি দল। গরিব মানুষের এও এক বিড়ম্বনা। পরিকাঠামো তো নেই–ই, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতালের পরিবেশটাও দূষিত করছে বায়োমেডিকেল বর্জ্য। তার কোনও সঠিক ম্যানেজমেন্ট নেই। এটাও নাকি সিন্ডিকেটের দখলে। জাতীয় পরিবেশ আদালত সম্প্রতি বায়োমেডিকেল বর্জ্য পরিকল্পনার রূপরেখা জানতে চেয়েছে রাজ্য সরকারের কাছে। কবে সে উত্তর মিলবে, কবে স্বাস্থ্য কেন্দ্র বর্জ্যে হাত থেকে রক্ষা পাবে তা ভগবানই জানে। পরিবর্তনের পরে এমনটা কিন্তু হওয়ার কথা ছিল না। বদলের প্রতিশ্রুতি ছিল, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হল তবু কেন এখনও গরিব রোগীদের চরম দুর্দশা চলছে? কেন সফল হচ্ছে অসরকারি উদ্যোগ? কেন বিনামূল্যের সরকারি চিকিৎসা বারবার হেরে যাচ্ছে বেসরকারি ব্যবস্থার কাছে? সরকারের পক্ষ থেকে এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কেউ নেই। উত্তর দিচ্ছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে ভেঙে পড়া গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বদলাবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য কোনোটাই সরকারের কাছে নেই। সরকার বাজি মাত করতে চাইছে কলকাতার হাসপাতালগুলি দিয়ে। সেখানে বসে আছে বাস্তু ঘুঘুরা। আর গরিব মানুষ যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডকে ভরসা করেছিল তার ক্রিমটাই খেয়ে যাচ্ছে শহরের মানুষজন। গ্রামে গ্রামে এই কার্ড প্রায় অচল। ফলে গরিব মানুষের ভিড় বাড়ছে কলকাতার সরকারি হাসপাতালগুলোতে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিড়ম্বনাও।

বাইরে বসেই দিন কাটান লাইব্রেরিয়ান

প্রথম পাতার পর

এলাকার মানুষদের দাবি অবিলম্বে গ্রন্থাগার দপ্তর বা ব্লক প্রশাসন সারেঙ্গাবাদ আদিবাসী গ্রন্থাগারটিকে সংস্কার করে পাঠকদের পড়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা করুক। সরকারিভাবে গ্রন্থাগার চালু আছে অথচ মানুষরা কোনও পরিষেবা পাচ্ছে না এটা কী ধরনের পরিহাস? আরও জানা যাচ্ছে এই গ্রন্থাগারটির কোনও ম্যানেজিং কমিটিও নেই। অবিলম্বে গ্রন্থাগারটির ম্যানেজিং কমিটি গঠন করাও দরকার। আলিপুরে যে জেলা গ্রন্থাগার দপ্তর আছে, সেখানকার আধিকারিকদেরও উচিত গোটা জেলার বিশেষ করে প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলার গ্রন্থাগারগুলির পরিকাঠামো পরিদর্শন করা। জানা যাচ্ছে, জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমন বেহাল গ্রন্থাগার অনেক আছে।

আরজিকরের চিকিৎসকের বাড়িতে হঠাৎ করেই পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আশফাকুল্লা নাইয়া আরজিকরের জুনিয়ার চিকিৎসক। বাড়ি কাকদ্বীপ থানার রামতনু নগর এলাকায়। হঠাৎ করেই বৃহস্পতিবার দিন তার বাড়িতে বিধান নগর থানার পুলিশ প্রশাসন তদন্তে আসে। বেশ কিছু নথি ও সংগ্রহ করে নিয়ে যায় তারা। আশফাকুল্লার পরিবারের দাবি হঠাৎ করেই আজকে তাদের বাড়িতে বিধাননগর থানার পুলিশ আসে, আগে থেকে কোন নোটিশ দেয়নি। কিন্তু কেন আসে সেই বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। বেশ কিছু নথি ও তারা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। অন্যদিকে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও প্রকাশ করে জানিয়েছে যেহেতু তিনি আরজিকর আন্দোলনের সময় সক্রিয় ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিল তাই পুলিশ প্রশাসন তাকে ভয় দেখাচ্ছে। এমনকী তিনি বলেন, পুলিশ তার বাড়িতে বিস্ফোরক রেখে দিয়ে তাকে জঙ্গি হিসাবে দাবি করতে পারে। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতন আতঙ্কিত আশফাকুল্লার পরিবার।

শুরু ১৯তম ডোমজুড় বইমেলা

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া: ডোমজুড় প্রাচ্য ভারতী স্টেডিয়ামে 'সম্প্রীতি'র পরিচালনায় বইমেলার উদ্বোধন করেন বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বইমেলা কমিটির সভাপতি সমীর বসু, সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন বাপি ঠাকুর চক্রবর্তী। ডোমজুড় বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ উপস্থিত থেকে বইমেলার উদ্যোক্তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯ তম এই বইমেলায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। বইয়ের স্টলের পাশাপাশি প্রতিদিন থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। থাকছে বিভিন্ন খাবারের স্টল। চলবে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত।

পঞ্চায়েত সদস্যের উদ্যোগে ক্যানিংয়ে বিধায়কের জন্মদিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : শুক্রবার সমগ্র ক্যানিং শহর জুড়ে পালিত হল ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাসের ৪৭ তম জন্মদিন। বিধায়কের জন্মদিনে আনন্দে সাধারণ মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন মাতলা ২ পঞ্চায়েতের সদস্য বিপ্লব ঘোষ। এদিন সকাল থেকেই ক্যানিংয়ের বিভিন্ন প্রান্তে কয়েক হাজার অসহায় দরিদ্র মানুষদের হাতে তুলে দিলেন ফল, খাবার সামগ্রী সহ শীতের বস্ত্র। এছাড়াও ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে রোগী, রোগীর পরিবার পরিজন সহ চিকিৎসক, নার্স ও চিকিৎসা পরিষেবায় যুক্ত সকলের হাতে তুলে দিলেন রক্ত গোলাপ ও মিষ্টির প্যাকেট। পাশাপাশি বিধায়কের দীর্ঘায়ু কামনা করে আশীর্বাদ চাইলেন সকলের কাছে। অন্যদিকে, বিধায়কের জন্মদিন উপলক্ষ্যে এমন কর্মযজ্ঞকে প্রসংশা করেছেন সাধারণ মানুষ। এছাড়াও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বিধায়ক পরেশরাম দাসের জন্মদিনে শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়ে দীর্ঘায়ু কামন করেছেন। যা বিরলতম ঘটনা। এমন অভিনবত্ব জন্মদিন পালন প্রসঙ্গে মাতলা ২ পঞ্চায়েত সদস্য বিপ্লব ঘোষ জানিয়েছেন, 'ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস আমাদের অনুপ্রেরণা এবং পথ প্রদর্শক। মানুষের পাশে কীভাবে দাড়াঁতে হয়, তাঁর কাছ থেকে আমার শিক্ষা পেয়েছি। এছাড়াও তিনি সকল পঞ্চায়েত প্রধান, সদস্য–সদস্যাদের জন্মদিন পালন করেন বিধায়ক কার্য্যালয়ে। যেটা আমাদের কাছে এক বিরল। ফলে বিধায়কের ৪৭তম জন্মদিন পালনের পাশাপাশি সাধারণ অসহায় মানুষের পাশে থাকতে পেরে খুব ভালো লাগছে। আগামীদিনেও সাধারণ মানুষের পাশে থেকে এমন কাজ চালিয়ে যাব।'

আদিবাসীদের খাদ্য মেলা

অভীক মিত্র : সিঞ্চন এডুকেশন এন্ড রুরাল এন্টারপ্রেনিয়রশিপ ফাউন্ডেশন নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে ১৫ জানুয়ারি মহম্মদবাজার ব্লকের কাপিষ্টা পঞ্চায়েতের কদমপুর গ্রামে প্রকৃতির আভা ওরগানিক ইনিশিয়েটিভ চত্বরে আদিবাসীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সদ্য শেষ হয়েছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাদনা পরব। সেই পরবের রেশ ধরেই মূলত এলাকার আদিবাসীদের নিয়ে ধামসা–মাদল সহকারে নাচগানের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আদিবাসী ফুড ফেস্টিভ্যাল ও অ্যানুয়াল এক্সিবিশন পালন করা হয়। এখানে চাষীদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের পণ্যসামগ্রী দিয়ে স্টল সাজানো হয়। সাথে সাথেই আদিবাসীদের অন্যান্য খাবার গুলোর মধ্যে যেসব গুনাগুন রয়েছে সেধরনের খাদ্যগুলোও স্টলের মধ্যে স্থান পেয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত খাদ্যসামগ্রী খেতে অভ্যস্ত সেধরনের খাবারের স্টল এবং নিজেদের আদিবাসী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিসেবে ধামসা মাদলের তালে নৃত্য গানের অনুষ্ঠানে যোগদান করে যেন সেই বাদনা পরবে সামিল হওয়ার চিত্র লক্ষণীয়। মহম্মদবাজার পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি প্রভাসিনি মুর্মু, সিঞ্চন এডুকেশন এন্ড রুরাল এন্টারপ্রেনিয়রশিপ ফাউন্ডেশনে তরফ থেকে শুভজিৎ চক্রবর্তী, রাজীব ঘোষ, রথীন সাহা,সমাজসেবী কালী প্রসাদ ব্যানার্জি সহ বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণকারী আদিবাসী নাচ ও গানের দলকে পুরস্কৃত করে তাদের উৎসাহ প্রদান করা হয় বলে সংগঠনের পক্ষে জানানো হয়।

ট্র্যাকিংহীন প্যান কার্ড, টিডিএসের বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো

প্রথম পাতার পর

এপ্রসঙ্গে তাঁর আরও বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় আর্থিক মন্ত্রণালয় থেকে প্যান কার্ডের বিষয়বস্তু নিয়ে সরাসরি আয়কর দপ্তরের বাইরে এখনও পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণ ঘটানো হয়নি। সুতরাং আমাদেরও অনেক ক্ষেত্রে হাত পা বাঁধা থাকে। ইচ্ছে থাকলেও বহু ক্ষেত্রে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে তাই বিলম্ব হয়। আমরাও যাতে প্যান কার্ডের যাবতীয় তথ্য নিজেদের অফিসের হেফাজতে রেখে প্রয়োজন মাফিক ট্র্যাকিং করতে পারি তার উদ্দেশ্যে আমাদের উপর মহলে দরবার করেছি। এটুকুই বলতে পারি আমরা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের সবুজ সংকেত প্রাপ্তির আশায় এখন প্রহর গুনছি।'

উল্লেখ্য, কর্মীদের বেতন, ব্যাঙ্কের সুদ, পেশাদার সেবা, ভাড়া সহ বিভিন্ন পণ্য ও সেবার উপর সাধারণত টিডিএস লাগু করা হয়। এটি একটি আয়কর সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম। একে ভারতে প্রচলিত কর কর্তন পদ্ধতিও বলা যায়। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয় দ্বারা এটি প্রতিনিয়ত সংশোধিত হতে থাকে নানান নিত্যনতুন পরিস্থিতি মোকাবিলায়। টিডিএস কেটে নেওয়ার হার কিভাবে নির্ধারিত হবে তা বিভিন্ন আয়ের রকমারি উৎসের মাত্রার উপর নির্ভর করে। যেমন বেতনের ক্ষেত্রে আয় ও শর্তের উপর নির্ভর করে ১০% থেকে ৩০% অবধি কেটে নেওয়া হয়। সাধারণ পর্যায়ে ব্যাঙ্কের সুদ ১০% কাটা হয় টিডিএসের জন্য। নির্দিষ্ট সীমার উপর ভাড়ার ক্ষেত্রে ৫% থেকে ২০% কর্তন করাই সর্বশেষ দস্তুর। আমাদের দেশে আয়কর থেকে যা আয় রাজস্ব কোষাগারে সংগ্রহ করা হয় তার একটা অন্যতম বড় অংশ আসে টিডিএস পদ্ধতির হাত ধরে।

আয়কর ভবনের একটি পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০২৩–২৪ আর্থিক বর্ষে প্রায় ১০ কোটি ভারতীয় এই টিডিএস পদ্ধতির আওতায় নথিভুক্ত হয়ে রয়েছেন। যার মধ্যে আনুমানিক ৫ কোটি কর্মচারী তাদের বেতন থেকে টিডিএস কাটিয়েছেন। ৩ কোটির উপর ব্যবসায়ী ও পেশাদারও এই কর্তনের ছত্রছায়ায় এসেছেন। বিগত আর্থিক বছরে শুধুমাত্র টিডিএস খাতে ৭ লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে বলেও ভারতীয় আয়কর দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

যেখানে টিডিএস নিয়ে সারা বছর জুড়ে সমগ্র ভারতে এমন রাজসূয় যজ্ঞ চলমান এজেন্ডা, সেখানে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সম্পর্কে পিছিয়ে চলার অচলায়তন নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভও তুঙ্গস্পর্শী। অনেকেরই অভিযোগ, টিডিএস কেটে নেবার পরও বহু করদাতাকেই আয়কর রিটার্ন ফাইল জমা দিতে হয় নির্দিষ্ট ফর্মের ভিত্তিতে টিডিএস কর্তনের পরিমানের সঙ্গে সঠিক আয়কর দেওয়ার পরিসংখ্যান মিলিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে। অথচ ওই নির্দিষ্ট ফর্ম অনেকটাই একমুখী ও পুরানো ধাঁচের। স্রেফ হ্যাঁ বা না উল্লেখের অবস্থান রয়েছে। উপভোক্তার তরফে কোনও সংশ্লিষ্ট মন্তব্য ওই ফরম্যাটে উল্লেখ করার সংস্থান নেই। এই অভিযোগও যে যথার্থ তাও স্বীকার করেছেন রঘুবীর মদনাপ্পা। তিনি এবিষয়ে বলেন, 'একদম যথার্থ অভিযোগ। বহু করদাতাকেই এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় হামেশা। বিভিন্ন তথ্য হ্যাঁ বা না–এর উপর দিতে বাধ্য হন তাঁরা সুনির্দিষ্ট ফর্মের জন্য। তাঁরা যেমন মন্তব্য দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন বহু পরিস্থিতিতে, তেমন আমরাও তথ্য পূর্ণ ফর্ম ঘেঁটে অনেক সময় আরও বেশি মন্তব্য জানার তাগিদ বুঝতে পারি তার থেকে। সেক্ষেত্রে আমরা আবার ওই করদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বাধ্য হই লিখিত নানা স্তর পেরিয়ে। এই জ্বলন্ত সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে।'

টিডিএস নিয়ে তাই একাংশ করদাতারা প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন। করদাতাদের টিডিএস সংক্রান্ত কোনও বিচ্যুতি ঘটলে তো আইনানুসারে শাস্তির বিধান সুস্পষ্ট। অথচ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নিয়ম তো ব্রিটিশ বিধির পুরাতনী অস্তিত্বকেও হার মানায়। আসলে টিডিএস হল পর্বতের মুষিক প্রসব সম এক প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টান্ত।

ঢেঁকি ভাঙা চালের গুঁড়োই আস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : পৌষ সংক্রান্তিতে চলে পিঠেপুলি ও নবান্ন উৎসব। নতুন ধানের চাল গুঁড়ো করে নলেন গুড়ের সংমিশ্রণে চলে পিঠে তৈরি। প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে পিঠে উৎসবে মেতে ওঠেন সকলে। পাশাপাশি চিরাচরিত ঢেঁকিতে চাল গুঁড়ো করা হয়ে থাকে। তবে বর্তমানে আধুনিক সমাজে যন্ত্রচালিত মেশিনে চালের গুঁড়ো তৈরি হয়। তবে সে সবে বাঙালির মন নেই। কারণ প্রকৃত পিঠের স্বাদ পেতে আজও গ্রামগঞ্জে ঢেঁকিতে চাল গুঁড়ো করা হয়। সেই গুঁড়ো চাল, বিউলি ডাল, নারকেল সহ অন্যান্য সামগ্রী সহযোগে তৈরি করা হয় সরু চাকলি, খোলাপিঠে, তেলেপিঠে, নারকেল পিঠে, নবান্নের পায়েস সহ বিভিন্ন ধরনের পিঠে। একদিকে যেমন পিঠে তৈরির কাজ চলছে, তেমনি প্রতিবেশী আত্মীয়দের নিয়ে সংক্রান্তির পিঠেপুলি উৎসবে মেতে উঠেছেন বাঙালি সমাজ।

বিশিষ্ট সমাজসেবী রবীন্দ্রনাথ অধিকারী জানিয়েছেন, 'শুধু মাত্র ঢেঁকি ভাঙা চালের গুঁড়ো নয়, পিঠের প্রকৃত স্বাদের জন্য গ্যাসের পরিবর্তে উনুনের আগুন ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও যে গুড় নবান্ন উৎসবে খাওয়া হয়, তার স্বাদ অসাধারণ। নিজেরাই খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরি করে থাকি। যেটা খাঁটি এবং প্রকৃত নলেন গুড়। স্বাদে গন্ধে ভরপুর।' ক্যানিংয়ের এক গৃহবধু প্রতিমা মণ্ডল জানিয়েছেন, 'প্রতিবছর শীতের সময় সংক্রান্তিতে পিঠে তৈরি করি। বাড়িতে আত্মীয় বন্ধু–বান্ধবরা ভীড় জমায়। তাদেরকে প্রকৃত পিঠের স্বাদ দিতে পেরে আনন্দ হয়।'

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক অশান্তির মধ্যেই পিঠেপুলির ঐতিহ্যে শামিল হিন্দুরা

দেবাশিস রায় : বাংলাদেশে লাগাতার সাম্প্রদায়িক অশান্তি অব্যাহত। মৌলবাদীদের দাপাদাপিতে দিকে দিকে আতঙ্কের পরিবেশে দিন কাটাতে হচ্ছে হিন্দু সহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ পরিবারকে। যদিও সেই আবহেই তারা আপন আপন ঐতিহ্য মেনে ধর্মীয় রীতিনীতি পালনে যথাসাধ্য সচেষ্ট। সেইসকল বাসিন্দাদের অনেকেই জানিয়েছেন, দুরু দুরু বুকে বাংলাদেশে এবার দুর্গাপুজো, বড়দিন উদযাপন সহ নানাবিধ উৎসব পালিত হয়েছে। একইভাবে পৌষ সংক্রান্তিতেও চিরাচরিত পিঠেপুলির ঐতিহ্যের ধারা বজায় রাখল সংখ্যালঘু হিন্দুরা। মঙ্গলবার মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্ন ছিল। সেদিন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা কাছাকাছি নদী, পুকুর প্রভৃতি জলাশয়ে স্নান করেছেন। অনেক জায়গায় মেয়ে–বউরা ঢেঁকিতে চাল কুটেছে। তারপর সেই চালগুঁড়োর সঙ্গে সুবাসিত নলেনগুড়, নারকেলকোড়া, দুধ, ক্ষীর প্রভৃতি মিশিয়ে নানা উপায়ে সুস্বাদু পিঠেপুলি বানিয়েছে। পৌষসংক্রান্তির চিরাচরিত এই ঐতিহ্যকে আপন করে নেওয়ার দৃশ্য দুই বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় প্রতিবারই দেখা যায়। পশ্চিম বাংলার পাশাপাশি প্রতিবেশি বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তেও এদিনটি উদযাপনে শামিল হয়েছিলেন অসংখ্য মানুষ। হাটবাজারে নলেনগুড় থেকে শুরু করে পিঠেপুলির জন্য মাটির তৈরি নানাবিধ সরঞ্জাম প্রভৃতি কেনাকাটার ব্যস্ততা ছিল। আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের আড়ম্বরে অনলাইন কেনাকাটার ধুম আজও গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে পিঠপুলি তৈরির ঐতিহ্যকে ম্লান করে দিতে পারেনি। জিভে জল আনা পিঠেপুলির সম্ভার নিয়ে ভোজনরসিক আদ্যোপান্ত বাঙালি আজও কিন্তু নস্টালজিক হতে চায়। চিতইপিঠে, পাকান, গোকুল পিঠে, পাটিসাপটা, আন্দশা, চুসি, কুলশি, ভাপা, ফুলঝুরি, জামদানি, চুটকি, তেজপাতা, বিবিয়ানা, পাতাপিঠা, ভাজাপুলি, সিদ্ধপুলি, চন্দ্রপুলি, সরাপিঠে, চাপড়ি, মালপোয়া, মুঠিপিঠে, সরুচাকলি, তেলপিঠে। এরকমই হরেকপ্রকার পিঠেপুলির সুগন্ধে এদিন যেন গ্রামবাংলার বাতাস মঃ মঃ করছিল। উৎসবপ্রিয় বাঙালি শত দুঃখকষ্ট, প্রতিকূলতার মধ্যেও ঐতিহ্যকে আপন করে নিতে কভু কোথাও পিছুপা হয় না। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরাও সাম্প্রতিককালে প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেও সেই আপন আপন ঐতিহ্যের ধারাকে আজও বহন করে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। প্রতিনিয়ত মৌলবাদীদের চোখরাঙানি, সাম্প্রদায়িক হিংসার বাতাবরণ ভয়াবহ পরিবেশ তৈরি করলেও বাংলাদেশি হিন্দুদের মাথা নোয়াতে পারেনি। বিভেদকামী ও বিদ্বেষকারীদের সমস্তরকম হুমকি, ঔদ্ধত্যের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকার লড়াই করে চলেছে সে দেশের সংখ্যালঘুরা। বহু হিন্দু ধর্মীয় বিদ্বেষের শিকার হচ্ছে। ভিটেমাটি ও পরিবারকে রক্ষা করাটাই যেন একপ্রকার চ্যালেঞ্জ তাদের কাছে। গত বছর ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের ভোরে মৌলবাদীদের রোষের কবলে পড়ে বাংলাদেশের একটি পার্বত্য এলাকার অসংখ্য খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীর সর্বস্বান্ত হওয়ার খবরে আঁতকে উঠেছিল বিশ্ববাসী। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট প্রবল জনবিক্ষোভ আর রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের ফলে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে শেখ হাসিনা অপসারিত হওয়ার পরপরই সমগ্র বাংলাদেশজুড়ে অশান্তির কালো মেঘ ঘনিয়েছে। দিকে দিকে মৌলবাদী আর সন্ত্রাসীদের দাপাদাপিতে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত। সামগ্রীক পরিস্থিতিতে সেদেশের আর্থিক বৃদ্ধির হারও ক্রমশ নিম্নগামী। সেইসঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে ছাপোষা সাধারণ মানুষের কার্যত দেয়ালে পিঠ ঠেকেছে। আচমকা এই রাজনৈতিক পালাবদলের পর নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মহম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের প্রশাসনিক প্রধানের সর্বোচ্চ পদে বসেও কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেদেশের সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থই হয়েছেন। এমনতর প্রতিকূল আবহেও মকর সংক্রান্তির চিরাচরিত ঐতিহ্যের ধারাকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার তৎপরতা ছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। যশোর, বরিশাল, ঝিনাইদহ, মাদারিপুর, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, মাগুরা প্রভৃতি এলাকার হাট বাজারগুলিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনেরা কেনাকাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এদিন ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থানার কোলাবাজারে জমজমাট সাপ্তাহিক হাট বসেছিল। সেখানে পিঠেপুলির জন্য মাটির তৈরি সরঞ্জাম সহ নলেনগুড় প্রভৃতি উপকরণ কেনাকাটার ব্যস্ততা বাঙালির উৎসব প্রীতিকেই আরও একবার তুলে ধরে। বরিশালের স্বরূপকাটি, ঢাকার নিমতলা প্রভৃতি জনপদের শত শত বাসিন্দাও একইভাবে মকর সংক্রান্তির চিরাচরিত ঐতিহ্যে শামিল হয়েছিল।

শুশুনিয়া মুরুৎবাহা ইকো পার্কে অনুষ্ঠিত কিচেনের মহারথী ২০২৫

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া : শুশুনিয়ায় প্রথমবার আয়োজিত হল রন্ধন প্রতিযোগিতা। ১২ জানুয়ারি রবিবার শুশুনিয়া পাহাড়ের কোলে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে মুরুৎবাহা ইকোপার্কে এই রন্ধন প্রতিযোগিতাটি আয়োজিত হয়। মোমো আন্টি নামে পরিচিত কনিকা চ্যাটার্জির উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতায় জেলা ও জেলার বাইরের প্রতিযোগী মিলিয়ে মোট ৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষরাও সমানভাবে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। এই রন্ধন প্রতিযোগিতাটি পিঠে পুলি ও মাংসের পদের উপর আয়োজিত হয়। আগেই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ছাতনা ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌরভ ধল্ল। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রুপর্ণা ভট্টাচার্য। আয়োজকদের তরফ থেকে প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হয় সম্মাননা পত্র ও উপহার। এছাড়াও সাফল্যকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় মেমেন্টো। শীতের সকালে এরকম রন্ধন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পেরে খুশি সকলেই।

কাটোয়ায় পঞ্চানন পুজোয় পুণ্যার্থীর ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার মূলগ্রাম–পঞ্চাননতলায় পঞ্চানন পুজো উপলক্ষ্যে ১ মাঘ পুণ্যার্থীদের ঢল নেমেছিল। শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই পুজোকে কেন্দ্র করে ২দিন ব্যাপী জমজমাট মেলা বসে। পুজো সহ গ্রাম্য মেলার আনন্দে গা ভাসাতে দুরদূরান্তের হাজার হাজার মানুষ পঞ্চাননতলায় ভিড় জমায়। তবে, মহিলা পুণ্যার্থীদের উপস্থিতি থাকে চোখে পড়ার মতো। মেলা দেখতে আসা দাঁইহাট নিবাসী অরুময় দাস বলেন, 'এই দেবস্থানে মাটির তৈরি ঘোড়া নিবেদন করা এখানকার পুজোর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। পুণ্যার্থীরা মনোস্কামনার্থে দেবতার কাছে ঘোড়া মানত করেন থাকেন।' তাঁদের বিশ্বাস, বাবা পঞ্চাননের কাছে ভক্তিভরে কিছু চাইলে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। মেলায় আগত জনতাকে স্বাস্থ্য, স্বেচ্ছায় রক্তদান, পরিবেশ, শিক্ষা, সামাজিকতা প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন করতে শিবিরের আয়োজন করেছিল স্থানীয় একটি সংবাদ মাধ্যম। ওই সংবাদ মাধ্যমকর্তা রাহুল রায় বলেন, 'জনসচেতনতা শিবিরের উদ্বোধন করেন কাটোয়া ২ বিডিও আসিফ আনসারী। বিশিষ্টজনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক পীযূষকান্তি সাহা, জেলা পরিষদ সদস্য সাগর প্রধান প্রমুখ। সকলেই এধরনের জনসচেতনতা শিবিরের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। মেলার নিরাপত্তায় যথাযথ পুলিশি নজরদারি ছিল।'

বেহালায় ব্যক্তিগত জমিতে সরকারি উন্নয়ন নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিশু–কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলার মাঠের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সেই মাঠের মালিকানা দাবি করে মাঠ দখল চলছে কলকাতায়। কেবল খেলার মাঠের মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত হয়। বেহালার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায় জানান, 'আমার ওয়ার্ডের অন্তর্গত কয়েকটি ক্লাবের খেলার মাঠ যেমন: নেতাজী সড়ক গদাই বুড়ির মাঠ, স্বামীজী সড়ক ইয়ং বেঙ্গল ক্লাবের মাঠ, বড়িশা যুগযাত্রী ক্লাবের মাঠ, বড়িশা একতা সংঘের মাঠ, নবতরুণ সংঘের মাঠ এগুলি বিগত ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে স্থানীয় মানুষজনের প্রয়োজনীয়তা মেটাচ্ছে।' বছরের পর বছর ধরে এই মাঠগুলিতে স্থানীয় শিশু–কিশোররা খেলাধুলা করে, ক্রিকেট ও ফুটবলের কোচিং সেন্টার চলে, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলার আয়োজনও হয়। দুয়ারে সরকার সহ বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে খেলার মাঠগুলি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কিছু দিন হল লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এইসমস্ত মাঠগুলির মালিকানা দাবি করে কিছু মানুষজন অশান্তির সৃষ্টি করছে। বছরের পর বছর ধরে শিশু–কিশোরদের খেলার প্রয়োজনে ব্যবহৃত এই মাঠগুলির দাবি জানিয়ে নতুন নতুন মালিকপক্ষের উদ্ভব ঘটছে। রূপক গঙ্গোপাধ্যায় প্রস্তাব, 'দীর্ঘদিন ধরে জনগণের প্রয়োজনে ব্যবহৃত এই মাঠগুলিকে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে খেলাধুলার স্বার্থে বাঁচিয়ে রাখা হোক। জলাভূমি সংরক্ষণের ন্যায় প্রতিটি ওয়ার্ডের নির্দিষ্ট সংখ্যক খেলার মাঠ সংরক্ষণের জন্য আইন প্রণয়ন করা সম্ভব কি না সেটা দেখা হোক।' এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা ক্রীড়া দপ্তরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, 'মাঠগুলি মালিকানা কলকাতা পৌরসংস্থা নয়। ভারতবর্ষের আইন মানুষকে নিজ সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তি কলকাতা পৌরসংস্থা নির্দিষ্ট কারণে অধিগ্রহণ করতে পারে এবং সেই অধিগ্রহণ করতে গেলে, বর্তমান যা নিয়ম তা হল, জমিটির বাজার মূল্যের সম পরিমাণ অর্থ দিয়ে অধিগ্রহণ করতে হবে। আর কেএমসি বর্তমান সেই আর্থিক অবস্থা নেই। কলকাতা পৌরসংস্থার নিজস্ব মাঠ বা উদ্যান সংরক্ষণ করুণ। মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করুণ। তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু কোনও ভাবেই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোনও জমির ক্ষেত্রে এমন কোনও কাজ করবেন না, যেখানে পরবর্তী কালে আর্থিক ক্ষতি পূরণ দিতে হয়। সংযুক্ত কলকাতায় এমন ঘটনা ঘটছে। সম্মানহানি হয়। ব্যক্তিগত মাঠ একেবারে নয়।

১৬তম আদিবাসী যুব কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ নেহরু যুবকেন্দ্র সংগঠন এবং নেহরু যুব কেন্দ্র কলকাতা উত্তর শাখার উদ্যোগে আগামী ২০ থেকে ২৬ জানুয়ারি উত্তর ২৪ পরগণার বারাসতে ব্রেনওয়ার বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ১৬তম আদিবাসী যুব কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের একাধিক জেলা থেকে প্রায় ২০০ জন আদিবাসী যুবক, যুবতী এতে অংশ নেবেন।

অনুষ্ঠানে জাতীয় সংহতি, দেশপ্রেম ও দেশগঠন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, দেশের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার, মহিলাদের ক্ষমতায়ন– সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মত বিনিময় করবেন তারা। একইসঙ্গে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, দক্ষতা অর্জন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত সরকারের বিভিন্ন সহায়ক প্রকল্পের বিষয়ে তাদের অবহিত করা হবে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল এবং সিআরপিএফ আধিকারিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নেবেন। পাশাপাশি, রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন তারা।

সেচ দপ্তরের জমি পরিচ্ছন্নতায় তারাই দায়হীন

বরুণ মণ্ডল: উত্তর কলকাতার 'ক্যান্যাল ওয়েস্ট' রোডে রাজ্যের সেচ দপ্তর জমিতে ঘনবসতি, খোলা পায়খানা সঙ্গে বাথরুম যা এলাকাটিকে দূষিত করছে। স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি ওই দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেও খালের ধারের পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে কোনও দিশা দেখাতে পারছেন না।

উত্তর কলকাতার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তরে গ্যালিফ স্ট্রিট থেকে পূর্বদিকে ঘুরে অরবিন্দ সেতু পর্যন্ত রয়েছে সুদীর্ঘ ক্যান্যাল। ক্যান্যালের ধারে ঘনবসতি, খোলা পায়খানা ও বাথরুম গড়ে উঠেছে। যা এলাকাটিকে দূষিত করছে। বারেবারে আলোচনায় শোনা যায় ও খোঁজখবর নিয়ে জানা যায় জমিটি রাজ্যের সেচ দপ্তরের। স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় জানান, 'রাজ্যের সেচ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেও খালের পাড়ের পরিচ্ছন্নতার কোনও দিশা দেখা যায় না। আমাদের কেএমসির পক্ষেও পরিষ্কার করা যাচ্ছে না। কারণ জমিটি সেচ দপ্তরের।

স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধির প্রস্তাব, 'মহানাগরিকের প্রচেষ্টায় এই সুবিশাল 'ক্যান্যাল ওয়েস্ট রোড সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।এখানে 'মণিমালা' কমিউনিটি হল মানুষের পরিষেবা দিতে সদা প্রস্তুত। বাকি অঞ্চলটা পরিদর্শণ করে বৃক্ষরোপণ, বসার জায়গা, সিনিয়র সিটিজেন পার্ক করে দেওয়া যায়। ব্যাটারি গাড়ির চার্জের পয়েন্ট, ব্যাটারি গাড়ি রাখার সুন্দর ব্যবস্থা করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।'

এই প্রস্তাবে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'খালের পাড়ে সেচ দপ্তরের জমি আছে। সেই জমি বেআইনিভাবে দখল হয়ে যাচ্ছে। ক্যান্যাল ওয়েস্ট রোড এখনও খালি আছে। আমি নিশ্চিতভাবে রাজ্যের সেচমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সবুজায়ণ 'আর্বান ফরেস্ট্রি' কীভাবে করা যায়, তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

উন্নত গল্ফগ্রীণ আজও নিকাশি পরিষেবাহীন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতাস্থিত স্বনামধন্য বর্ধিষ্ণু বিভিন্নস্তরের বহু মানুষজনের বসবাসযুক্ত কলকাতা পৌরসংস্থার ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত গলফগ্রীণের ভিতরে অদ্যাবধি 'ড্রেনেজ অ্যান্ড সুয়্যারেজ ব্যবস্থা তৈরি হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্ষদ গল্ফগ্রীণের ৪৮.০৮ একর (১৪৫.৬৮ বিঘা) জমিতে প্রায় ২,৫০০টি ফ্ল্যাট বা আবাসিক বাড়ি তৈরি করে মালিকানার ভিত্তিতে তা বিক্রি করে। এখানে মোট ১০টি পর্যায়ে কমবেশি ১৫ হাজার সাধারণ মানুষজনের বসবাস। ড্রেনেজ তো গেল, এখনও পর্যন্ত অজানা যে, ভিতরের অংশের রাস্তাসহ উদ্যান ও বাগানের এমন ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কলকাতা পৌরসংস্থার না কী পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্ষদের!

স্থানীয় ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি প্রাক্তণ ১০ নম্বর বরোর অধ্যক্ষ তপন দাশগুপ্ত বলেন, 'গল্ফগ্রীণ ১০টা পর্যায় তৈরি হয়েছে। এখন গল্ফগ্রীণে ৯৪ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি সন্দীপ নন্দী মজুমদার এবং যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সায়নী ঘোষ সহ বহু বিশিষ্ট সাধারণ মানুষজন দীর্ঘদিন এই গলফগ্রীণে বসবাস করছেন। এই অবস্থায় গল্ফগ্রীণে দুটো পরিষেবার আধুনিকীকরণ করা হোক। প্রথমটি হল গল্ফগ্রীণের সুয়্যারেজ অ্যান্ড ড্রেনেজ সিস্টেমের আধুনিকীকরণ করা হোক এবং পথ পরিষেবারসহ পথ পাশের উদ্যানের সৌন্দর্যায়ণও হোক।

তিনি আরও বলেন, গল্ফগ্রীণের অত্যন্ত ব্যস্ততম রাস্তার সংস্কার বিষয়ে যখন ১০নং বরোকে বলি তখন বরো বলে গল্ফগ্রীণের রাস্তা কলকাতা পৌরসংস্থাকে হস্তান্তরিত করা হয়নি। আবার যখন কেন্দ্রীয় পৌরভবনের সড়ক দপ্তরে বলি তারাও বলে আবাসন দপ্তর ওখানের রাস্তা কলকাতা পৌরসংস্থাকে দেয়নি। যদিও গল্ফগ্রীণ সংক্রান্ত একটি বইতে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে, 'ওয়েস্ট বেঙ্গল হাউজিং বোর্ড যে প্রজেক্ট করেছিল, সেখানে দীর্ঘদিন যাবৎ কমবেশি ১৫ হাজার সাধারণ বাসিন্দা বসবাস করে। সেখানে সাধারণ বর্ষায় জল জমে ভেসে যায়।

এই প্রস্তাবের উত্তরে বলতে গিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'কলকাতা পৌরসংস্থা হাউজিং বোর্ড, কেআইপি, কেএমডিএ বা প্রাইভেট ল্যান্ডের ক্ষেত্রে আবাসনের ভিতরে যে পয়ঃপ্রণালী ও রাস্তা উদ্যান বাগান(আর্বান ফরেস্ট্রি) নির্মাণ প্রস্তুতি ইত্যাদির সংস্কার কলকাতা পৌরসংস্থা করে না। গল্ফগ্রীণ আবাসন প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবাসন দপ্তরের অধীনে রয়েছে। সুতরাং আবাসন দপ্তর আবাসনের ভিতরের সড়ক পয়ঃপ্রণালী ও ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালার উন্নয়নের ক্ষেত্রে কলকাতা পৌরসংস্থার আওতায় পড়ে না। এটা মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের আবাসন দপ্তর করবে। কলকাতা পৌর এলাকায় মানে কলকাতা পৌরসংস্থা উন্নয়নের কাজ করবে। তা নয়।'

পৌরসংস্থার অনুমতি ব্যতীত ফুটপাথে মূর্তি নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার থেকে কলকাতা পৌর এলাকার আবক্ষ বা পূর্ণাবয়ব যে কোনও মনীষিদের মূর্তি বা দেবদেবীদের মূর্তি স্থাপনে কলকাতা পৌরসংস্থার অনুমতি নিতে হবে, এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থার মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দারের নেতৃত্বে থাকা 'হেরিটেজ কমিটি'। আনুষঙ্গিক নিয়ম মেনে কলকাতা পৌরসংস্থা আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে। কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডে কমবেশি এক হাজার ছোটো–বড়ো মূর্তি আছে। এরই মধ্যে কমবেশি একশটি মূর্তি হেরিটেজ তালিকাভুক্ত, যেমন : মধ্য কলকাতার বিড়লা তারামণ্ডলের বিপরীতস্থিত ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পূর্ণাবয়ব মূর্তি, উত্তর কলকাতা শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ের নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রভৃতি। কলকাতায় মনীষীদের মূর্তির মধ্যে সবচেয়ে বেশি মূর্তি রয়েছে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর।

পৌরসংস্থা সূত্রে আরও খবর, গত ২০ বছরে কেএমসি"র উদ্যোগে তিনটি মূর্তি তৈরি হয়েছিল। পৌর হেরিটেজ কমিটি ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বিভাগের কর্তাদের অভিমত, শহরের যেখান সেখানে মনীষীদের মূর্তি স্থাপন করা হয়। জন্ম–মৃত্যু দিনের পূর্বে পরিষ্কার হয়। মাল্যদান করা হয়। ব্যস! সারাবছর ধূলিধূসরিত অবস্থায় পড়ে থাকে। আর দেখভালের কোনও বালাই নেই।শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ঢিলছোড়া দূরে পরপর তিন মনীষীর মূর্তিস্থাপন করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন, আগামীদিনে কলকাতায় কোনও মনীষীর মূর্তি স্থাপন করতে গেলে কী করতে হবে। পৌরকর্তারা জানিয়েছেন, রাস্তার মাঝে অথবা পাশে কোনও মনীষীর মূর্তি বসানো যাবে না। ছোট পার্ক অথবা গলির মধ্যে মূর্তি বসানো যাবে না। মূর্তি বসানোর আগে কলকাতা পৌরসংস্থার অনুমতি নিতে হবে। যাঁরা মূর্তি বসাবে, বছরভর দেখভাল তাঁদেরই করতে হবে। পৌরসংস্থার নির্দেশ, মূর্তির নীচে সংক্ষেপে ভালো কালিতে সুন্দররূপে জীবনপঞ্জি উল্লেখ্য করতে হবে।

বার্তা

পিপাসু : নেই উপযুক্ত জল সরবরাহ, কিনে খেতে হচ্ছে জল, রুবি হাসপাতাল থেকে নাজিয়াবাদ যাওয়ার রাস্তায়। **ছবি :** অভিজিৎ কর

সরস্বতী বন্দনা : আর হাতে গোনা কয়েকটি দিন বাকি সরস্বতী পুজোর তাই প্রতিমার তৈরীতে ব্যস্ত এক মৃৎশিল্পী। **ছবি :** সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী

পথভোলা : শুক্রবার সকালে অজয় নদ পেরিয়ে বীরভূম জেলায় ঢোকে দুটি হাতি। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে গজরাজের আশেপাশে মানুষজন। জেলা বন আধিকারিক রাহুল কুমার, দুবরাজপুর থানার ওসি সহ পুলিশ ও বন দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন। **ছবি :** অভীক মিত্র

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির হীরক জয়ন্তী পূর্তি উৎসব শুরু

স্বামীজী জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, সামালী : গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির বিবেক নিকেতনে। স্বামীজী ধ্যানমন্দিরে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা মা এবং বিবেকানন্দের পূজার্চনা হয় যথাযোগ্য মর্যাদায়। প্রসঙ্গত, ওই দিনই নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির হীরক জয়ন্তী পূর্তি উৎসবের সূচনা হল। যা চলবে আগামী ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত। ১২দিন ব্যাপী নানা সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি। এদিন রামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ এবং সারদা মায়ের ওপরে ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করে বজবজের রাগ মঞ্জরী সংস্থা। সঙ্গীতশিল্পী সুকৃতি লাটু এবং আশীষ দাস যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ভাষ্যপাঠে ছিলেন মধুসূদন লাটু। এরপর নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির আশ্রমিক ছাত্ররা সঙ্গীত পরিবেশন করে। স্বাগত বক্তব্যে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব ভূষণ বলেন, 'প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ তরুণ ভূষণ গুহর দেখানো পথেই সমিতি মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে। সমিতির কর্মকাণ্ড এখন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিস্তৃত হয়েছে। আগামী দিনেও এই সেবাকার্য চলতে থাকবে। সঙ্গীতানুষ্ঠানের পরে সকলের জন্য ছিল খিচুড়ি ভোগের আয়োজন।

পশু দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সামালী : উৎসবের অঙ্গ হিসাবে চতুর্থ দিন ১৫ জানুয়ারি সকাল থেকে বিবেক নিকেতনে অনুষ্ঠিত হয় বিনামূল্যে পশু টিকাকরণ ও চিকিৎসা শিবির। সমিতির সহ কোষাধ্যক্ষ ও উৎসবের যুগ্ম আহ্বায়ক বাসবী চ্যাটার্জির পরিচালনায় সমিতির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা প্রায় ২০০টি পশুকে টিকা ও চিকিৎসা করানো হয়।

আলপনা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া : নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির হীরক জয়ন্তী পূর্তি উৎসবের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে ১৩ ও ১৪ জানুয়ারী নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের শুশুনিয়া পাহাড়ের অদূরে অবস্থিত বাগডিহা গ্রামের মাহালি ও উত্তর পাড়ায় টুসু পরব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হল আলপনা উৎসব। সারাদিন ধরে প্রবীণ শিল্পী মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলের পরিচালনায় বড়রা নানা রঙের আলপনায় ভরিয়ে দিল মাটির দেওয়ালগুলো। কচিকাঁচারা বসে পড়ল কাগজ আর রং নিয়ে। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যেন কোন এক জাদুর ছোঁয়ায় ফ্যাকাসে পাড়াগুলো হয়ে উঠল পটে আঁকা ছবি।

উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্টের অধ্যক্ষ দীপককুমার বড়পণ্ডা, অধ্যাপক সঞ্জিত জোতদার, পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশীষ গঙ্গোপাধ্যায়, সাংবাদিক ভৃগুরাম হালদার, গোসাঁইডিহি আস্থা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির স্বপন চক্রবর্তী, অসিত মণ্ডল, ঝর্ণা মণ্ডল, চঞ্চল দেবশর্মা, অজয় দাস, গবেষক ড. জয়ন্ত দাসগুপ্ত, আলিপুর বার্তার কর্মী অভিজিৎ চড়ুই এবং মাহালি পাড়া ও উত্তরপাড়ার বাসিন্দারা। নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ উপস্থিত অতিথিদের সমিতির উৎসব ব্যাজ ও স্মারক দিয়ে বরণ করে নেন।

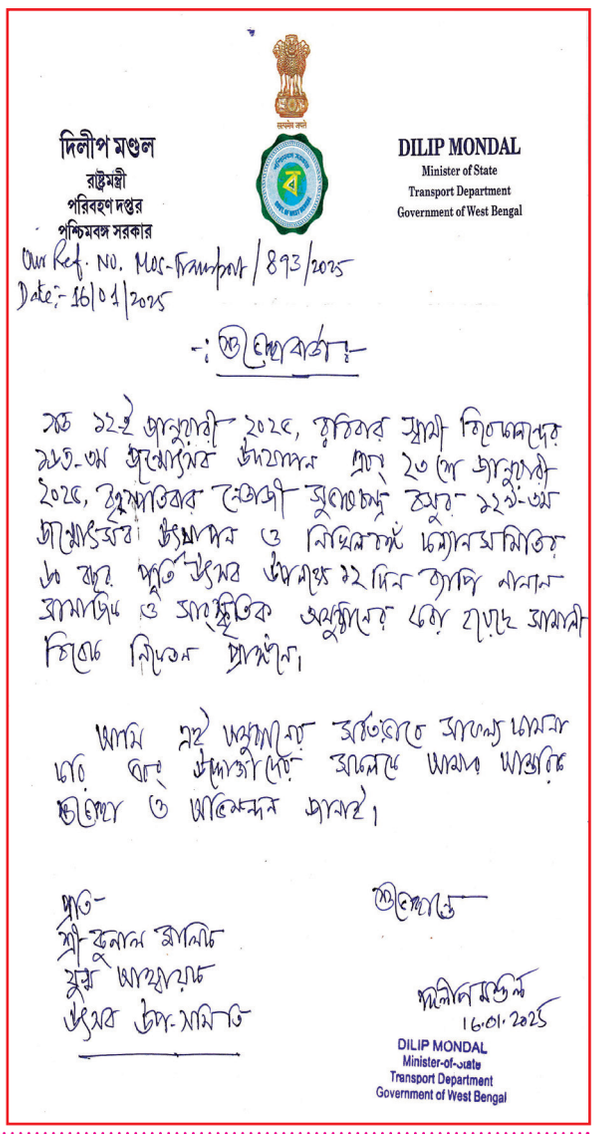

আদিবাসী গান বাজনায় জমজমাট হয়ে ওঠে অনুষ্ঠান। শেষে মাহালি পাড়ার বাসিন্দাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় শীতের কম্বল। সন্ধ্যায় পূর্ণিমার মোহময়ী আলোয় খোলা প্রান্তরে উত্তরপাড়ার বাসিন্দারা ধামসা, মাদল, ঝাঁঝর, কাঁসর সহযোগে বাঁধনা পরবের আদিবাসী নাচ ও গানের এক অনবদ্য অনুষ্ঠান উপহার দেন। পরদিন সকালে পিঠেপুলি খাইয়ে সমাপ্তি হয় দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের।

দিলীপ মণ্ডল
রাষ্ট্রমন্ত্রী
পরিবহণ দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

DILIP MONDAL
Minister of State
Transport Department
Government of West Bengal

Our Ref. No. MoS-Transport/893/2025
Date:- 16/01/2025

-: শুভেচ্ছাবার্তা :-

গত ১২ই জানুয়ারী ২০২৫, রবিবার স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩-তম জন্মোৎসব উদযাপন এবং ২৩শে জানুয়ারী ২০২৫, বৃহস্পতিবার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৯-তম জন্মোৎসব উদযাপন ও নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির ৬০ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে ১২ দিন ব্যাপি নানান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এর বাবদে সামালী বিবেক নিকেতন প্রাঙ্গণে।

আমি এই অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি এবং উদ্যোক্তাদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

প্রতি-
শ্রী কুনাল মালিক
যুগ্ম আহ্বায়ক
উৎসব উপ-সমিতি

শুভেচ্ছান্তে
দিলীপ মণ্ডল
16.01.2025
DILIP MONDAL
Minister-of-State
Transport Department
Government of West Bengal

লেখক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সামালী : ১৬ জানুয়ারি বিকাল ৪টে থেকে দি বেঙ্গল থিওসফিকাল সোসাইটির হল–এ 'আলিপুর বার্তা' ও 'দেশলোক' পত্রিকার বিশিষ্ট লেখক সাহিত্যিকদের নিয়ে শুরু হয় উৎসবের নির্ধারিত কর্মসূচি 'লেখক ও বুদ্ধিজীবী সম্মেলন'।

অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. রাজকুমার কোঠারি। পরিচিতি পর্বের পর স্বাগত ভাষণে দেশলোক পত্রিকার সম্পাদক তথা নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক জানান কিভাবে প্রতিষ্ঠাতা তরুণ ভূষণ গুহের হাতে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সেবাব্রতের অঙ্গ হিসাবে জন্ম হয় আলিপুর বার্তা ও দেশলোক পত্রিকার। তিনি আজকের এই সভাকে দুই পত্রিকা ও সমিতির 'ত্রিবেণী সঙ্গম' বলে আখ্যা দেন।

সাহিত্যে সমাজের দায়বদ্ধতা শীর্ষক আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অভিষেক বসু। বক্তব্য রাখেন সাহিত্যিক সন্দীপ বন্দোপাধ্যায়, গবেষক ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল, আশুতোষ মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ ও লেখক গবেষক ড. দীপককুমার বড় পণ্ডা, অধ্যাপক, লেখক তথা অভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ, লেখক তথা চিকিৎসক ডাঃ কৌশিক রায়চৌধুরী ও লেখক ও দেশলোক পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য অভীক চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন আলিপুর বার্তার বার্তা সম্পাদক প্রিয়ম গুহ।

সরোজ নাট্যমেলা

আয়োজনে – নটসেনা
কৃষ্ণ চন্দ্র দে

বর্তমানে নটসেনা নাট্যজগতে একটি উল্লেকযোগ্য নাম। প্রয়াত সরোজ রায়কে 'স্মরণে ও মননে রেখেই নটসেনা এগিয়ে চলেছে।

বিগত ১২ ডিসেম্বর থেকে টানা ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ যোগেশ মাইম অকাদেমিতে নটসেনা হাজির হল উৎসবের ডালি নিয়ে। উদ্বোধনে ছিলেন হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়, আশিস গিরি এবং অভিজিৎ চ্যাটার্জি। প্রত্যেক নাট্যব্যক্তিত্বকে ফুল উত্তরীয় এবং স্মারক মিষ্টি দিয়ে বরণ করা হয় দলের পক্ষ থেকে।

১২ ডিসেম্বর প্রথম নাটক থিয়েটার শাইন প্রযোজিত নাটক 'ক্রশ কানেকশন'। রচনা জ্যোতিস্মান চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশনা– শুভজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। এটা একটা কমেডি স্যাটায়ার। একেবারে আন্যপান্ত বিনোদনমূলক উপস্থাপনা। পরিণত শিল্পীদের দ্বারা অভিনিত। অভিনয়ে ছিলেন – সন্তু সাধুখাঁ, স্বাগতা সেনগুপ্ত, সৌরভ চক্রবর্তী, গ্রেসি চৌধুরী, শান্তনু পাণ্ডা, অনন্যা ঘোষ। পরের নাটক পিকনিক গার্ডেন সুনীলনগর ড্রামা সেন্টার প্রযোজিত নাটক 'আমি যা আমি তাই।' নাটক ও নির্দেশনা অনিমেষ। অভিনয়ে ছিলেন জয়ন্ত দীপ চক্রবর্তী, নিমাই দাসগুপ্ত, অদিতি চক্রবর্তী, শ্রেয়শ্রী সাধুখাঁ, শঙ্খদীপ চক্রবর্তী, অর্পিতা সাহা ও রেশমি খাতুন। ১৩ ডিসেম্বর সমকালীন সংস্কৃতি প্রযোজিত নাটক 'সভদ্রারা'। মঞ্চ নাটকও নির্দেশনায় সুদীপ্ত সরকার। বহুশিল্পী সমন্বয়ে এ যুগের ধারাপাত। অত্যন্ত জোরালো এবং মজবুত উপস্থাপনা। আশা ব্যঞ্জক অভিনয় শৈলি। অভিনয়ে – তৃষা চক্রবর্তী, সুমন দাস, অপর্ণা দাস, দেবপ্রসাদ ঘোষ, তনিমা দাস সরকার, অনিন্দা চক্রবর্তী, অনিন্দ্য মুখার্জী, শুভজিৎ বসু। পরবর্তী নাটক রানীকুঠি আঙ্গিক প্রযোজিত নাটক – 'বাতিঘর'। নাট্য রচনা – সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশনা – সুশান্ত মজুমদার। মাতৃসত্ত্বার কোনও বিকল্প হয় না। অভিনয়ে সুশান্ত স্বয়ং, সন্তু সাধুখাঁ ও সুতপা চক্রবর্তী তিনজনই দক্ষ শিল্পী।

১৪ ডিসেম্বর – কসবা উত্তরণ প্রযোজিত 'স্পর্শ'। নাটক রচনা সঞ্জয় মুখার্জি, নির্দেশনা– সুজিত ঘোষ। ভালো দল, বেশ ভালো উপস্থাপনা। অভিনয়ে রুনা মুখার্জি, অমৃতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্পা ঘোষ, বীণা চ্যাটার্জি, তৃষাগ্নী রায়, সমর সরকার, সৌমব্রত চক্রবর্তী, প্রদীপ মণ্ডল, গোবিন্দ সরকার, মিঠুন মণ্ডল, বিকাশ মল্লিক, সঞ্জয় মুখার্জি, সমীর মণ্ডল, সুমিত ধর, শুভব্রত ঘোষ।

পরবর্তী নাটক ঐহিক প্রযোজিত অরিন্দম রায় রচিত ও স্বাতী রায় নির্দেশিত নাটক – শ্রীননী। সুজনশীল উপস্থাপনা। নাটকটি সামাজিক বার্তাবহ। অভিনয়ে স্বাতী রায়, মঞ্জরী ব্যানার্জি, পামেলা দে, পারমিতা মুখার্জি ও রাজশ্রী বিশ্বাস ১৫ ডিসেম্বর শুরুতে নাট্য বিষয়ক আলোচনা। বিষয় সমকালীন সমস্যায় গ্রুপ থিয়েটারের ভূমিকা।' বক্তা ছিলেন অরিন্দিম রায়, শুভাশিস ব্যানার্জি, সঞ্চালক সুশান্ত মজুমদার (বাবুয়া)। পরবর্তী কার্যক্রম – নাটক 'আঁধারের ধূপছায়া'। নাট্য রচনা – সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশনায়– জয়েশল। ভালো পরিবেশনা। অন্ধকার থেকে আলোর পথে উত্তরণ। অভিনয়ে– আভেরী নাথ, জয়েশল, পলাশ সিকদার, দেবজিৎ ব্যানার্জি এবং ব্রতীন গঙ্গোপাধ্যায়।

পরবর্তী আকর্ষণ নাটক 'হ্যাপি সানডে' নাটক ও নির্দেশনা সুশান্তনীল ঘোষ। মজার উপস্থাপনা। প্রযোজনা – টালিগঞ্জ রঙ্গব্যাঙ্গ অদ্বিতীয়া। অভিনয়ে – সুশান্তনীল ঘোষ, মানস দাস, রিনি গাঙ্গলী ও প্রদীপ্ত গুহ ঠাকুরতা। ১৬ ডিসেম্বর প্রথম নাটক 'স্বপ্নমিছিল'। প্রযোজনা অঙ্গননাট্য সংস্থা। মূল কাহিনী কৃষ্ণ চন্দর। নাট্যরূপ সুপর্ণা ভট্টাচার্য, নির্দেশনা অসীম ভট্টাচার্য। স্বপ্ন মিছিল যেন এক স্বপ্নের আলপনা এঁকে দিয়ে গেল। সময়োপযোগী নাটক। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার নাটক।

অভিনয়ে – আরুষ দত্ত, সুপর্ণা ভট্টাচার্য, শঙ্কর চক্রবর্তী, অসীম ভট্টাচার্য, সুপ্রীতি দাস, দীপঙ্কর ঘোষ, সায়ন্তিকা নন্দী, রণি দে, চন্দনা চ্যাটার্জি ও সাত্যকি সরকার।

আজকের শেষ নাটক 'হামটি ডামটি'। প্রযোজনা নবাঙ্কুর মুখার্জি পাড়া লেন। নাটক ও নির্দেশনায় শান্তনু চক্রবর্তী।

এ আই। 'আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স' এই বোতলে বন্দি দৈত্য প্রলয় ঘটিয়ে দিতে পারে। প্রায় বিনা পয়সায় মিলছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বেশ কিছু অ্যাপ। মোবাইলে ডাউন লোড করে নিলেই কিস্তিমাত। আমরা অচিরেই সবজান্তা ও সর্বজ্ঞানী হয়ে যাব। রোবট বা কম্পিউটার মানুষেরই মস্তিষ্ক প্রসূত। এখন প্রশ্ন কোনটার দাম বেশি, মানুষ না রোবট যন্ত্র। সুতরাং সাধু সাবধান। শান্তনুর এই নাটকে কীভাবে ভাবি প্রজন্ম কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে সেই রুদ্ধশ্বাস ভবিষ্যৎ দেখতে পেলাম। নাটকটি আমাকে ভীষণ ভাবিয়েছে। অভিনয়ে – সমন্বিতা, শ্রেষ্ঠা, মৈনাক, দেবনিতা, সায়ন্তন, মৌমিতা, অর্পিতা, সায়ন্তিকা, ঝুমা, প্রিয়াজ্ঞিতা, শঙ্খনাদ প্রমুখেরা।

উপসংহারে দু'একটি কথা বলার প্রয়োজন বলে মনে করছি। থিয়েটারকে প্রতিবাদী হয়ে উঠতেই হবে। কোনও সরকারের তরফদারি করার জন্য থিয়েটার নয়। থিয়েটার শুধু শিল্পকলা ও বৃহত্তর সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। থিয়েটারে লড়াইটা জারি রাখতেই হবে। কোনও চাটুকারিতা থিয়েটারের দরকার হয় না। ভাবি প্রজন্মের স্বার্থে এই শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। থিয়েটার যেদিন আত্মরক্ষার বর্ম খুঁজে বেড়াবে সেদিন তার মৃত্যু ঘটবে। জানি সমস্যা আছে, তা থাকবেও, কিন্তু সমস্যা দুর্নিরোধ্য হতে পারে, তা একেবারেই অপ্রতিরোধ্য নয়।

সবশেষে প্রত্যেক দলকেই স্মারক উত্তরীয় ও মিষ্টান্ন দিয়ে বরণ করা হয়।

পরিশেষে নট সেনার সকল কর্মকর্তা কলাকুশলী প্রতিযোগি দলের সকল কুশিলব এবং সর্বোপরি উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই এই সরোজ নাট্যমেলাকে সফল ও সার্থক করে তোলার জন্য।

বাওয়ালীতে বিবেক জয়ন্তী উৎসব

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী: স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩ তম জন্মজয়ন্তী সারাদিন ব্যাপী সাড়ম্বরে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হল উত্তর বাওয়ালী চিড়িয়াখানা বাগানে। জয়ধ্বনি ফাউন্ডেশন ও নর্থ বাওয়ালী গ্রামবাসীবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে ১২ জানুয়ারি এই বিবেক জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বাওয়ালী আদকপাড়া বিবেকানন্দ সঙ্ঘের সভাপতি প্রশান্ত কুমার মণ্ডল। তপন দাস, শৌভিক মান্না ও অসীম সাঁতরার তত্ত্বাবধানে ইষ্টিকুটুম ভিলায় আয়োজিত হয় বসে আঁকা প্রতিযোগিতা। প্রায় ১৪০ জন অংশগ্রহণ করে। সবশেষে ছিল সান্ধকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ। সন্ধ্যাকালীন সভা অলঙ্কৃত করেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, স্বপন রায়, সমর মণ্ডল, সেখ বাপী, বাসুদেব কাবড়ী, ইলা চক্রবর্তী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যানগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ও সমাজসেবী প্রদ্যুৎ মণ্ডল। এলাকার ৩ কৃতি সন্তান সুমন রায়, দীপঙ্কর রায় ও তমাল মণ্ডলকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সবশেষে গ্রামবাসীদের খিচুড়ি ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। জয়ধ্বনি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বপন কুমার মান্না বলেন, 'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর' 'এই আদর্শ নিয়ে বিবেকানন্দ সঙ্ঘের সহযোগিতায় ২০১৪ সালে এই সংস্থা গড়ে উঠেছিল দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পুস্তক, বস্ত্র বিতরণ সহ সংস্কৃতিক বিকাশের জন্য। বিবেকজয়ন্তী উৎসবে আগত অতিথিবৃন্দ ও গ্রামবাসীদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।'

বিবেকানন্দের ১৬৩ তম আবির্ভাব দিবস

মলয় সুর : চন্দননগর পালপাড়া অবস্থিত ভারত সেবাশ্রম সংঘ অনুমোদিত হিন্দু মিলন মন্দিরে ২দিন ব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩ তম আবির্ভাব দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে নবনির্মিত ভবনের সংঘের পতাকা উত্তোলন করেন কলকাতা বালিগঞ্জের প্রধান কার্যালয়ের স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ। ছিলেন স্বামী ঋষিকেশানন্দজী মহারাজ, স্বামী দেবরূপানন্দজী মহারাজ।

সংঘের সম্পাদক স্বপন কুমার ঘোষ বলেন, 'প্রথমদিন দীক্ষাদান, প্রবচন, ভজন, কীর্তন ছাড়াও একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে। প্রতিদিন দিনভর অনুষ্ঠান ও স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের সম্পর্কে আলোচনা পর্ব থাকে।'

সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৮ ডিসেম্বর থেকে ৫ দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বৈতানিক তাঁদের প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতার জন্মবার্ষিকী পালন করল। কবিগুরুর পৌত্র সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্র–সংস্কৃতির এই প্রতিষ্ঠানটির সূচনা করেছিলেন। এলগিন রোডের বৈতানিক ভবনে সঙ্গীত, নৃত্য ও কবিতার ডালি দিয়ে সাজানো হয়েছিল গোটা অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের প্রথমদিনে ঠাকুরবাড়ির দুই কন্যা শ্রীমতী স্মিতা সিনহা ও শ্রীমতী ঋতা ব্যানার্জীর উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সূচনা করেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী প্রমিতা মল্লিক। পরে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের মানুষ সৌমেন্দ্রনাথ ও তাঁর পত্নী শ্রীমতী ঠাকুর সম্পর্কে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা করেন শ্রীমতী সিনহা ও শ্রীমতী ব্যানার্জী। এদিন ড. বনানী দে'র পরিচালনায় সৌমেন্দ্রনাথের গান ও শ্রীমতী ঠাকুরের ঐতিহ্যবাহী নৃত্য 'আমি' ও 'বাঁশীওয়ালা' কবিতা দুটির সঙ্গে পরিবেশন করলেন দ্যুতি ব্যানার্জী।

২য় দিনের অনুষ্ঠানে ড. বনানী দে'র একক রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন এক অন্যমাত্রা এনে দিয়েছিল। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য ছিল অলক চৌধুরীর পরিচালনায় মল্লার–এর গান, সৌমশ্রীর পরিচালনায় রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি, অমর্ত্য মুখার্জীর নাটকের গান এবং গার্গী ও দীপ্তাংশুর দক্ষিণীশৈলীর নৃত্যে ভানুসিংহের পদাবলী। ৩য় দিনের অনুষ্ঠানও ছিল গানে গানে সাজানো। প্রীতম চক্রবর্তী, দুর্বা সিংহচৌধুরী, অনিন্দ্য নারায়ণ বিশ্বাস ও মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রসঙ্গীতে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। কেবলমাত্র একদিনের অনুষ্ঠান যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পক্ষে যথেষ্ট নয় সে কথাটি সুন্দরভাবে বোঝা গেল অন্যরূপ পরিবেশিত 'হা–রে–রে'–র মাধ্যমে। ৪র্থ দিনে রীণা মুখার্জী, দর্পনারায়ণ চ্যাটার্জী, দেবারতি সোম, শ্রীনন্দা মল্লিক রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। পঞ্চম তথা শেষ দিনের অনুষ্ঠানে ছিল বৈতানিক পরিবেশিত গান সৌমেন আলোকে। বক্তব্য রাখলেন অধ্যাপক রজতকান্ত রায়। ধ্রুব ডান্স একাডেমীর নটরাজের 'ঋতুরঙ্গশালা' ও মুখর পরিচালিত শ্রুতি নাটক 'দুই বোন' বেশ উপভোগ্য হয়েছিল।

বাওয়ালীতে বিজ্ঞান মঞ্চের ত্রি–বার্ষিক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বিজ্ঞান চন্দ্রের ত্রি–বার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ১২ জানুয়ারি, রবিবার বাওয়ালী কিন্ডারগার্টেন স্কুলে। উপস্থিত ছিলেন জেলার সম্পাদক গোপাল চন্দ্র নস্বর, সহ সভাপতি শ্যামল রায় চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ সত্যপ্রিয় রায়, বঙ্গবজ–মহেশতলা বিজ্ঞান কেন্দ্রের অজয় মুখার্জী ও জয়দেব দাস প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন ১১টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকা, সভাটি পরিচালনা করেন নোদাখালী বিজ্ঞান পরিষদের সম্পাদক তমাল মালিক, বিগত বছরগুলির কাজের পর্যালোচনা করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিষ্ণুপুর ১৩২ এবং বজবজ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির বিস্তৃত এলাকা জুড়ে সংগঠন কাজ করে থাকে, এলাকায় কুসংস্কার মুক্ত যুক্তিবাদী মনোভাব তুলে ধরতে এই বার্ষিকী সভায় অঙ্গীকার করা হয়।

বজবজ রূপম কলাচক্রের ৪০তম সাংস্কৃতিক মিলনোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি: বজবজ রূপম কলাচক্রের ৪০ তম বার্ষিক সাংস্কৃতিক মিলনোৎসব সাড়ম্বরে পালিত হল গত ১২ জানুয়ারি বজবজ সুভাষ উদ্যান উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। সূচনায় রূপম কলাচক্রের ছাত্রছাত্রীরা একটি বসে আঁকো কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। সারাদিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংস্থার নবীন ও প্রবীন নৃত্যশিল্পীরা তাদের বর্ণময় নৃত্যের ডালি উপস্থাপন করেন। সঙ্গে ছিল সমবেত ও একক কবিতার কোলাজ। উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, সহ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিকাশ নাথ খাঁ, ডঃ রাসবিহারী চক্রবর্তী সহ বিশিষ্ট গুনীজন। অনুষ্ঠানটি পর্যায়ক্রমে সঞ্চালনা করেন রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী, মৌসুমি সরকার, চিরঞ্জিত বাগ, অনামিকা পাল ব্রহ্ম। রূপম কলাচক্রের কর্ণধার সুপর্ণা মিত্র চক্রবর্তী বলেন, 'দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে সকলের আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা, ভালবাসা, আন্তরিকতা ও সহযোগিতায় রূপম কলাচক্র এগিয়ে চলেছে। সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে বয়স ও অর্থ কোনও প্রতিবন্ধকতা হতে পারে না। তাই রূপম কলাচক্রে নবীন–প্রবীন সকলেই সমানভাবে স্বাগত। প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, সদস্য–অভিভাবক, শিক্ষকরা যেমন সংস্থার ভিত, ঠিক নতুন সংস্কৃতি মনস্ক বন্ধুরা শক্তি ও অনুপ্রেরণা। সর্বোপরি, রূপম কলাকেন্দ্রের ভবিষ্যৎ সাফল্য কামনা করে তিনি আগত সকল শুভানুধ্যায়ী ছাত্রী–অভিভাবকবৃন্দ বিভিন্ন সংগঠনের আগত প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।'

কবিতা

কুয়াশা
প্রজ্ঞা পারিজাত

কুয়াশা ঘেরা ভোর
শীতে মোড়ানো চাদর,
হিম হিম ঠাণ্ডা হাওয়া
বাতাসে মিষ্টি রোদের ছোঁয়া
শিশির ভেজা ঘাসফুল
প্রকৃতি শীত প্রেমে ব্যাকুল,
খেজুর গাছের রসের হাঁড়ি
গন্ধে মৌ মৌ সারা বাড়ি।
কাছে যাওয়ার তীব্র বাসনা,
সেটা শুধু দূরের কুয়াশাই জানে॥
(সন্তোষপুর, গড়ফা, কল–৭৫)

সোয়েটার
সৌমেন্দু মুখোপাধ্যায়

বিশাল ঠাণ্ডা পড়েছে এবার,
সবার একই কথা
ঠাণ্ডার সময় ঠাণ্ডা পড়বে না
এ কি অন্যায্য কথা!
ঠাণ্ডা পড়লেই তো বাহারে সোয়েটার
এই শরীরেই শোভা পায়
নইলে এরা আলমারি তাকে
কেঁদে কেঁদে সারা হয়।
ওদেরও তো ভীষণ ইচ্ছে করে
নিজেদের মেলে ধরে
সবাই দেখে বাহবা দেবে
বেঁচে থাকা এরই তরে।
লাল, নীল, সাদা, বেগুনি, গোলাপী
কত রঙের সোয়েটার
জমায়েত হয়ে মেলা প্রাঙ্গণে
মিলে মিশে একাকার।
কেবল এদের দুঃখ যে হয়
গরম পড়লে পরে,
শোও গিয়ে আলমারি তাকে
যতদিন না শীত আসে॥
(বড়িষা, কল–৮)

শীতের জাদু
শেফালী সরকার

হাড় হিম করা প্রবল শীত,
গরম বস্ত্রহীন শরীর গুলোতে
তীব্র কাপুনি ধরিয়ে, বলেছিল–
এত অপছন্দ আমাকে কেন?
আমার আসা–যাওয়া সময়ের ডাকে।
আমাকে একবার অন্তর থেকে ভালবেসে দেখো,
আমি এনে দেবো কত যে সেরা উপহার।
দূর থেকে বয়ে নিয়ে আসবে
শিশিরের মতো নিঃশব্দে, রঙীন ফুলের বাহার,
খেজুর রসের হাঁড়ি, পিঠে–পুলি রকমারি।
রাত্রির অবসানে ভোরের কুয়াশাকে ছিঁড়ে মিষ্টি রোদ্দুর,
তোমার শীতে জমে থাকা শরীরে দেবে উষ্ণতা –
রোগ–তাপ দূর করে মুখে ফুটবে মিষ্টি হাসি,
শুধু একবার যদি আমাকে ভালবাসো,
দেখবে ভেতরে কত না জাদুর খেলা।
(মুর এভিন্যু, কোলকাতা–৪০)

সময়
সুচিত চক্রবর্তী

সময় কখনও কখনও
বাস্তবকে উপেক্ষা করে।
সামনে পিছনে তাকাবার সময় নেই।
নিরুৎসাহ মন কখনও কখনও
বাস্তবকে অগ্রাহ্য করে
সময়ের কাছে বলি হয়।
সময় যেমন জীবনের পথ খুলে দেয়
সময়ের দাপটে মুহূর্ত পথ রুদ্ধও হয়।
(গরফা, কলকাতা–৭৫)

প্রলুব্ধ
দত্তা রায়

চল উষ্ণীষ খোলা ফুটপাতে ভিজি, নাগরিক কোলাহলে
চোখে চোখ রাখি সহস্র চোখের মাঝে।
খোলা রাস্তায় তুই থেকে তুমি,
শক্ত করি হাতের বাঁধন।
জানি রাস্তা পেরোলেই শেষ
নিবিড় ঘনত্বের দূরত্ব।
লাল সিগনালে সবুজ প্রেম
আরো এখটু যদি গভীর হয় হোক।
জেব্রা ক্রসিং–এ আটকে গিয়ে
উপছে পড়ুক প্রেম॥
(গঙ্গারামপুর, দঃ আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

প্রেম কেন ভয়ার্ত
অশোকানন্দ

চেতনার স্তরে ভাসমান শ্যাওলা
এ জীবন প্রবাহ কি স্থবির?
রচেনি নতুন অধ্যায়, মনে জমেছে জঞ্জাল, পাপ।
নতুন ভোরের অপেক্ষায়
তবু নিস্তরঙ্গ প্রত্যয়ে অর্থহীন বিলাসে
প্রতারণায় এ জাগরণ মানবিক ক্ষোভে?
অন্তর থেকে প্রেম নিয়েছে বিদায়,
স্বার্থপরতা লোভ শুধু কুরে কুরে খায়।
অর্থ প্রাচুর্য আজ প্রেমের মাপকাঠি
প্রেমে নেই অনুরাগ স্নেহ প্রীতি
শুধু খোলস, কলমে ঝরে না প্রণয়
ঝরে শুধু দেনা–পাওনা আর ভয়॥
(হালতু, কলকাতা–৭৮)

বিড়াল তপস্বী
কানাই লাল সাহু

বেড়াল তপস্বী হল।
তুমি হলে বেড়াল, চুক চুক চেটে খাচ্ছ দুধ
লেজ নাড়া আহ্লাদ,
নরম মাংসের আড়ালে সুতীক্ষ্ণ ঝলকানি।
ভড়কে দিচ্ছে শিকার ও শিকারি দুজনকেই
অন্ধকারে দু–চোখ জ্বলছে তোমার।
(দীনেশ পল্লী, কলকাতা–৯৩)

দেবো রুখে
পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য

যতকাল বাঁচি ঠোঁটে ঠোঁট
আর গালে গাল রাখি সুখে
আর এভাবেই দেবো নোয়াবো
প্লাবন ও ঝড়ঝঞ্ঝা রুখে।
দেশকাল যদি বিনষ্ট হয় কৃষ্ণ অবক্ষয়ে
বিরহের বাঁশি বেজে উঠবেই
বিদ্রোহী বাঁশি হয়ে,
গাণ্ডীব তুমি থেকো প্রস্তুত
সাথে নিয়ে টঙ্কার
রুদ্ধধারেও রুদ্রবীণায়
ওই শোনো ঝংকার।
(বিরাটি, কল– ৫১)

চড়া সুদ
স্বস্তিকা ঘোষ

আকাশের জন্য সূর্যকে ধার নিয়েছি
কত রক্ত সুদ–আসল জানি না
মুক্তির রং লাল না কালো?
পরীক্ষা করার সুযোগ হয় নি।
পরাক্রম ভালবাসায় বন্দি হলেও
ক্ষতবিক্ষত পাঁজরে নীল অনুতাপ
নির্বাচনের নির্বাণ আদায়ে ব্যর্থ।
কত প্রেম মহাজনি কারবার দেখেছে–
কিন্তু হৃদস্পন্দন কি বন্ধক রাখতে পেরেছে?
গুমরে গুমরে গুরুগম্ভীর গর্জন গর্জায়।
কখনও অদৃশ্য হতে পারে না।
উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে মখমলি রেশম
কি ওষুধ হতে পারে?
(দৌলতাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

বাতিঘরের আলো
সত্যজিৎ সাঁতরা

কিছু আলো অন্ধকার ভেদ করে
সামনে এগিয়ে যাবার পথ দেখায়,
কিছু আলো মরীচিকা হয়ে
মনের ভেতর ভ্রান্তি ছড়ায়।
পথ ভোলা এক নাবিকের নিখোঁজ জানালায়
ধ্রুবতারার মতো তোমার আলো,
মুছে দিয়ে যাক মনের ভেতর জমে থাকা
তোমার সকল কলঙ্ক–কালিমা–কালো।
তোমার আলোর দিব্য জ্যোতি
জাহাজ ছুঁয়ে যাক নাবিকদের
অজ্ঞানতার কুয়াশা ভেদ করে
ছুঁয়ে যাক সকল সর্বহারাদের।
(সাগর, দঃ ২৪ পরগণা)

ঋতুরাজ বসন্ত
সীতারাম ভকত

বসন্ত সাথে নিয়ে এলো যে ফাগুন
গাছে গাছে কিশলয়, দুলে দুলে কথা কয়
বিরহিনী প্রিয়া বুঝি হয় উন্মন
পলাশ শিমূল ওই থোকায় থোকায়
বনানীর শোভাকে দ্বিগুণ বাড়ায়
গাছে গাছে পিককুল আনন্দে মশগুল,
মিষ্টি কূজনে তারা ভুবন মাতায়
চরাচরে বয়ে যায় মৃদু সমীরণ,
মাধবী মধুপে করে আলাপন
পত্রপুঞ্জে দেখি নবমঞ্জরী
মধু পানে মধুকর গায় গুঞ্জরি,
প্রেমিক প্রেমিকার জাগে ভালবাসা
খুশির খেয়ালে মুখে ফোটে নানা ভাষা
নবরূপে প্রকৃতি সেজেছে অপরূপ ছন্দে
বইছে মধুর মলয় বাতাস ঋতুরাজ বসন্তে।
(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

দীর্ঘ বিশ্বাসে
ভীমচন্দ্র ঘোষ

দীর্ঘ বিশ্বাসে খুলে যাচ্ছে দরজা
লিপিবদ্ধ হচ্ছি স্পর্শে।
সবুজ সংকেত ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে,
প্রত্যাশিত ইচ্ছে বরণ করি,
যে ইচ্ছের কোনো ডানা নাই।
নিঃশব্দের বর্ণভেদে মেঘ রাঙা বসন্ত
কে যেন ছুঁয়ে আছে উষ্ণতায় জাগরণে,
হৃদয় সংলাপে।
(শতল, কলসা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

এক মুঠো স্বপ্ন
তরুণ কুমার দাস

স্বপ্ন দিলাম মুঠোয় ভরে, আকাশ ভরা আশা
বাহন রূপে মেঘকে দিলাম, স্বপ্নখানি খাসা।
দিগন্তের ওই আকাশখানি গোধূলির রঙ মাখে
স্বপ্নগুলি মেলছে ডানা মেঘের বাঁকে বাঁকে
সময়গুলো বড্ড স্বাধীন, দিন করে দেয় ছোট
গোধূলির ডাকে আঁধার নামে, উঠছে তারা যত।
মনকে দিলাম তোমার কাছে, নিজের কাছে নিও
হারিয়ে যাবো দূর আকাশে, আমায় বিদায় দিও।
সাজিয়েছি স্বপ্নগুলো জীবন যেমন ধারা
মনের খাতায় সাজিয়ে নিও, জেনো হৃদয়কাড়া।
পড়বে তোমার হয়তো মনে, চাঁদার দেশের কথা
হারিয়ে যাবো আমি সেথায়, লুকিয়ে সকল ব্যথা।
(নদিয়া)

দেশ নয়
তীর্থঙ্কর সুমিত

একটা ম্যাপ কখনই একটা দেশ নয়
গেলাসের আয়তন কখনই পরিধি নয়
সবুজ ঘাস নদীর জল না–লেখা সংলাপ
আর বিবর্তনের ঢেউয়ে এ পৃথিবীর মুখ
তোমার চাওয়া যত না পাওয়ার ইতিহাস
আজ প্রাচীন ক্যানেস্তরা ভেদ করে সংলাপ লেখে
নতুন থেকে চির নতুন...
ধানের শীষে লেগে থাকা ভোরের শিশির
কোনো দেশ নয় হয়তো গ্রহাণুপুঞ্জ।
(মানকুণ্ডু, হুগলি)

খোকার প্রশ্ন
সুনীল পুরকাইত

বললো তো মা এই পৃথিবী সূর্য থেকেই সৃষ্টি
কীভাবে এই সূর্য হল, বললো না তার হিস্ট্রি
জলভরা ওই মেঘেরা সব ভাসছে কেমন করে
কীভাবে সেই মেঘের থেকে আগুন ঝরে পড়ে!
কার থেকে কে সৃষ্টি হোল বলতে পারো কেউ,
ঢেউয়ের থেকে বাতাস নাকি বাতাস থেকে ঢেউ?
নীল রঙটা কে ছড়ালো শূন্য আকাশ পাড়ায়,
বিদঘুটে সব প্রশ্ন গুলো মনকে শুধুই নাড়ায়।
(কুমরাপাড়া, রায়দিঘী, দঃ২৪ পরগণা)

অলীকও ঘুমায়
আরতি দে

জানো! অন্ধকারের স্বাদ কেমন?
রাত গভীর নদী বুকে চলন্ত নৌকা
আরোহীর শিয়রে টিমটিম আলো
বৈঠা টানে আপোষ মেনে নাবিক
যে নৌকায় জ্বলে না দীপ তার মানে বোঝ?
মিঃশব্দ পংক্তি বনানীর বিজন সন্ধ্যা
শেয়ালের কলরব, গাছের কোটরে ভূতুম পেঁচক
তুমি দেখেছ ভেবে ওই পথে কত বিভীষিকা!
যা কিছু হারাবার চলে যায় প্রণয়ের দেওয়াল ভেঙে
করেছ কি ত্যাগ, না পাওয়ার করুণ যন্ত্রণা!
সুপ্ত চেতনায় স্বপ্নের সর্পিল চোখও বদলায়
স্বস্তির নিঃশ্বাস মুঠোয় নিয়ে বসে আছি
অন্তিম প্রভাতে চোখের পাতায় হেঁটে বেড়ায়
আগুনের শেষ লালিমা।
(শহীদনগর, কল–৭৮)

মহুয়ার গন্ধে প্রেম
দোলন রায়

সাঁওতাল রমণী, জঙ্গলের কন্যা,
মাটির ঘ্রাণে বাঁধা তার স্বর্ণা।
মহুয়া ফুলে ভরা তার স্বপ্নমালা
হাড়িয়া তাড়ি তার জীবনের ভালোবাসা
মহুয়ার গন্ধে ভরে তার প্রাণ,
হাড়িয়ার কাপে মিশে সুখের গান।
তার ভালোবাসা মাতালের মতো,
অচেতন নয়, তবু বাঁধনে যত।
জীবনের তালে বয়ে চলে নদী,
সাঁওতাল রমণী, প্রেম তার সুরময়ী। **(উত্তরবঙ্গ)**

(প্রতি মাসের ৩য় সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২–১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন এই ঠিকানায় : সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ / 9903835611)

বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্তের স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবিবার অগ্নিযুগের বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী সর্বোপরী গ্রামগড়ার কারিগর পান্নালাল দাশগুপ্তর ২৬তম স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় তারই প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রাজনগর ব্লকের আবাদনগর গ্রামে অবস্থিত টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট– রাজনগর–খয়রাশোল শাখার কার্যালয়ে। সেইসঙ্গে পান্না বাবুর ছায়াসঙ্গী তথা গ্রাম গড়ার কারিগর হিসেবে পরিচিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানি ভাষার অধ্যাপক সাইজি ম্যাকিনোর ও ১৫তম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় একই সঙ্গে। পান্নাবাবুর রাজনৈতিক, সামাজিক কর্ম বিষয়ক আলোচনা পর্ব চলে দীর্ঘক্ষণ। উপস্থিত অতিথিরা বলেন, পান্নাবাবু চেয়েছিলেন গঠনমূলক বিপ্লব। তিনি আমৃত্যু চিন্তায় কর্মে বিশ্বস্ত থেকেছেন। তিনি বিপ্লবের নায়ক, গ্রাম গড়ার কারিগর,অসাধারণ এক স্রষ্টা বলে অভিহিত করেন বক্তারা। অনুষ্ঠানে আলোচনার পাশাপাশি গান কবিতা আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। পান্নালাল দাশগুপ্ত ও সাইজি ম্যাকিনোর লেখা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা,বইসহ নানান দুষ্প্রাপ্য ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানে আগত সমস্ত ব্যক্তিদের দুপুরে খিচুড়ি, পায়েস খাওয়ানো হয়। সর্বশেষে অধ্যাপক সাইজি ম্যাকিনোর উপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আহসান কামাল, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সন্তোষ কর্মকার ও কানাইলাল মণ্ডল, সমাজসেবী নূপুর চক্রবর্তী, ডা: দিলীপ দাস, সংস্থা রাজনগর–খয়রাসোল শাখা আধিকারিক প্রকাশ সিনহা সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আঁশ কাঁচে

মহমেডানে সমস্যা

মহমেডানের সমস্যা যেন মেটার নয়। ফের ক্লাবে কালো ছায়া। সমস্যা বেতনের। যার জেরে সময় মতো পৌঁছেও অনুশীলনে নামতেই বেঁকে বসে সাদা কালো ব্রিগেড। ফলে নির্ধারিত সময়ের একঘন্টা দেরীতে শুরু হয় অনুশীলন। দুমাসের বেতন বাকি ফুটবলারদের। সেটা না মেটানো পর্যন্ত অনুশীলনে নামতে চায়নি ফুটবলাররা। পরে সিইও রজত মিশ্র মধ্যস্থতা করলে শুরু হয় অনুশীলন। দ্রুত বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়।

রঞ্জিতে রোহিত!

ফিরতে চান ফর্মে। দাপট দেখাতে চান মাঠে। নিজের ভাল নিজেই বোঝেন রোহিত শর্মা। অনেকেই টেস্ট ক্রিকেটে রোহিতের শেষটা দেখে ফেলছিলেন। তবে সব ভুল ভেঙে 'ঘর ওয়াপসি' হিটম্যান। প্রায় ৯ বছর পর রঞ্জি ট্রফি খেলার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। সদ্য সমাপ্ত বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে তিনটি টেস্ট ম্যাচ মিলিয়ে তাঁর ঝুলিতে মাত্র ৩১ রান রয়েছে। প্রথম ম্যাচ খেলতে পারেননি। শেষ ম্যাচ খেলতে চাননি। রঞ্জির অনুশীলনে দেখা গেলেও জানা যায়নি তিনি মুম্বইয়ের হয়ে রঞ্জি ম্যাচ খেলবেন কিনা!

বুমরাহ সেরা

ভারত ধরাশায়ী হতে পারে কিন্তু বুমরাহই সেরা। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি বোলারদের শীর্ষে। সেরা রেটিং পয়েন্টও তাঁর। এবার স্বীকৃতি মিলল আইসিসির। বুমরাহই আইসিসির মাসের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন ভারতীয় পেসার। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ডেন প্যাটারসনকে পিছনে ফেলে ডিসেম্বরের সেরা হলেন জসপ্রীত বুমরাহ। বর্ডার গাভাসকর টেস্ট সিরিজে ভারত হারলেও, সেই সিরিজেই ৫ টেস্টে ৩২ উইকেট তুলে নিয়েছেন তিনি।

নতুন সচিব

মুম্বইতে বিসিসিআই বিশেষ সাধারণ সভায় গিয়ে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহকে শুভেচ্ছা জানালেন সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গাঙ্গুলী। আনুষ্ঠানিকতাই বাকি ছিল। জয় শাহের ছেড়ে যাওয়া সচিবের কুর্সিতে বসলেন অসমের প্রাক্তন ক্রিকেটার দেবজিৎ সাইকিয়া। ২০১৬ সালে ক্রিকেট প্রশাসনে আসেন সাইকিয়া। এদিকে বোর্ডের কোষাধ্যক্ষ পদ ছাড়তে হয়েছিল আশিস সেলারকেও। তার জায়গায় এলেন ছত্তীশগড় রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার প্রতিনিধি প্রভতেজ সিং ভাটিয়া। আইপিএল গর্ভনিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়াও অভিনন্দন জানান নবনিযুক্তদের।

ফিরলেন শামি

অপেক্ষা ফুরোল। ফের জাতীয় দলে কামব্যাক মহম্মদ শামির। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ আন্তর্জাতিক সিরিজে ডাকা হল শামিকে। ২০২৩ সালে একদিনের বিশ্বকাপের পর এই প্রথম ভারতীয় দলে ফিরলেন মহম্মদ শামি। পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচটি ২২ জানুয়ারি কলকাতায়। ফলে সেই ম্যাচেই প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে শামির।

মহমেডানের ড্র

সংযুক্ত সময়ে জোড়া গোল। হারা ম্যাচই ড্র। রুদ্ধশ্বাস লড়াই শেষ ১০ মিনিটে। পরতে পরতে রোমাঞ্চ। শেষপর্যন্ত ২-০ গোলে এগিয়ে থাকা চেন্নাইয়িনকে রুখে দিয়ে ২-২ গোলে ড্র করল মহমেডান স্পোর্টিং। এই ড্রয়ে ১৬ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে ১২ নম্বরেই থাকল মহমেডান স্পোর্টিং।

ডার্বিতে দ্রুততম গোল থেকে বিতর্কিত রেফারিং

যে কারণে জিতল মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি : নতুন বছরের প্রথম ডার্বি। গঙ্গা তীরের লড়াই হল ব্রহ্মপুত্রের তীরে। তবে বছর এবং স্থান বদলালেও ডার্বির ফলাফল বদলাল না। আরও একবার মোহনবাগানের কাছে পরাজিত ইস্টবেঙ্গল। ম্যাকলারেনের গোলে ১-০ গোলে জিতল মোহনবাগান। মাত্র ১ মিনিট ৩৮ সেকেন্ড। আইএসএল ডার্বির ইতিহাসে দ্রুততম গোল করে ইতিহাসে নাম লিখিয়ে ফেললেন মোহনবাগানের অস্ট্রেলিয়ান তারকা জেমি ম্যাকলারেন। অবশ্য ১৯৭৫ সালে ডার্বি ম্যাচে ১৭ সেকেন্ডে গোল করে ভারতীয় ফুটবলে অনন্য নজির গড়েছিলেন মহম্মদ আকবর। কিন্তু সবুজ-মেরুনের এই জয়ের নেপথ্য কারণ কী কী?

শুরুতেই গোল পেয়ে যাওয়া: মাত্র ১ মিনিট ৩৮ সেকেন্ড। আইএসএল ডার্বির ইতিহাসে দ্রুততম গোলটি করে গেলেন মোহনবাগানের জেমি ম্যাকলারেন। জেমির সেই গোল মোহনবাগানের জন্য ভিত তৈরি করে দিয়েছিল। অন্যদিকে একেবারে শুরুতে গোল হজম করে খানিকটা যেন নিরুৎসাহী হয়ে গেলেন ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলাররা। সেভাবে চেষ্টাই দেখা গেল না ক্লেটনদের মধ্যে।

ধারহীন ইস্টবেঙ্গল: ১ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর মোহনবাগান যে ইস্টবেঙ্গলকে সুযোগ দেয়নি তেমনটা নয়। কিন্তু দিয়ামান্তাকোস, ক্লেটনরা সেইসব সুযোগ কাজে লাগালেন না। গোটা ম্যাচে পরিষ্কার গোলের সুযোগই সেভাবে তৈরি করতে পারল না লাল-হলুদ শিবির। এক গোলে পিছিয়ে পড়ার পর গোল শোধ করার জন্য যে আন্তরিক চেষ্টা, সেটা দেখা গেল না অস্কার ব্রুজোর ছেলেদের মধ্যে। অন্তত প্রথমার্ধে চেষ্টার অভাব পরিষ্কার চোখে পড়ল।

ব্যক্তিগত ভুল: শৌভিক চক্রবর্তী। অভিজ্ঞ ফুটবলার। ডার্বির আবেগ বোঝেন। কিন্তু ম্যাচের শুরু থেকে যেভাবে রেফারির সঙ্গে একের পর এক ঝামেলায় জড়ালেন তিনি, সেটা প্রত্যাশিত ছিল না। সেটা না হলে হয়তো প্রথম হলুদ কার্ডটি হজম করতে হত না তাঁকে। শৌভিক এদিন লাল-কার্ড না দেখলে হয়তো ম্যাচের শেষদিকে কামব্যাক করলেও করতে পারত ইস্টবেঙ্গল। আবার মোহনবাগানের গোলটি যেভাবে ম্যাকলারেন করে গেলেন তাতে হিজাজি মাহেরের পজিশন নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এমনকী শৌভিকের প্রথম হলুদ কার্ডও প্রশ্নাতীত নয়। যদিও দ্বিতীয় হলুদ কার্ডটি নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না।

মোহনবাগানের টিমগেম: শনিবাসরীয় ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তবে মোহনবাগানের টিমগেম এবং জেতার অভ্যাস তাদের আবারও জিতিয়ে দিল। যেভাবে মাঝমাঠের ভুল শুধরে দিচ্ছিলেন ডিফেন্ডাররা, রক্ষণের ভুল শুধরে দিচ্ছিলেন গোলরক্ষক বিশাল এবং বাকিরা, তাতে নিঃসন্দেহে এই মোহনবাগানকে হারানো কঠিন।

খারাপ রেফারিং: ম্যাচের ৩৫ মিনিট। এক গোলে পিছিয়ে থাকা ইস্টবেঙ্গল কামব্যাকের মরিয়া চেষ্টায়। ঠিক সেসময় বক্সের ভিতরে আপুইয়ার নিশ্চিত হ্যান্ডবলে পেনাল্টি দিলেন না রেফারি ভেঙ্কটেশ্বর। ওই পেনাল্টি ইস্টবেঙ্গল পেলে নিশ্চিতভাবে বদলে যেতে পারত খেলার ফল। শুধু ওই পেনাল্টি নয়, ম্যাচের একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এমনকী শৌভিকের প্রথম হলুদ কার্ডও প্রশ্নাতীত নয়। যদিও দ্বিতীয় হলুদ কার্ডটি নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না।

টুকরো

মোট ২৭ গোল

নিজস্ব প্রতিনিধি : টানা জয়। কন্যাশ্রী কাপের প্রিমিয়ার বি ডিভিশনে চলতি মরসুমে ইতিমধ্যেই ২৭ গোল করার রেকর্ড গড়ে ফেলেছে ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাব। বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস কমপ্লেক্সের মাঠে তারা মুখোমুখি হয়েছিল কলকাতা ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাবের। কলকাতা ইউনিয়নকে ১৯-১ গোলে হারালেন ইউকেএসসির মেয়েরা। গোটা ম্যাচে একাই ১২ গোল করলেন দেবনীতা। হ্যাটট্রিক করেন শিউলি খাতুন, ২টি গোল প্রিয়া সরকারের ও ১টি করে গোল করেন অঞ্জলি এবং অধিনায়ক পূজা।

বাগানে কিরমানি

নিজস্ব প্রতিনিধি : চুনী গোস্বামীর জন্মবার্ষিকী। তাঁকে স্মরণ করেই মোহনবাগান ক্লাবে উদ্বোধন হয়ে গেল ক্রিকেট পরিকাঠামোর। উদ্বোধনে এসে প্রাক্তন ক্রিকেটার পদ্মশ্রী সৈয়দ কিরমানি মোহনবাগান ক্লাবকেই দেশের সেরা ফুটবল ক্লাব বললেন। তাঁকে আজীবন সদস্যপদ দিয়ে সম্মানিতও করল মোহনবাগান ক্লাব। কপিল দেবের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য প্রণাম করেন অমর একাদশের মূর্তিতেও। ঠিক হয়, ২৯ জুলাই মোহনবাগান দিবসের পাশাপাশি এবার ১৫ জানুয়ারি ক্রিকেট দিবস পালন করবে মোহনবাগান ক্লাব। কিরমানির উপস্থিতিতে মোহনবাগানের ক্রিকেট অধিনায়ক সহ সবুজ মেরুনে খেলা ক্রিকেটারদের সংবর্ধিত করা হয়। এসেছিলেন প্রয়াত কিংবদন্তির স্ত্রী বাসন্তী গোস্বামী। বাগানে এসে নস্টালজিক হয়ে অতীতের নানা স্মৃতিচারণাও করলেন কিরমানি। বাসন্তীদেবীর সামনেই কিরমানি বলেন, চুনী গোস্বামীর অবদান কথায় ব্যাখ্যা করা যাবে না। মোহনবাগানের হয়ে ফুটবল, ক্রিকেট খেলেছেন। তাঁর জন্মবার্ষিকীতে মোহনবাগানের ক্রিকেট পরিকাঠামোর উদ্বোধন করতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। ক্রিকেটজীবনে চুনী গোস্বামীর নাম শুনতাম। আমাদের সময়ের নায়ক ছিলেন উনি। দেশের হয়েও ক্রিকেট খেলতে পারতেন।

কালনার জলপরী সায়নী পেলেন জাতীয় পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সপ্তসিন্ধুর ৫ সাগর ইতিমধ্যেই জয় করে ফেলেছে কালনার জলকন্যা সায়ণী দাস। কিন্তু বাকি দুই সাগর জিব্রাল্টার ও সুগার পাড় করতে গিয়ে তার সামনে পাহাড় প্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থ। আর্থিক বাঁধাকে অতিক্রম করার জন্য সব রকম প্রচেষ্টাই চালাচ্ছে তার পরিবার। বাকি দুই সাগর পার করার জন্য তার প্র্যাকটিসের কোনও ঘাটতি নেই। এই শীতের মধ্যেও কালনার গঙ্গায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সপ্তসিন্ধু পার করার নেশায় জড়িয়ে পড়া পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার সাঁতারু সায়নী দাসের কাছে কিছুটা হলেও খুশি এনে দিল জাতীয় পুরস্কার। তেনজিং নোরগে অ্যাডভেঞ্চার পুরস্কার এবং ১৫ লক্ষ টাকা রিওয়ার্ড সায়নীর হাতে তুলে দেন দেশের রাষ্ট্রপতি। সায়নী দাস সপ্তসিন্ধু পার করার লক্ষ্য নিয়ে গত বছর নিউজিল্যান্ডের কুক স্ট্রেইট চ্যানেল পার হন। ইতিপূর্বে সায়নী দাস ২০১৭ সালে ইংলিশ, ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার রটনেস্ট এবং ২০১৯ সালে আমেরিকার ক্যাটালিনা চ্যানেল জয় করেন। এই চ্যানেলগুলি জয়ের পর ২০২২ সালে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের ৪৪ কিমি দীর্ঘ মলোকাই চ্যানেল জয় করেন। পরের লক্ষ্য আয়ারল্যান্ডের নর্থ চ্যানেল। জিব্রাল্টার প্রণালি পূর্বে ভূমধ্যসাগরকে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে সংযোগকারী সমুদ্র প্রণালি। এটি উত্তর আফ্রিকা দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের আইবেরীয় উপদ্বীপ থেকে পৃথক করেছে। এই প্রণালির উত্তর দিকে স্পেন এবং ব্রিটিশ শাসিত জিব্রাল্টার। আর দক্ষিণাংশে রয়েছে আফ্রিকার মরক্কো এবং সেউটা নামক স্প্যানিশ অঞ্চল। প্রণালিটি ৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং প্রস্থ অবস্থানভেদে ১৩ থেকে ৩৯ কিলোমিটার হতে পারে। প্রণালির মধ্য দিয়ে একটি ৮ কিলোমিটার প্রশস্ত ও ৩০০ মিটার গভীর চ্যানেল চলে গেছে। সায়নি বলেন, ১৯ বছর ধরে আমি যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি তার সরকারি স্বীকৃতি পেলাম। অনেকে মনে করেন ওপেন ওয়াটার সুইমিং এটি একটি ব্যক্তিগত অ্যাচিভমেন্ট কিন্তু সেই ভ্রান্ত ধারণাটা ভাঙতে চলেছে ওপেন ওয়াটার সুইমিং এটি কোন ব্যক্তিগত অ্যাচিভমেন্ট নয় আমরা যত চ্যানেল অতিক্রম করি সেখানে ভারতকে রিপ্রেজেন্ট করি এটা দেশের জন্য করি, সেই জন্যই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু নিজের হাতে আমাকে এই পুরস্কার দেন। আগামী লক্ষ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে সায়নী বলেন, বাকি দুই সাগর অতিক্রম করার জন্য জোর কদমে আমার প্র্যাকটিস চলছে। এই বছরের এপ্রিল মাসে তিনি জিব্রাল্টার চ্যানেল অতিক্রম করবেন। পরবর্তী সপ্তসিন্ধুর শেষ সিন্ধু সাঁতার কাটার পারমিশন এখনো হাতে আসেনি। সেটা সম্ভবত পরের বছর অথবা ২০২৭ সালে অতিক্রম করব। আর্থিক প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে সায়নী বলেন, ২০১৭ সাল থেকে আমার চ্যানেল জয়ের যাত্রা শুরু তার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে লোন নেওয়া শুরু হয়ে যায়। গত বছর দুটি চ্যানেল অতিক্রম করতে গিয়ে ২৮ লক্ষ টাকা মতন ব্যয় হয়। তার মধ্য থেকে ২১ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য এসেছিল বাকিটা লোন ছিল।

যোগা চ্যাম্পিয়নশিপে এশিয়ার সেরা বাংলার সৃজা সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এশিয়ান যোগা চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব এল ভারতের ঝুলিতে। সৌজন্যে হুগলির সৃজা সাহা। সিঙ্গাপুরে আয়োজিত দশম যোগা চ্যাম্পিয়নশিপে চারটে ইভেন্টে সোনা ও একটি ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতলেন সৃজা। এই ইভেন্টে মোট ১০টা দেশ ও রাজ্য অংশগ্রহণ করেছিল। ভারত থেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন ৩১ জন। সেখানে সবার থেকে শীর্ষে শেষ করলেন সৃজা সাহা। হুগলির মানকুণ্ডুর দু'নম্বর মহাডাঙাগর বাসিন্দা সৃজা। সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে আয়োজিত হওয়া এশিয়ান যোগা চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেন তিনি। এই ইভেন্টে অংশ নেয় সিঙ্গাপুর, হংকং, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, শ্রীলঙ্কা। ভারতের রাজ্যগুলোর মধ্যে

অংশ নেয় পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অসম ও রাজস্থান। সৃজা সোনা জিতেছেন ট্র্যাডিশনালে সিলভার, আর্টিস্টিক সোলো, রিদিমিক পেয়ার, আর্টিস্টিক পেয়ার, ফ্রি ফ্লোর ইভেন্টে। ১৫ বছর বয়সি সৃজা যোগা শুরু করেন মাত্র ৭ বছর বয়স থেকে। যোগার প্রতি তাঁর ভালোবাসা তাঁকে একেরপর এক সাফল্য এনে দেয়। তবে যোগার পাশাপাশি সৃজা পড়াশোনাও করছেন। তিনি বর্তমানে চন্দননগর উষাঙ্গিনী বালিকা বিদ্যালয় দশম শ্রেণীতে পড়াশোনা করছেন। তাঁর বাবা সুকান্ত সাহা চন্দননগর পৌরসভার অস্থায়ী কর্মী ও মা নবনীতা সাহা গৃহবধূ।সৃজার মা নবনীতা সাহা বলেন, 'যোগা দেখে আমার ভালো লাগত, তখন থেকে ঠিক করি মেয়েকে যোগা শেখাব। আমার দুই মেয়ের মধ্যে ছোট মেয়েকে যোগা শিখিয়েছি। ছোট মেয়ে শৈশব থেকেই যোগার প্রতি ভালোবাসা ছিল। কিন্তু মেয়েকে প্রতিযোগিতায় পাঠাতে গিয়ে বিপুল খরচ কী ভাবে করব সেটা নিয়ে চিন্তা ছিল।

জেলায় জেলায় টক্কর

মন্তেশ্বরে নকআউট ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হুগলি

দেবাশিস রায় : পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার মামুদপুর গ্রামে আয়োজিত এক মাস ব্যাপী নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল হুগলির পাণ্ডুয়া। মামুদপুর মৈত্রী সংঘের পরিচালনায় এবারের ৩৩ বর্ষীয় এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টটি শুরু হয়েছিল গত ১২ ডিসেম্বর। খেলায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ১৬টি টিম অংশগ্রহণ করে। মঙ্গলবার মামুদপুর ময়দানে আয়োজিত চূড়ান্ত পর্বের খেলায় মন্তেশ্বর মীর কাহার ফাউন্ডেশন একাদশকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হল হুগলির পাণ্ডুয়া একাদশ। এদিন হাজার খানেক দর্শকের উপস্থিতিতে টানটান উত্তেজনাপূর্ণ ময়দানে মোট ১৬ ওভারের খেলায় টসে জিতে মীর কাহার ফাউন্ডেশন প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু, নির্ধারিত ওভার শেষ হওয়ার আগেই তারা সব উইকেট হারিয়ে ৯৭ রান সংগ্রহ করতে পারে। এরপর প্রতিপক্ষকে জবাব দিতে পাণ্ডুয়া একাদশ মাঠে নেমে ঝোড়ো বেগের ব্যাটিংয়ে মাত্র ৯ ওভারেই এবং ৩ উইকেট হারিয়ে প্রয়োজনীয় ৯৮ রান তুলে নিতে সক্ষম হয়। এদিনের খেলায় ম্যান অব দ্য ম্যাচ খেতাব জয় করেন চ্যাম্পিয়ন দলের পিয়াল প্রামাণিক এবং ম্যান অব দ্য সিরিজ পুরস্কারটি জয় লাভ করেন হাসিম মণ্ডল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন খেলা দেখার আনন্দ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য মাঠে বিশিষ্টজনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্তেশ্বরের যুগ্ম বিডিও সোমনাথ সাউ, স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আহমেদ হোসেন শেখ, মামুদপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ডলি রজক প্রমুখ। অন্যদিকে, রবিবার কাটোয়া শহরে পৌর গোবিন্দ ময়দানে পূর্ব বর্ধমান জেলা স্পোর্টস অ্যান্ড ফিজিক্যাল কালচার অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় স্থানীয় একটি সংস্থা আয়োজিত বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। প্রতিযোগিতায় মোট ৪৪টি ইভেন্টে পুরুষ ও মহিলা মিলে ৬-১৮ বয়সী সর্বমোট ১৮২ জন অংশগ্রহণ করেছিল। এদিন প্রতিযোগীদের উৎসাহ প্রদানের জন্য খেলার মাঠে বিশিষ্টজনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়ার পুরচেয়ারম্যান সমীরকুমার সাহা, কাউন্সিলর জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ক্রীড়া প্রশিক্ষক অজয়কুমার মণ্ডল প্রমুখ।

বাসন্তীতে শেষ হল সপ্তম বর্ষের মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী: সুন্দরবনের বাসন্তীর চোরাডাকাতিয়া মোহনবাগান ফ্যানস্ ক্লাবের উদ্যোগে মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট শেষ হল রবিবার রাতে। সপ্তম বর্ষের এই টুর্নামেন্টে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ৮টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। রবিবার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় ইকবাল মোল্লা স্মৃতি একাদশ বনাম রাইহান আনিসুর সেভেন স্টারের মধ্যে। টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে চ্যাম্পিয়ান হয় রাইহান আনিসুর সেভেন স্টার। খেলে শেষে জয়ী ও রানার্স দলের হাতে ট্রফি সহ অন্যান্য পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় জয়ী দলের মধুমিতা মণ্ডলের হাতে অস্ট্রেলিয়ার ৩জন বিশ্বকাপার জেমি মাক্লারেন, জেসন কামিন্স ও দিমিত্রী পেত্রাতোসেইয়ের স্বাক্ষর সম্মিলিত এবং ভারতীয় দলের বর্তমান ৯ জন সদস্যের স্বাক্ষর করা একটি বিশেষ ফুটবল তুলে দেওয়া হয়। মোহনবাগান ফ্যানস্ ক্লাব আয়োজিত সপ্তম বর্ষের মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট সহ রক্তদান,বস্ত্রদান অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগানের প্রাক্তন অধিনায়ক শিল্টন পাল, প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য, মোহনবাগানের প্রাক্তন অধিনায়ক নিমাই গোস্বামী, দেশের প্রথম অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত মহিলা ফুটবল খেলোয়াড় শান্তি মল্লিক আইচ,রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক জহুরুল ইসলাম সরদার, শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক অমল নায়েক, সমাজসেবী দেবাশিস বৈরাগী,কালিপদ সরদার, মোহনবাগান ফ্যানস্ ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ নূরসেলিম লস্কর অন্যান্য বিশিষ্টরা। মোহনবাগান ফ্যানস্ ক্লাবের সম্পাদক শরদিন্দু মাঝি বলেন, 'সুন্দরবনের মহিলারা যাতে দেশ তথা বিশ্ব আঙিনায় ফুটবল প্রসারিত করতে পারে তার জন্য এমন টুর্নামেন্টের আয়োজন।' অন্যদিকে, সভাপতি সাবির হোসেন সেখ জানান, 'সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দীপাঞ্চলের প্রতিভাববান মহিলা ফুটবলারা ফুটবল পায়ে যাতে রাজ্য তথা দেশের মাঠ কাঁপাতে পারে এবং সম্মান ছিনিয়ে আনতে পারে সেই সব প্রতিভা গ্রাম থেকে তুলে আনার জন্য অঙ্গীকার বদ্ধ বাসন্তীর মোহনবাগান ফ্যানস্ ক্লাব।'

ছোটদের ডার্বিতেও হার ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'যতবার ডার্বি, ততবার হারবি।' সমর্থকদের মুখের এই স্লোগানই যেন প্রবাদে রূপান্তরিত হতে চলেছে। এটাই সত্যি। বড়দের পর ছোটদের ডার্বিতে মুখোমুখি হয়েছিল মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল। সেখানেও হার ইস্টবেঙ্গলের। অনূর্ধ্ব-১৭ ইয়ুথ লিগে আদিত্য মণ্ডলের গোলে ১-০ ব্যবধানে জয় পেল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। ১১ জানুয়ারি রিলায়্যান্স ফাউন্ডেশন ইউথ স্পোর্টসের অনূর্ধ্ব-১৫ টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে জিতেছিল মোহনবাগান। সেইদিনই সন্ধেয় আইএসএল ম্যাচে গুয়াহাটিতে ম্যাকলারেনের একমাত্র গোলে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল মোহনবাগান। এবার আবার। নতুন বছরেই ডার্বিতে হারের হ্যাটট্রিক করে ফেলল ইস্টবেঙ্গল। ছোটদের ডার্বিতেও প্রায় একই ঘটনার অবতারণা। এবার নিজেদের পেনাল্টি বক্সে লাল-হলুদের খেলোয়াড়ের হাতে বল লাগে। মোহনবাগানের ফুটবলাররা পেনাল্টির আবেদন করলেও রেফারি সেই আবেদনে কর্ণপাত করেননি। ম্যাচ চালু রাখেন।

প্রকাশিত

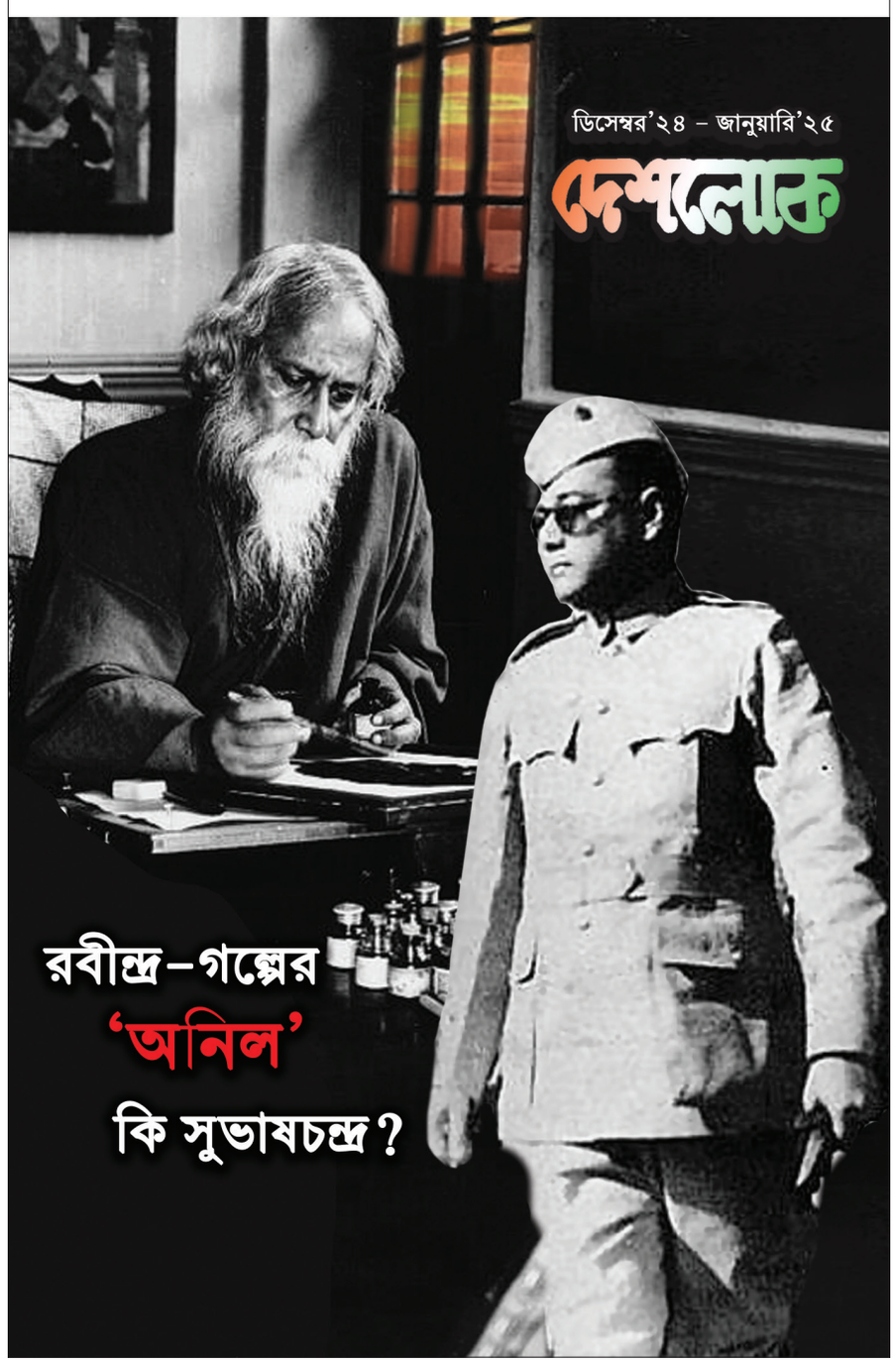

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com